ভারত সরকার

পশ্চিমবঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মের পরিকাঠামো উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত

- ৩,৯১০ কিলোমিটারেরও বেশি জাতীয় সড়ক, সারা রাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করছে
- প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার আওতায় ৩৭,০০০ কিলোমিটারেরও বেশি গ্রামীন সড়ক প্রত্যন্ত এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালী করেছে
- গত ১১ বছরে রেল বাজেট তিনগুণ বেড়ে প্রায় ১৪,০০০ কোটি টাকা হয়েছে, ফলে সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের গতি ত্বরান্বিত হয়েছে
- ৯টি বন্দে ভারত ট্রেন আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করছে, অসমের গুয়াহাটি থেকে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ার মধ্যে প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন চালু হয়েছে
- হুগলি নদীর নিচে ভারতের প্রথম আন্ডারওয়াটার মেট্রো টানেল হাওড়া ও কলকাতাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে যুক্ত করেছে
- ১০১টি অমৃত ভারত স্টেশন যাত্রীদের ভ্রমণ অভিজ্ঞতাই বদলে দিচ্ছে
- রাজ্যের ব্রড-গেজ রেল নেটওয়ার্কের ১০০% বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে, যার ফলে দ্রুততর, পরিচ্ছন্ন এবং আরও দক্ষ রেল পরিচালনা সম্ভব হচ্ছে
- ২২০টির বেশি স্মার্ট সিটি প্রকল্প জীবনযাত্রার মান উন্নত করেছে

বিকশিত বাংলা
বিকশিত ভারত
প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্কল্প

CBC 37101/13/0024/2526

"পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ণের জন্যে ভারত সরকারের অব্যাহত প্রয়াস রাজ্যের উন্নত ভবিষ্যতের ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করছে।"

-প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

সিআইএসএফ-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১১ মার্চঃ সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিওরিটি ফোর্স (সিআইএসএফ)-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রদ্র মোদী। তিনি বলেছেন যে, দেশের গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো রক্ষায় সিআইএসএফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।তিনি এদিন সমাজ মাধ্যমে জানান, সিআইএসএফ তার দৃঢ় সংকল্প, শৃঙ্খলা এবং নিষ্ঠার জন্য পরিচিত। এই বাহিনীর কর্মীরা সারা দেশে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এবং সম্পদ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সিআইএসএফ-এর কর্মীদের অটল নিষ্ঠা ভারতের নিরাপত্তা ও অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী (সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিওরিটি ফোর্স বা সিআইএসএফ) ১৯৬৯ সালের ১০ মার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই বাহিনী দেশের প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠান, বিমানবন্দর, মেট্রো, বিভিন্ন বন্দর এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোর সুরক্ষার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। বর্তমানে সারা দেশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান রক্ষার জন্য সিআইএসএফ মোতায়েন রয়েছে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স (সিআই এসএফ)-এর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বাহিনীর সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।সমাজ মাধ্যমে এক বার্তায় তিনি বলেছেন, দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলির সুরক্ষা দেওয়া হোক কিংবা সংকটকালে দেশকে রক্ষা করা-সর্বত্রই সিআইএসএফ-এর নিষ্ঠা দেশপ্রেম ও পেশাদারিত্বের প্রকৃত চেতনারই প্রতিফলন ঘটায়। দেশের জন্য সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকারী শহিদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী (সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিওরিটি ফোর্স বা সিআইএসএফ) ১৯৬৯ সালের গত ১০ মার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই বাহিনী দেশের প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠান, বিমানবন্দর, মেট্রো, বিভিন্ন বন্দর এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোর সুরক্ষার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। বর্তমানে সারা দেশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান রক্ষার জন্য সিআইএসএফ মোতায়েন রয়েছে।

ইরানের সঙ্গে সংঘাতে ১০ দিনে আহত প্রায় ১৪০ মার্কিন সেনাঃপেন্টাগন

ওয়াশিংটন, ১১ মার্চ ঃ ইরানের সঙ্গে চলমান সংঘর্ষের প্রথম ১০ দিনে প্রায় ১৪০ জন মার্কিন সেনা আহত হযেছেন বলে জানিয়েছে মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর পেন্টাগন। মঙ্গলবার (ভারতীয় সময় অনুসারে বুধবার) পেন্টাগনের তরফে জানানো হয়, আহতদের মধ্যে অধিকাংশেরই আঘাত তুলনামূলক ভাবে সামান্য। তাঁদের মধ্যে ১০৮ জন এরই মধ্যে পুনরায় নিজেদের দায়িত্বে ফিরে গেছেন। তবে আটজন সেনা গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিসাধীন রয়েছেন এবং তাঁদের উন্নত চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।আমেরিকার একটি প্রথম সারির সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পেন্টাগনের প্রধান মুখপাত্র শন পার্নেল এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, সংঘাতের প্রথম দুই দিনেই গোলাবারুদ খাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ৫.৬ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। এই ব্যয়ের হিসাব চলতি সপ্তাহে মার্কিন কংগ্রেসের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে। মার্কিন আধিকারিকদের দাবি, ইতিমধ্যে ইরানের ১৬টি সামরিক জাহাজ ধ্বংস করা হয়েছে। তবে এর মধ্যেই ইরান আবারও হরমুজ প্রণালীতে মাইন পেতে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন মার্কিন আধিকারিকরা বলে জানা যায়

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

জলজীবন মিশন ২.০-তে অনুমোদন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১১ মার্চ ঃ জলজীবন মিশন ২.০-তে অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বলেন, জল জীবন মিশন ২.০ অনুমোদিত হয়েছে। এই প্রকল্পটিকে এখন সুস্থায়ী করার সময় এসেছে। প্রকল্পটি সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠন করা হচ্ছে। এখন অবকাঠামো তৈরি থেকে পরিষেবা প্রদানের উপর জোর দেওয়া হবে। এর বরাদ্দকৃত পরিমাণ ৮ লক্ষ ৭০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হবে পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণে সম্প্রদায়কে জড়িত করা। সমস্ত সম্পদ ডিজিটালভাবে ম্যাপ করা হবে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, আজ মন্ত্রিসভায় ৬টি বড় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সমস্ত সিদ্ধান্তের মূল্য প্রায় ৮,৮০,০০০ কোটি টাকা। এগুলো হল জল জীবন মিশন ২.০, মাদুরাই বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে ঘোষণা করা, পশ্চিমবঙ্গের সাঁতরাগাছি থেকে খড়গপুর পর্যন্ত চতুর্থ রেললাইন তৈরি করা, সাঁইথিয়া-পাকুর চতুর্থ লাইন তৈরি করা, মধ্যপ্রদেশের বদনাওয়ার-থান্ডলা-তিমারওয়ানি মহাসড়কের চার লেনের নির্মাণ এবং ফরিদাবাদ দিক থেকে জেওয়ার

বিমানবন্দরের সংযোগ।অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে মঙ্গলবার অর্থনৈতিক বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কমিটি রেলপথ মন্ত্রকের মোট ৪,৪৭৪ কোটি টাকা (প্রায়) ব্যয়ের দু'টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছেঃসাঁইথিয়া - পাকুর চতুর্থ লাইন এবং সাঁতরাগাছি - খড়গপুর চতুর্থ লাইন।বর্ধিত লাইনের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে গতিশীলতা বৃদ্ধি করবে, যার ফলে ভারতীয় রেলের পরিচালন দক্ষতা এবং পরিষেবা নির্ভরযোগ্যতা উন্নত হবে। এই বহু-ট্র্যাকিং প্রস্তাবগুলি কার্যক্রমকে সহজতর করতে এবং যানজট কমাতে প্রস্তুত। প্রকল্পগুলি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি নতুন ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ যা এই অঞ্চলের জনগণকে আত্মনির্ভর করে তুলবে, যা এই অঞ্চলে ব্যাপক উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করবে।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য 'মিলিটারি ভিশন ডকুমেন্ট' রোডম্যাপ প্রকাশ করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১১ মার্চ ঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং গত মঙ্গলবার নতুন দিল্লির সাউথ ব্লকে ভবিষ্যতের চাহিদা অনুসারে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি সংক্রান্ত 'ডিফেন্স ফোর্সেস ভিশন ২০৪৭ঃ আ রোডম্যাপ ফর আ ফিউচার রেডি ইন্ডিয়ান মিলিটারি' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। প্রতিরক্ষা বাহিনীর সুসংহত সদর দফতর থেকে এই পরিকল্পনাটি তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে ২০৪৭ সালে বিকশিত ভারতের চাহিদা পূরণের জন্য প্রযুক্তি-নির্ভর আধুনিক এক সুসংহত বাহিনী গড়ে তোলার পন্থাপদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। এই পুস্তিকায় সেনাবাহিনীর কৌশলগত সংস্কার, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন পরিবর্তনের পরিকল্পনার উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্য দিয়ে একটি সুসংহত বহুপাক্ষিক বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব হবে যারা দেশের কৌশলগত স্বার্থকে রক্ষা করে যে কোনও সংঘাতে সাফল্য অর্জন করবে।এ সংক্রান্ত পরিকল্পনার মূল স্তম্ভ হল বাহিনীগুলির মধ্যে আরও সমন্বয় বৃদ্ধি করা, যাতে বিভিন্ন অভিযানে যথাযথ পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সাফল্য অর্জন করা যায়। এই পুস্তিকায় প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের আত্মনির্ভরতার বিষয়টিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত সরঞ্জাম যাতে আরও বেশি করে ব্যবহার করা যায়, সেই বিষয়টিতে জোর দেওয়া হয়েছে। এছা।াও, স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ আরও জটিল হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। এই বিষয়টিকে স্বীকৃতি দিয়ে এই পুস্তিকায় কূটনীতি, প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে সামরিক শক্তিকে যুক্ত করার প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে দেশের সুরক্ষা নিশ্চিত হবে। এই পুস্তিকা প্রকাশ অনুষ্ঠানে চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান, নৌ-বাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল দীনেশ কে ত্রিপাঠী, বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল এ পি সিং, প্রতিরক্ষা সচিব রাজেশ কুমার সিং, সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল পুষ্পেন্দ্র সিং সহ অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের জন্য রাজ্যসভায় অভিনন্দন ভারতীয় দলকে

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ ঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের জন্য ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে রাজ্যসভায়। গত সোমবার রাজ্যসভার সাংসদদের পক্ষ থেকে চেয়ারম্যান সি.পি. রাধাকৃষ্ণণ ভারতের বিজয়ী দলকে অভিনন্দন জানান। তাঁদের প্রশংসা করে তিনি বলেন যে, দেশের জন্য এটা গর্বের বিষয় যে, ভারতীয় দল আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয় করেছে। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে ভারতীয় দল দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে। তৃতীয়বার ভারত এই টুর্নামেন্ট জিতেছে। রাধাকৃষ্ণণ বলেন যে, এই জয়টি বিশেষ, কারণ ভারতই প্রথম আয়োজক দেশ যারা নিজের দেশের মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয় করেছে। এই অসাধারণ জয়ের জন্য রাজ্যসভার পক্ষ থেকে ভারতীয় দলের খেলোয়াড়, ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন। আগামী দিনেও ভারতীয় ক্রিকেট দলের সাফল্য কামনা করা হয়েছে রাজ্যসভার তরফে জানান রাজ্যসভার সাংসদদের পক্ষ থেকে চেয়ারম্যান সি.পি. রাধাকৃষ্ণণ

প্রাক্তন শিক্ষাসচিব মণীশ জৈন ও কুন্তল ঘোষকে তলব ইডি-র

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১১ মার্চ ঃ স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ মামলায় শিক্ষা দফতরের প্রাক্তন সচিব মণীশ জৈন এবং শাসকদলের প্রাক্তন যুব নেতা কুন্তল ঘোষকে তলব করল ইডি। ১৬ থেকে ১৯ মার্চের মধ্যে তাঁদের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির দফতরে তলব করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। তদন্তকারীদের দাবি, ওই দুজনের পাশাপাশি নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় প্রায় শতাধিক চাকরিপ্রার্থীকেও ধাপে ধাপে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য তলব করা হচ্ছে।এর আগে প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় হুগলির বহিষ্কৃত তৃণমূল যুব নেতা কুন্তলকে গ্রেফতার করেছিল ইডি এবং সিবিআই। এখন তিনি জামিনে মুক্ত রয়েছেন। অন্য দিকে, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আগেও মণীশকে তলব করেছিল সিবিআই। তার পর সিবিআই দফতরে গিয়ে হাজিরাও দিয়েছিলেন তিনি। এ বার এসএসসি-র নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে তলব করা হয়েছে কুন্তল এবং মণীশকে বলে মনে করা হয়েছে।

ক্ষমতা হারানোর ভয়ে অস্থির মমতা, বাংলার মানুষ পরিবর্তন চাইছেঃবিজয় কুমার সিনহা

পটনা, ১১ মার্চঃ পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র মন্তব্য করলেন বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহা। বুধবার পটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন গভীরভাবে উদ্বিগ্ন এবং বিচলিত। তাঁর কথায়, ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কাই মুখ্যমন্ত্রীকে অস্থির করে তুলেছে। সেই কারণেই তিনি কখনও কখনও এমন সব মন্তব্য করছেন, যা বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সিনহার দাবি, বাংলার মানুষ এখন পরিবর্তনের কথা ভাবছে এবং তারা আর বর্তমান পরিস্থিতি মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরনের অসন্তোষ জমে উঠেছে। তাঁর মতে, এই অসন্তোষ শুধুমাত্র রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে নয়, বরং দীর্ঘদিনের শাসনব্যবস্থার নানা অভিযোগ ও সমস্যার ফলস্বরূপ তৈরি হযেছে। তিনি বলেন, বাংলার মানুষ এখন নিজেদের ভবিষ্য নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে। তাদের অনেকেই মনে করছে যে রাজ্যে নতুন রাজনৈতিক পরিবেশ প্রযোজন। সেই কারণেই তিনি দাবি করেন, আগামী দিনে বাংলার রাজনৈতিক চিত্রে বড় পরিবর্তন দেখা যেতে পারে।বিজয় কুমার সিনহা আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কখনওই তাদের রাজ্যকে বাংলাদেশে পরিণত হতে দেবে না। তাঁর এই মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি রাজ্যে অনুপ্রবেশ ইস্যুকে সামনে আনেন। তাঁর মতে, দীর্ঘদিন ধরেই সীমান্তবর্তী রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশের সমস্যা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তিনি দাবি করেন, বাংলার মানুষ এই বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন এবং তারা নিজেদের রাজ্যের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিচয় রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁর কথায়, সাধারণ মানুষ ইতিমধ্যেই মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে যে তারা এমন কোনও পরিস্থিতি মেনে নেবে না, যা বাংলার পরিচয় ও নিরাপত্তার উপর প্রভাব ফেলতে পারে।এই প্রসঙ্গে তিনি এসআইআর বা সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে বলেন, এটি বাংলার স্বার্থে নেওয়া একটি উদ্যোগ। তাঁর দাবি, সাধারণ মানুষ এই উদ্যোগকে অনুপ্রবেশকারীদের অপসারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছে। তিনি বলেন, যখন কোনও সরকার সীমান্ত নিরাপত্তা ও জনসংখ্যাগত ভারসাম্যের মতো বিষয় নিয়ে কাজ করে, তখন তা দীর্ঘমেয়াদে দেশের স্বার্থেই করা হয়। বাংলার মানুষও এই বিষয়টি উপলব্ধি করছে বলে তাঁর দাবি।পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকে কেন্দ্র করে তাঁর এই মন্তব্য স্বাভাবিকভাবেই নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ মনে করছেন, বিভিন্ন রাজ্যের নেতারা যখন অন্য রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে মন্তব্য করেন, তখন তা অনেক সময় রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়িয়ে তোলে। তবে বিজয় কুমার সিনহার বক্তব্য স্পষ্ট করে দেয় যে সীমান্ত রাজ্যগুলিতে অনুপ্রবেশ ও নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ এখনও রাজনৈতিক আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।এদিকে শুধু পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি নয়, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়েও মন্তব্য করেছেন বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী। সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিম এশিয়ায় যে সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে গোটা বিশ্বের মতো ভারতেও কিছুটা উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে জ্বালানি তেল ও গ্যাস সরবরাহ নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে সিনহা বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। তাঁর মতে, আন্তর্জাতিক স্তরে সংঘাতের কারণে কিছুটা অস্থিরতা তৈরি হলেও ভারত সরকার বিষয়টির উপর নিবিড় নজর রাখছে।তিনি জানান, জ্বালানি ও গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে আপাতত কোনও বড় ধরনের সংকট নেই। সাময়িকভাবে কিছু অসুবিধা দেখা দিতে পারে, কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হবে না বলেই তাঁর বিশ্বাস। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং প্রয়োজনে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। তাঁর মতে, ভারত একটি বৃহ অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য সরকারের কাছে যথেষ্ট কৌশল ও পরিকল্পনা রয়েছে।এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, সাধারণ মানুষকে অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। অতীতে বহুবার আন্তর্জাতিক অস্থিরতার সময়েও ভারত সফলভাবে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে। এবারও তেমনটাই হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট যে জ্বালানি সরবরাহ ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রশ্নে সরকার পরিস্থিতি নিয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী।এর পাশাপাশি রাজ্যের প্রশাসনিক বিষয় নিয়েও কথা বলেছেন বিজয় কুমার সিনহা। বিহারে বর্তমানে রাজস্ব কর্মী এবং সার্কেল অফিসারদের ধর্মঘট নিয়ে যে পরিস্থিতি তৈরি হযেছে, তা নিয়েও তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, সরকারি কর্মচারীরা রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাদের কাজের মাধ্যমেই সাধারণ মানুষের বহু সমস্যা সমাধান হয়। তাই জনসাধারণের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি ধর্মঘটকারী কর্মীদের কাছে আবেদন জানান।উপমুখ্যমন্ত্রীর মতে, যাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেন এবং মানুষের সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসেন, তাঁদের সরকার সবসময় সম্মান করে। তিনি বলেন, প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করা শুধুমাত্র একটি চাকরি নয়, বরং তা মানুষের সেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। তাই এই ধরনের পরিস্থিতিতে আলোচনা ও সংলাপের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হওয়াই সবচেয়ে কাম্য।তিনি আরও জানান, সরকার কর্মচারীদের দাবিদাওয়া নিয়ে আলোচনার জন্য সবসময় প্রস্তুত। তবে একই সঙ্গে তিনি মনে করিয়ে দেন যে সাধারণ মানুষের স্বার্থ সর্বাগ্রে রাখা জরুরি। কোনও ধর্মঘট বা আন্দোলনের ফলে যদি মানুষের দৈনন্দিন পরিষেবা ব্যাহত হয়, তাহলে তা দীর্ঘমেয়াদে সমাজের জন্য ভালো নয়। তাই তিনি কর্মচারীদের কাছে অনুরোধ করেন, যাতে তারা দ্রুত কাজে ফিরে এসে মানুষের সমস্যা সমাধানে ভূমিকা পালন করেন।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিজয় কুমার সিনহার এই মন্তব্যে একদিকে যেমন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি নিয়ে কড়া সমালোচনা উঠে এসেছে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং প্রশাসনিক বিষয় নিয়েও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। রাজ্য ও দেশের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে তাঁর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব এখন একাধিক স্তরে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে।সব মিলিয়ে. বুধবার পটনায় তাঁর এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু করেছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি নিয়ে তাঁর বক্তব্য আগামী দিনে আরও বিতর্ক ও পাল্টা প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে তাঁর দাবি, তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নয়, বরং বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ এবং সাধারণ মানুষের মনোভাবের প্রতিফলন। তাঁর মতে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের মতামতই শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই মতামতই ভবিষ্যতের রাজনৈতিক দিকনির্দেশ নির্ধারণ করবে বলে জানি।

নটি-ন্যাস্টি বিজেপি পক্ষপাতদুষ্ট কমিশনকে ব্যবহার করে এই কাজ করছে, তোপ মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১১মার্চ ঃ বিজেপি ও কমিশন সাধারণের ভোটাধিকার কাড়ছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়কে অমান্য করছে। গত শনিবার ধর্মতলার ধরনা মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিযোগ তুলে তোপ দাগেন, নটি-ন্যাস্টি বিজেপি পক্ষপাতদুষ্ট কমিশনকে ব্যবহার করে এই কাজ করছে।এসআইআর-এর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর দেখা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্তমান কেন্দ্র ভবানীপুরে প্রায় ৪৭ হাজার ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। তারপরই বিজেপি ও কমিশনকে বিঁধে বলেন, সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট আধার কার্ড যুক্ত করতে বলেছিল। কিছু করেনি।এরপরই বিজেপিকে তুলোধোনা করেন তিনি। অভিযোগ তোলেন নোট বন্দির পর ভোট বন্দি করছে বিজেপি। শুধু তাই নয়, বিজেপি সংবিধান, গণতন্ত্রও বন্দি করছে বলে অভিযোগ তোলেন তৃণমূলনেত্রী। তাঁর আরও অভিযোগ, কমিশনকে কাজে লাগিয়ে বাংলায় ভোটে জিততে চাইছে, কিন্তু তা সম্ভব হবে না, বাংলার মানুষ জবাব দেবে হুঙ্কার মমতার। কেউ লড়াই না করলেও, বাংলা লড়াই করবে। এই হুঁশিয়ারি দিয়ে পথে থাকার বার্তা দিয়ে জনতার দরবারে বিচার চান তৃণমূলনেত্রী।

সমাজ মাধ্যমে সংস্কৃত সুভাষিতম ভাগ করে নিলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১১ মার্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাষ্ট্রের অগ্রগতি ও কল্যাণে যৌথ শক্তি ও সংকল্পের ওপর গুরুত্ব দিয়ে একটি সুভাষিতম সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন।সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ভারতের জনগণের সীমাহীন শক্তি রাষ্ট্রের উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। আমাদের পারস্পরিক বিশ্বাস এবং সক্ষমতার মাধ্যমে প্রতিটি সংকল্পের আমরা বাস্তবায়ন ঘটিয়েছি এবং ভবিষ্যতেও তা করে যাব।এর সঙ্গেই তিনি ভাগ করে নিয়েছেন একটি সংস্কৃত সুভাষিতম। তাতে লেখাঃস্বস্তি পন্থামনুচরেম সূর্যাচন্দ্রমসাবিভ।পুনর্দদাতাঘ্নতা জানতা সঙ্গমেমহি।সুভাষিতমটির অর্থ হল, চন্দ্র ও সূর্যের মঙ্গল পথে আমরা যাতে অবিরাম যাত্রা করতে পারি। আমরা যাতে পারস্পরিক অহিংসা, সম্প্রীতি এবং প্রজ্ঞার সঙ্গে একযোগে এগিয়ে যেতে পারি এবং একে অপরের সহায়তায় অগ্রগতি ও কল্যাণের স্বার্থে কাজ করতে পারি।

১৩ বছর কোমায়, হরীশ রানার 'স্বেচ্ছামৃত্যু'তে সায় শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১১ মার্চ ঃ দীর্ঘ ১৩ বছর কোমায় রয়েছেন হরীশ রানা নামে বত্রিশ বছরের এক যুবক। তাঁর মা-বাবার আবেদনের প্রেক্ষিতে হরীশের ' লাইফ সাপোর্ট' খুলে ফেলার অনুমতি দিল সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার শীর্ষ আদালত হরীশের ' স্বেচ্ছামৃত্যু'তে সায় দিয়েছে। বুধবার ভারতের বিচারব্যবস্থার ইতিহাসে এক নজিরবিহীন রায় দিয়ে ৩২ বছর বয়সি এক যুবককে ' মর্যাদার সঙ্গে মৃত্যু'র (প্যাসিভ ইউথেনেশিয়া) অনুমতি দিল সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি কে ভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়।২০১৩ সালে একটি বহুতল থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর চোট পেয়েছিলেন হরীশ। তার পর থেকেই তিনি কোমাতে রয়েছেন। চিকিৎসকদের সমস্ত রিপোর্ট বিস্তারিত পরীক্ষা করার পরেই আদালত হরীশের ' লাফই সাপোর্ট' খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে। চিকিৎসকেরা আগেই জানিয়েছিলেন, হরীশের স্বাভাবিক জীবনে ফেরার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। তার পরে ওই যুবকের অভিভাবকেরা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। গত ১৩ বছর ধরে তিনি স্থায়ীভাবে অচেতন বা পার্সিস্টেন্ট ভেজিটেটিভ স্টেটে ছিলেন। চিকিৎসকদের রিপোর্টে বলা হযেছে, তাঁর অবস্থার উন্নতির কোনও সম্ভাবনা নেই। রায়ে সুপ্রিম কোর্ট এ দিন বলেছে, রোগীর মৃত্যু তাঁর স্বার্থে কি না, তা এই ধরনের ক্ষেত্রে মূল প্রশ্ন হওয়া উচিত নয় বরং জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া আদৌ তাঁর স্বার্থে কি না সেটাই বিবেচনা করা উচিত।

পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনে ১০০ ওয়েবকাস্টিংয়ের ঘোষণা কমিশনের, কড়া নজরে স্বচ্ছ ভোট প্রক্রিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১১ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন নির্বাচনে ১০০ শতাংশ ওয়েবকাস্টিংয়ের ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। এর পাশাপাশি তরুণ ও প্রবীণ ভোটারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের আসন্ন নির্বাচনে স্বচ্ছ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভোট প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে গত মঙ্গলবার একাধিক উদ্যোগের কথা জানিয়েছে কমিশন।কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় রাজ্যে মোট প্রায় ৭ কোটি ৮ লক্ষ নাম নথিভুক্ত রয়েছে। বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আবেদনগুলি বাদ দিলে মোট যোগ্য ভোটারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬ কোটি ৪৪ লক্ষ ৫২ হাজার ১০৯।

নির্বাচন পরিচালনার জন্য রাজ্যে ৮০ হাজারেরও বেশি ভোটকেন্দ্র গড়ে তোলা হবে, যার মধ্যে প্রায় ৬১ হাজার কেন্দ্র গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে ১০০ শতাংশ ওয়েবকাস্টিং ব্যবস্থা থাকবে, যাতে কমিশনের আধিকারিকরা সরাসরি নজরদারি চালাতে পারেন। এছাড়া রাজ্যে ১০ হাজারের বেশি সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত ভোটকেন্দ্র এবং ৬৩৪টি মডেল ভোটকেন্দ্র গড়ে তোলা হবে।তরুণ ভোটারদের উসাহ দিতে প্রতিটি বিধানসভায় সহকারী নির্বাচনী নথিভুক্তি আধিকারিকরা বিভিন্ন কলেজে প্রচার চালাবেন। বর্তমানে রাজ্যে ১৮-১৯ বছর বয়সী প্রায় ৫.২৩ লক্ষ এবং ২০-৩০ বছর বয়সী প্রায় ১ কোটি ৩১ লক্ষ ভোটার রয়েছেন। অন্যদিকে, প্রবীণ ও বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। রাজ্যে ৮৫ বছরের বেশি বয়সী প্রায় ৩.৭৮ লক্ষ এবং শতবর্ষ পেরোনো ৬ হাজারের বেশি ভোটারের জন্য ঐচ্ছিক ' হোম ভোটিং' বা বাড়ি থেকে ভোট দেওয়ার সুবিধা থাকবে। প্রতিটি বুথে র‍্যাম্প, হুইলচেয়ার, পানীয় জল, স্বাস্থ্য শিবির, হেল্প ডেস্ক এবং পর্যাপ্ত আলো ও ছায়ার ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে।ভোটের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ' ইসিআই নেট' মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ভোটের হার এবং ফলাফল পর্যায়ক্রমে প্রকাশ করা হবে বলে কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

দুবাই বিমানবন্দরে ড্রোন হানা, এক ভারতীয়-সহ চারজন আহত

দুবাই ও নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১১ মার্চ ঃ দুবাই বিমানবন্দরে ইরানের ড্রোন হামলার জেরে এক ভারতীয়-সহ চার যাত্রী আহত হয়েছেন। বিমানবঃদর সূত্রের খবর, বুধবার আন্তর্জাতিক ওই বিমানবন্দরে দু'টি ড্রোন হামলা হয়। বিমানবন্দরে থাকা নিরাপত্তারক্ষীরা তা দেখতে পেয়ে ড্রোনগুলিকে গুলি করে নিষ্ক্রিয় করেন। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এ দিনের ঘটনায় এক ভারতীয় নাগরিক জখম হয়েছেন। এ ছাড়াও ঘানার দুই নাগরিক এবং বাংলাদেশের এক নাগরিক সামান্য আঘাত পেয়েছেন।দুবাইয়ের সরকারি সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে যে, দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে দুটি ড্রোন হামলা হয়, যার ফলে ঘানার দুই নাগরিক এবং একজন বাংলাদেশি নাগরিক সামান্য আহত হযেছেন। এছাড়াও একজন ভারতীয় নাগরিক অল্প-বিস্তর আহত হয়েছেন। বিমান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

রাশিফল

মেষঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি নতুন সম্ভাবনায় পূর্ণ হতে চলেছে। আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে এবং আপনি আপনার পরিকল্পনাগুলিকে আরও ভাল ভাবে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনি আপনার সহকর্মীদের সমর্থন পাবেন, যা আপনার অগ্রগতিতে সহায়তা করবে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় নিজের অন্তর্দৃষ্টির উপরেই ভরসা ।

বৃষঃ এই দিনটি বৃষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য সমৃদ্ধি এবং মনোরম অভিজ্ঞতা বয়ে নিয়ে. আসবে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মিথুনঃ আপনি শক্তিতে পরিপূর্ণ থাকবেন এবং আজ অসাধারণ কিছু করতে পারেন। যারা এখন অবধি অহেতুক তাদের অর্থ উড়িয়ে. দিয়েছিল তাদের আজকের কাজটি নিযন্ত্রণ করা উচিত এবং সঞ্চয় করা শুরু করা উচিত। বিবাহের যোগ।

কর্কট রাশি ঃ যোগব্যায়াম ও ধ্যান আপনাকে মানসিকভাবে ফিট রাখতে এবং থাকতে সাহায্য করবে। যদি আপনার মনে হয় যে আপনার পর্যাপ্ত অর্থ নেই, তবে অর্থ পরিচালন এবং সঞ্চয় সম্পর্কে কোনও প্রবীণের পরামর্শ নিন। সংসারে শান্তি হবে।

সিংহঃ জাতক জাতিকাদের স্বাস্থ্য এবং ব্যক্তিগত জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আশা করা যাচ্ছে। আপনি আপনার শক্তিকে সঠিক দিকে পরিচালিত করে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি সম্পন্ন করতে পারেন। শুভ দিন।

কন্যাঃ এই দিনটি কন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের নতুন কিছু শেখার এবং আপনার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার জন্য আদর্শ হতে পারে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।

তুলাঃ বিশেষ করে খোলা খাবার খাওয়ার সময় বিশেষ সাবধানতা নেওয়া উচিত। কিন্তু অহেতুক চাপ নেবেন না যেহেতু এটি কেবলমাত্র আপনাকে মানসিক উত্তেজনা দেবে।

বৃশ্চিকঃজাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি নতুন শক্তি এবং উসাহ নিয়ে আসবে। এই দিন গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ স্থাপন, নতুন পরিকল্পনা তৈরি এবং কাজে সৃজনশীলতা আনার জন্য উপযুক্ত। শুভ দিন।

ধনুঃজাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি ইতিবাচক দিন। আপনার উৎসাহ এবং সাহসের জন্য আপনি অনেক সুযোগ পেতে পারেন।

মকরঃ অতিরিক্ত খাওয়া এড়িয়ে চলুন এবং আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন। আপনি দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে বিনিয়োগ করলে উল্লেখযোগ্য লাভ পাবেন। বৈবাহিক বন্ধনে প্রবেশ করার জন্য ভালো সময়। শুভদিন।

কুম্ভঃজাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন হতে চলেছে। আপনার সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা এই দিন কিছু নতুন সুযোগ তৈরি করতে পারে।

মীনঃ আপনি কিছু আঘাতের সম্মুখীন হলে চরম সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করা প্রযজেন। আপনি আপনার আশাবাদী মনোভাব দ্বারা সহজেই এর থেকে অতিক্রম করতে পারবেন। দিনের শুরুতে আপনি কোনও আর্থিক ক্ষতিতে ভুগতে পারেন, যা পুরো দিনটিকে লুণ্ঠন করতে পারে। বন্ধুরা আপনাকে তাঁদের বাড়িতে এক উপভোগ্য সন্ধ্যার জন্য আমন্ত্রণ জানাবে।

আবহাওয়া

শীতের অনুভূতি উধাও। উষ্ণতার ছোঁয়া শহরে। বৃহস্পতিবার থেকে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বাড়বে। তবে বুধবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি চলবে সপ্তাহভর।বুধবার উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ ও পূর্ব মেদিনীপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বৃহস্পতিবার থেকে আবহাওয়া পরিবর্তন হবে। আর এই বৃষ্টি দুর্যোগ কাটতেই দক্ষিণে ধীরে ধীরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে রবিবার দক্ষিণবঙ্গে ফের বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ এই তিন জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস।বৃহস্পতিবার থেকে ঝড়-বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে উত্তরবঙ্গে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ কয়েক পশলা বৃষ্টির পূর্বাভাস। সঙ্গে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইবে। শুক্রবার ও শনিবারও উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তাই সকলকে সাবধানে থাকার সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯২শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৫৫ শতকরা হতে পারে।বৃষ্টিপাত হয়েছে বলে জানা যায় আজকে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১১টা ৪০মিনিট এবং ১১ রাত ৫৪০টা। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৪০মিনিট এবং রাত ১১টা ৪০মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৫৭মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৪২মিনিটে হতে পারে।

পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

 কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 100 Thursday, 12 March, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১০০ সংখ্যা ❋ ২৭ ফাল্গুন ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ১২ মার্চ ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

বিদায়বেলায় কেঁদেই ফেললেন আনন্দ বোস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ মার্চঃ পশ্চিমবঙ্গের বিদায়ী রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার বিকালেই বঙ্গে পা রাখেন নতুন রাজ্যপাল আর এন রবি। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন আনন্দ বোস। তাঁর আচমকা ইস্তফা ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে বিস্তর আলোচনা শুরু হয়। সরব হয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর মধ্যেই বিদায়বেলায় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন বোস! মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মহানুভবতার'র কৃতজ্ঞতা শিকার করেছেন তিনি। আর সেটা বলতে গিয়ে ধরে গেল বোসের গলা। চোখের কোণায় চিকচিক করে উঠল জল। বিদায়বেলায় সি ভি আনন্দ বোস বলেন, ''আমি সাড়ে ৩ বছরের এই অভিজ্ঞতা উপভোগ করেছি। গ্রেট কালচার, আমি এখানকার মানুষের সুইটনেস উপহারস্বরূপ সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।'' তখনই তিনি বলেন, ''আমি মুখ্যমন্ত্রীকে তার মহানুভবতার ধন্যবাদ জানাবো। এটাই বাংলার সংস্কৃতির ঐতিহ্য দর্শায়।'' পাঁচ বছরের আগে আচমকাই নিজের ইস্তফা ঘোষণা করেন রাজ্যপাল। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে কেন এ ভাবে

রাজ্যপাল বদল করা হল? তা নিয়ে বঙ্গ রাজনীতিতে কম জলঘোলা হয়নি। নিজের ইস্তফা প্রসঙ্গে এদিনও বেশ কিছু ইঙ্গিতবহ কথা বললেন বোস। বোঝালেন জীবনের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে থামতে হয়। তাঁর কথায়, ''আমি নিজের জীবনের ৭৫ বছর কাটিয়ে জানতাম, কোথায় থামতে হবে। সব সময় জানতে হবে জীবনের কোন একটা জায়গায় গিয়ে থামতে হবে।'' এর নেপথ্যে 'ষড়যন্ত্র' থাকতে পারে বলেও আশঙ্কাপ্রকাশ করেন। সেই একই বিষয় মঙ্গলবারও বললেন মমতা। রাজনৈতিক অভিসন্ধি থাকতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। সি ভি আনন্দ বোসের সঙ্গে সাক্ষাতের পরও সাংবাদিকদের সামনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''ওঁর প্রতি অবিচার হয়েছে। অন্যায় হয়েছে।'' রাজ্যপাল পদে থাকাকালীন একেবারের প্রথম পর্বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বোসের সুসম্পর্কের একাধিক ছবি বঙ্গবাসী দেখেছে। রাজভবনে সরস্বতী পুজোয় হাতেখড়িও হয়েছিল বোসের। কিন্তু কালক্রমে সে সম্পর্কে চিড় ধরে, পরে তা চওড়া ফাটল হয়। উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে জটিলতার সূত্রপাত, এরপর বাংলার একাধিক অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি শাসনের পক্ষে সওয়াল করে দিল্লিকে রিপোর্ট করেছেন রাজ্যপাল। তা নিয়ে রাজ্য বনাম রাজ্যপালের সম্পর্ক একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকে। কিন্তু বিদায়বেলায় সে সব ভুলে আবারও বোসের প্রতি সহমর্মী রাজ্য।

কলকাতা হাইকোর্টে আরজি কর মামলার ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকারে!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ মার্চঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে ফের আরজি কর মামলায় নতুন মোড়। মেডিক্যাল কলেজের তরুণ চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের মামলার সঙ্গে যুক্ত সব আবেদন থেকেই সরে দাঁড়াল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ। স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এই বেঞ্চ আর এই মামলা শুনবে না। ফলে মামলার ভবিষ্যৎ শুনানি এখন অন্য বেঞ্চে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আদালতে এদিন বিচারপতি বসাক জানান, এই মামলাটি আগে কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতির নির্দেশে এই ডিভিশন বেঞ্চে পাঠানো হয়েছিল। সেই সময় এই বেঞ্চ ফৌজদারি সংক্রান্ত আবেদন শুনত। সেই কারণেই মামলার শুনানির দায়িত্ব তাদের হাতে আসে। কিন্তু বর্তমানে এই ডিভিশন বেঞ্চ আর ফৌজদারি মামলার আবেদন শুনছে না বলে আদালত স্পষ্ট করে দেয়। সেই প্রেক্ষিতেই মামলার শুনানি চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলে মত প্রকাশ করেন বিচারপতিরা। আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, এই মামলার শুনানি নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক স্তরে বিষয়টি তোলা হয়েছে। প্রধান বিচারপতির কাছে বিষয়টি জানানো হয়েছে বলেও আদালতে উল্লেখ করা হয়। তবে এই মামলার শুনানি দীর্ঘ সময় ধরে চলবে এবং তা দ্রুত শেষ করা সম্ভব নয় বলেও মনে করছে বেঞ্চ। এই কারণেই সংশ্লিষ্ট সব আবেদন থেকে নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আদালত। বিচারপতি বসাকের বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, মামলার ভবিষ্য শুনানির দায়িত্ব অন্য বেঞ্চকে দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, কয়েক সপ্তাহ আগেই আরজি কর-কাণ্ডে তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে ফের

আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন আরজি কর নির্যাতিতার বাবা-মা। পুলিশকর্মী অনুপ দত্তকে গ্রেফতারের দাবিতে তাঁরা শিয়ালদহ আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ঘটনার আগে তরুণী চিকিৎসকের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের-সহ আরও কয়েক জনকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের আর্জিও ছিল তাঁদের। আরজি কর-কাণ্ডে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় সাজা ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। তবু বিচার মেলেনি- এমনই অভিযোগ নির্যাতিতার বাবা-মায়ের। তাঁদের দাবি, ঘটনার পূর্ণ সত্য এখনও সামনে আসেনি। প্রৌঢ় দম্পতির কথায়, অপরাধে এক জন নয়, একাধিক ব্যক্তি জড়িত। সেই সূত্রে তাঁদের করা মামলা এখনও বিচারাধীন। নির্যাতিতার বাবার বক্তব্য, আরজি কর-কাণ্ডের ডিএনএ রিপোর্টে একাধিক ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতার ইঙ্গিত মিলেছে। কিন্তু তদন্ত সেই দিক ধরে এগোয়নি বলেই অভিযোগ তাঁর। তাঁর কথায়, ''প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয়নি।'' নির্যাতিতার মা-ও একই দাবি করেছেন। তাঁর অভিযোগ, তৎকালীন সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায় একা নন, ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিল আরও কয়েক জন।

'পরিকল্পনাই নেই কেন্দ্রের'

গ্যাস-ইস্যুতে আজ জরুরি বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর, করতে পারেন মিছিলও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ মার্চঃ পশ্চিম এশিয়ায় চলা সংঘাতের প্রভাব এবার সরাসরি এসে পড়েছে ভারত তথা বাংলার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে। রান্নার গ্যাসের জোগান কমে যাওয়া এবং দাম বৃদ্ধির ফলে উদ্বেগ বাড়ছে মধ্যবিত্ত থেকে নিম্নবিত্ত পরিবারের মধ্যে। এই পরিস্থিতির জন্য সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারকেই দায়ী করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্যাস সরবরাহের সংকট মোকাবিলায় বৃহস্পতিবার নবান্নে জরুরি বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবেন তিনি। কীভাবে সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধান করা যায়, তা নিয়েই মূলত আলোচনা হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। শুধু প্রশাসনিক বৈঠকই নয়, রাজনৈতিক কর্মসূচির ইঙ্গিতও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, আগামী সপ্তাহে এই ইস্যুকে সামনে রেখে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পথে নামতে পারে শাসক দল। কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় প্রতিবাদ মিছিলের পরিকল্পনাও করা হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, কোনও প্রস্তুতি বা বিকল্প পরিকল্পনা ছাড়াই গ্যাস বুকিংয়ের ক্ষেত্রে ২৫ দিনের নতুন নিয়ম চালু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই সিদ্ধান্তে সাধারণ মানুষের উদ্বেগ আরও বেড়েছে বলে দাবি তাঁর। মমতার কথায়, ''গ্যাসের সরবরাহ যেন কোনওভাবেই বন্ধ না হয় তা নিশ্চিত করা জরুরি। কারণ শুধু বাড়ির রান্না নয়, অটোচালক, আইসিডিএস পরিষেবা, মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্প কিংবা ছোট ছোট খাবারের দোকান - সব ক্ষেত্রেই গ্যাসের উপর নির্ভরশীলতা রয়েছে।'' এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, ''মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত এই পরিষেবাগুলিকে সচল রাখতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ করতে হবে।'' এদিকে গ্যাস সংকটের প্রসঙ্গ তুলতে গিয়ে নির্বাচন সংক্রান্ত বিতর্ককেও সামনে এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, মানুষের অধিকার ও প্রয়োজনের দিকে নজর দেওয়ার বদলে অন্য ইস্যুতে সময় নষ্ট করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের স্বার্থে বিকল্প ব্যবস্থা ভাবার দাবি জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়,

''এসআইআর-এর নাম কাটার দিকে না তাকিয়ে, মানুষের অধিকার না কেড়ে গ্যাসের সমস্যা মেটান। মানুষের স্বার্থে বিকল্প কিছু ভাবতে হবে।'' মমতা মনে করিয়ে দেন, রান্নার গ্যাস সরবরাহের দায়িত্ব রাজ্যের হাতে নেই। এটি সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকা বিষয়। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের ভুল নীতির ফলেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। উল্লেখ্য, চলতি মাস থেকেই বাণিজ্যিক গ্যাস ও রান্নার গ্যাসের দাম উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, বহু গ্যাস এজেন্সি রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে টাকা দিয়েও সময়মতো গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না। পাশাপাশি বেআইনি মজুতের কারণেও বাজারে সংকট তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। এর ফলে সবচেয়ে বেশি চাপে পড়েছে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানালেন রাজ্য সরকার একটা এসওপি তৈরি করবে। সাপ্লাই চেইন যাতে বন্ধ করা না হয়, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আর্জি জানিয়েছেন তিনি। এদিন কেন্দ্রের সঙ্গে এই বিষয়ে যে আলোচনা হয়েছে, তাতে বুকিং-এর ব্যবধান যাতে ২৫ দিন বেঁধে না দেওয়া হয়, সেই আবেদনও জানিয়েছেন মমতা। বৃহস্পতিবার রাজ্য একটি এসওপি তৈরি করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যসচিব সবদিকে নজর রাখবেন। পাশাপাশি, কালোবাজারি রুখতে পুলিশকে সতর্ক থাকতে হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। কেন্দ্রের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধ, বাজারে কেরোসিনে জোগান ঠিক রাখতে হবে। তবে সিএনজি গ্যাস প্রসঙ্গে মমতা বলেন, ''অটোওয়ালার ভাড়া বাড়ানোর সময় হয়নি এখনও।'' রাজ্য সরকারের কাছ থেকে সবরকমের সহযোগিতা পাবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

কাশীপুর থেকে সরাসরি সাঁতরাগাছি, মানুষের চাহিদা মেনে নতুন বাসরুট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ মার্চঃ কাশীপুর-ঘোষবাগান এলাকার দীর্ঘদিনের পরিবহণ সমস্যার অবসান হতে চলেছে খুব শীঘ্রই। বৃহস্পতিবার থেকে চালু হচ্ছে নতুন সরকারি বাসরুট এস-৬৯।

ঘোষবাগান থেকে সাঁতরাগাছি স্টেশন পর্যন্ত চলবে। স্থানীয় বিধায়ক অতীন ঘোষ এবং ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুমন সিংয়ের উদ্যোগে বহু দিনের দাবি পূরণ হতে চলেছে বলে জানাচ্ছে প্রশাসন। জানা গিয়েছে, বরমবাবা মন্দির থেকে যাত্রা শুরু করবে বাসটি। রিজেন্ট সিনেমা, বিবিবাজার, চিড়িয়া মোড় হয়ে টালা ব্রিজ পার করে শ্যামবাজার, খান্না মোড়, মানিকতলা, রাজাবাজার এবং জগৎ সিনেমা হয়ে পৌঁছবে এন আর এস হাসপাতাল। সেখান থেকে জোড়া গির্জা, মল্লিক বাজার, মিন্টো পার্ক, এক্সাইড মোড়, রবীন্দ্র সদন, পিটিএস, টোল প্লাজা, পদ্মপুকুর, বাংলা পাড়া, বেতা, জানা গেট পেরিয়ে সাঁতরাগাছি ব্রিজ ধরে সাঁতরাগাছি স্টেশনে পৌঁছবে বাসটি। আপাতত চারটি বাস দিয়েই শুরু হচ্ছে এই পরিষেবা। এই অঞ্চলের বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরেই যাতায়াত সমস্যায় ভুগছিলেন। আগে ঘোষবাগান এলাকা থেকে পুরনো টালা ব্রিজে ওঠার জন্য একটি সিঁড়ি ছিল। ব্রিজের উপর দু'দিকেই বাসস্ট্যান্ড থাকায় পাইকপাড়া, বি টি রোড, শ্যামবাজার, হাওড়া বা শিয়ালদহ-এর দিকে সহজেই বাস ধরা যেত। কিন্তু নতুন টালা ব্রিজ তৈরি হওয়ার পর সেই ব্যবস্থা আর নেই। ফলে বাস ধরতে অনেককেই এখন বেশ খানিকটা হেঁটে পাইকপাড়া যেতে হয়। আবার অনেককে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে বাগবাজার পর্যন্ত যেতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় মানুষের ক্ষোভ বাড়ছিল। বাসিন্দা চৈতন্য সামন্ত জানান, নতুন বাস পরিষেবা চালু হলে তাঁদের অনেক সুবিধা হবে। অফিস টাইমে বা স্কুল-কলেজে যাতায়াত অনেক সহজ হবে। এখন বাস ধরতে গেলে রিকশা ভাড়াতেই বেশ টাকা খরচ হয়ে যায়। বিধায়ক অতীন ঘোষ জানান, নতুন টালা ব্রিজ তৈরির সময় পরিকল্পনায় বাসস্ট্যান্ড রাখা হয়নি। পরে স্থানীয় মানুষের প্রবল বিক্ষোভও হয়েছিল। পুলিশ ও পরিবহণ দফতর যৌথভাবে সমীক্ষা চালিয়ে জানায়, চার লেনের নতুন ব্রিজে বাসস্টপ করলে যানজট ও দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়বে। তাই বিকল্প হিসেবে এই নতুন বাসরুট চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর সহযোগিতায় প্রায় দে। বছর ধরে প্রক্রিয়া চলার পর অবশেষে বাস্তবায়িত হল সেই পরিকল্পনা। কাউন্সিলর সুমন সিং জানান, তাঁর ওয়ার্ডে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ হাজার মানুষের বাস। বিশেষ করে স্কুলপড়ুয়া শিশুদের যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছিল। সেই কারণেই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। নতুন বাসরুট চালু হলে এলাকার মানুষের ভোগান্তি অনেকটাই কমবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মলয়ের আইন গেল, শ্রমের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ঋতব্রত, এই ভোটে টিকিট পাবেন তো!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ মার্চঃ প্রতিবার ভোট এলেই অদ্ভুত সব কারণে বিতর্কের কেন্দ্রে চলে আসেন আসানসোল উত্তরের বিধায়ক মলয় ঘটক। গত লোকসভা ভোটেও তাই হয়েছিল। এমনকি দলের বৈঠকে তাঁকে উদ্দেশ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন করেছিলেন, ''মলয় তুমি তো বিজেপির বিরুদ্ধে কিছুই বলো না দেখি''। সেই তিনি

রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটককে নিয়ে এবারও জল্পনা তৃণমূলে। এবং এই কৌতূহলও তৈরি হয়েছে যে, মলয় এবার টিকিট পাবেন তো? সব কিছু ঠিকঠাক চললে আগামী সপ্তাহের গোড়াতেই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোট ঘোষণার কথা। তার মাত্র দু'সপ্তাহ আগে বেনজির ভাবে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে দফতর চলে গেছে আইন মন্ত্রী মলয় ঘটকের। শুধু তা নয়। সদ্য রাজ্যসভার নির্বাচনে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী করা হয়নি। তাতেই বার্তা স্পষ্ট যে তাঁকে বিধানসভায় প্রার্থী করা হবে। যদিও কোন আসন থেকে তাঁকে প্রার্থী করা হবে তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তা নিয়ে অঙ্ক কষা চলছে। তবে এও কালীঘাটের ঘনিষ্ঠরা ধরেই নিচ্ছেন, তৃণমূল সরকার গঠন করতে পারলে পরবর্তী শ্রমমন্ত্রী হবেন ঋতব্রতই। অর্থাৎ মলয় ঘটকের আইন দফতর চলে গেছে। শ্রম দফতরের দরজার বাইরে যেন বসে রয়েছেন ঋতব্রত। এবং সেই কারণেই স্বাভাবিক কৌতূহল তৈরি হয়েছে যে, মলয় ঘটক শেষমেশ টিকিট পাবেন তো? তৃণমূলের মধ্যে অনেকেরই গত ভোটের স্মৃতি এখনও টাটকা। কালীঘাটের ঘনিষ্ঠ এক নেতার কথায়, গত নির্বাচনে এভাবেই হঠাৎ অস্তাচলে গেছিলেন পূর্ণেন্দু বসু। ২০১১ সালে বাংলায় তৃণমূল সরকার গঠনের পর রাজ্যের শ্রম মন্ত্রী ছিলেন পূর্ণেন্দু। পরে তাঁকে রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটে প্রার্থী তালিকা ঘোষণার সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, পূর্ণেন্দু বসুকে এবার প্রার্থী করা গেল না। রাজ্যে বিধান পরিষদ তৈরি করা হবে। সেখানে সদস্য করা হবে তাঁকে। সেই বিধান পরিষদ এখনও হয়নি। তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিস্মৃতির অতলে প্রায় তলিয়ে গেছেন পূর্ণেন্দু। কৌতূহল হল, এবার কি তবে মলয়ের পালা? তৃণমূলের এক শীর্ষ সারির নেতার কথায়, এবার যে কারণে মলয় ঘটকের আইন দফতর চলে গেছে তা গুরুতর। রাজ্যে বিভিন্ন বার কাউন্সিলে নির্বাচন চলছে। জলপাইগুড়ি আদালতে বার কাউন্সিলের নির্বাচনে শাসক দলের গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গোষ্ঠীকে মলয় হাওয়া দিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। তার প্রমাণও দল পেয়েছে। তার পরই তাঁকে দফতরের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং তাৎপর্যপূর্ণ হল, সবটাই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোচরে ছিল। অর্থাৎ দিদি-অভিষেক তালমিল করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দলের ওই নেতার কথায়, ''মলয়কে ফের টিকিট দেওয়ার ব্যাপারে অভিষেকের যে আগ্রহ রয়েছে তা মনে হচ্ছে না। কারণ, এ সব ব্যাপারে তাঁর একটা স্পষ্ট অবস্থান রয়েছে। তা হল, এক শ্রেণির নেতা কেন দিনের পর দিন এক বা একাধিক দফতর আগলে থাকবে? কেন বদল হবে না?'' তবে শেষমেশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হয়তো এবারও মলয় ঘটককে প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কারণ, একেবারে প্রথম দিন থেকে যাঁরা তাঁর সহজে রয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে হঠাৎ খুব কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে দেখা যায় না তাঁকে। তবে তৃণমূল সরকার গড়তে পারলে, মলয়ের ভবিষ্যৎ কী হবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তা থেকেই গেল।

অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবে হার বিরোধীদের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১১ মার্চঃ ধোপেও টিকল না অনাস্থা প্রস্তাব। হার বিরোধী শিবিরের। লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে হওয়া ভোটাভুটিতে হেরে গেল ইন্ডিয়া জোট। ধ্বনি ভোটেই জয় হাসিল এনডিএ জোটের। তারপর উত্তাপ চড়ল সংসদে। তৈরি হল তুমুল হট্টগোল। বাজেট অধিবেশনের সূচনাপর্বেই লোকসভা স্পিকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন বিরোধী সাংসদরা। সংসদের বক্তব্য পেশের ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ পক্ষপাতিত্ব করেন বলে অভিযোগ তুলেছিলেন খোদ বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। এরপরেই অধিবেশনের প্রথম পর্যায়ে ওম বিড়লার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিস দিয়েছিল বিরোধী শিবির। সংশ্লিষ্ট নোটিসে বিরোধী শিবিরের মোট ১২০ জন সাংসদ স্বাক্ষর করেছিলেন।

হরমুজে ঢুকতে গিয়ে ভয়াবহ হামলা থাই ক্যারিয়ারে

নিজস্ব প্রতিবেদন

স্থল ছেড়ে এখন আক্রমণ সমুদ্রেও। হরমুজ প্রণালীর কাছে থাই পতাকাবাহী বাল্ক ক্যারিয়ার ময়ুরী নারী অজানা প্রজেক্টাইলের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে সূত্রের খবরে জানা গিয়েছে। এই আক্রমণে জাহাজে আগুন লেগে যায়। ওমানি নৌবাহিনীর সাহায্যে ২০ জন ক্রুকে উদ্ধার করা হয়েছে, কিন্তু এখনও ৩ জন নিখোঁজ। এই ঘটনা মধ্যপ্রাচ্যের চলতে থাকা যুদ্ধের উত্তাপ আরও বাড়িয়েছে। হরমুজ প্রণালীতে চিন এবং রাশিয়া ছাড়া কোনো দেশের ক্যারিয়ারকে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছিল ইরান। ইউকে মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনস নিশ্চিত করেছে যে আজ একই দিনে একাধিক জাহাজ আক্রান্ত হয়েছে। বুধবার সকালে হরমুজ প্রণালীর উত্তরে ওমানের কাছে প্রায় ১১ নটিক্যাল মাইল দূরে এই ঘটনা ঘটে। ময়ুরী নারী নামের ৩০,১৯৭ ডিডব্লিউটি বাল্ক ক্যারিয়ারটি প্রেশাস শিপিং কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং থাই পতাকা উড়িয়ে ইউএই থেকে ভারতের কান্ডলা বন্দরের দিকে যাচ্ছিল। জাহাজটি খালি অবস্থায় ছিল। অজানা প্রজেক্টাইল আঘাত হানলে স্টার্নের ইঞ্জিন রুমে আগুন লেগে যায়। ইউকেএমটিও-

র রিপোর্ট অনুসারে জাহাজটি সাহায্য চেয়ে ক্রুকে সরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ করে। ওমানি ফোর্স দ্রুত পৌঁছে ২৩ জন ক্রুর মধ্যে ২০ জনকে উদ্ধার করে, কিন্তু ৩ জন এখনও নিখোঁজ। থাইল্যান্ড সরকার নিশ্চিত করেছে যে নিখোঁজদের খোঁজ চলছে। আগুন নেভানো হয়েছে এবং পরিবেশগত কোনো ক্ষতি হয়নি বলে জানানো হয়েছে। একই দিনে হরমুজ প্রণালীর আশেপাশে আরও দুটি জাহাজ আক্রান্ত হয়েছে। এছাড়াও একটি জাপানি পতাকাবাহী কনটেইনার শিপ ওয়ান ম্যাজেস্টি রাস আল খাইমাহের উত্তর-পশ্চিমে ২৫ নটিক্যাল মাইল দূরে হামলার শিকার হয়েছে। আরেকটি বাল্ক ক্যারিয়ার দুবাইয়ের উত্তর-পশ্চিমে ৫০ নটিক্যাল মাইল দূরে আক্রান্ত। ইউকেএমটিও এই তিনটি ঘটনা নিশ্চিত করেছে এবং জাহাজগুলোকে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছে। হরমুজ প্রণালী বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ তেল ও গ্যাস সরবরাহের পথ। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ট্রাফিক অনেক কমে গেছে। ইরান হুমকি দিয়েছে যে আমেরিকা-ইসরায়েলের হামলার জবাবে তারা জাহাজে আঘাত করবে। গত কয়েকদিনে অন্তত ১০টি জাহাজ আক্রান্ত হয়েছে। ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে যে তারা হরমুজের কাছে ১৬টি ইরানি মাইন-লেয়িং জাহাজ ধ্বংস করেছে। এতে প্রণালীতে মাইন পাতার আশঙ্কা বেড়েছে। এই ঘটনা গ্লোবাল এনার্জি মার্কেটে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। তেলের দাম বাড়ছে, ইউরোপে গ্যাসের দামও লাফ দিয়েছে। জাহাজ মালিকরা এখন প্রণালী এড়িয়ে যাচ্ছে, যা সাপ্লাই চেইনকে আরও জটিল করছে। থাইল্যান্ডের সরকার ক্রু উদ্ধারে সক্রিয়, এবং আন্তর্জাতিক নৌবাহিনী এলাকায় নজরদারি বাড়িয়েছে। ইউকেএমটিও সব জাহাজকে সতর্ক থাকতে এবং সন্দেহজনক কার্যকলাপ রিপোর্ট করতে বলেছে।

রক্তহীন ভোটের দাবি, হাইকোর্টে দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ মার্চঃ রক্তহীন ভোটের দাবিতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি রয়েছে। ভোটের আবহে প্রাণহানি, অগ্নিসংযোগ, ভয় দেখানোর অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে মহিলাদের ওপর নির্যাতনের কথাও। অতি স্পর্শকাতর এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি জানানো হয়েছে। যাতে সব বুথে সিসিটিভি ও ভিডিয়োগ্রাফি বাধ্যতামূলক করা হয়, তার দাবি জানিয়েছেন মামলাকারী। মামলাকারীর আবেদন, ছাব্বিশের নির্বাচনে যাতে একুশের নির্বাচনের মতো পরিস্থিতি তৈরি না হয়, যাতে প্রাক ও পরবর্তী হিংসার অভিযোগ রাজ্যের কোনও জায়গা থেকে না উঠে, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে। এবারের নির্বাচন যাতে

সুষ্ঠু ও হিংসাহীন হয়, তা করতে বদ্ধপরিকর নির্বাচন কমিশনও। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, ''ছাব্বিশের নির্বাচন হিংসা ও চাপমুক্ত করতে হবে। সোমবার রাজ্যের প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন, কোনও ভোটারের ওপর চাপ দেওয়ায়ও সহ্য করা হবে না। আগে যে প্রাক ও পরবর্তী ভোট হিংসা হত, আশা করছি, এবারের নির্বাচন কমিশনের স্পষ্ট নির্দেশ, সেটা এবার হবে না।'' যদি কারোর বিরুদ্ধে ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ ওঠে, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোরতম পদক্ষেপ করা হবে বলেও স্পষ্ট করে দিয়েছেন সিইসি। তারপরই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের বিরোধীদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠছে। বিজেপির রথযাত্রাতেও হামলার অভিযোগ উঠছে রাজ্যের একাধিক প্রান্তে। সেই প্রেক্ষিতে নতুন করে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১০০ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৭ ফাল্গুন, ১৪৩২

শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস

রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের মহানির্বাণ মঠের প্রতিকূল দিশায় এক সংকীর্ণ গলিপথের একতলা ঘরে স্থিত ছিল দেবব্রত বিশ্বাসের সংসার। ব্যাচেলরদের সেই ঘর আদতে বিশৃঙ্খলার এক শিল্পরূপ; যত্রতত্র ছড়িয়ে থাকা আসবাব আর সরঞ্জামের ভিড়ে মনে হতো, কোনো এক প্রলয়ংকরী ঝড় সেখানে সদ্য তার তাণ্ডব সমাপ্ত করেছে। লাইফ ইনসিওরেন্সের চাকুরিরত এই মানুষটি নিজস্ব মোটরসাইকেলে সওয়ার হয়ে যখন পথ চলতেন, তখন তাঁর বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা হাঁপানির কষ্টগুলো সাধারণের অগোচরেই থেকে যেত। অবিরত পান চলত মুখে, আর সেই মুখভর্তি পান নিয়ে, রাঙা ঠোঁটে যখন উদাত্ত কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান ধরতেন, তখন প্রাণের সমস্ত স্পন্দন গিয়ে মিশত সেই সুরের মূর্ছনায়। গলার জোরে মিউজিক বোর্ড তাঁর সেই কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে চাইলেও জনশ্রুতি বলে, নেপথ্যে ছিল গভীর কোনো ষড়যন্ত্রের নীল নকশা। দেবব্রত বিশ্বাস তথা জর্জ বিশ্বাসের গায়কি ছিল প্রথাগত ব্যাকরণের ঊর্ধ্বে এক অনন্য নাট্য আবেদন। সামান্য যন্ত্রানুষঙ্গেও তাঁর কণ্ঠ যখন 'আকাশ ভরা সূর্য তারা' কিংবা 'পুরনো সেই দিনের কথা'র আশ্রয়ে মূর্ত হতো, তখন বিদগ্ধ শ্রোতারা খুঁজে পেতেন এক আশ্চর্য সার্থকতা। অশোক মিত্রের পর্যবেক্ষণে জর্জ বিশ্বাস বুঝেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের গানে যে আগুনের উত্তাপ রয়েছে, তাতে অধিকার আছে আপামর সাধারণের। তাই তো তাঁর গলার রবীন্দ্রসংগীত চিরাচরিত অচলায়তন ভেঙে অনায়াসেই হয়ে উঠেছিল গণসংগীত। ঋত্বিক ঘটকের 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' ছবিতে সুশীল মল্লিকের সাথে গাওয়া 'কেন চেয়ে আছো গো মা মুখপানে' আজও বিষাদ আর বিদ্রোহের এক অবিস্মরণীয় দলিল হয়ে বিঁধে থাকে বাঙালির হৃদয়ে। ব্যক্তি হিসেবে জর্জ বিশ্বাস ছিলেন এক বিশাল হৃদয়ের অধিকারী, যাঁর প্রসারতা জুনিয়র শিল্পীদের কাছে ছিল বটবৃক্ষের ছায়ার মতো। ১৯৪৯-৫০ সালের সেই ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর স্মৃতি আজও অমলিন। সংগীত পরিচালক গোপেন মল্লিকের সুরে সমবেত সংগীতের রেকর্ডিং চলছে; উপস্থিত আছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও গৌরকেদার ভট্টাচার্যের মতো দিকপালরা। মেয়েদের দলে ছিলেন উদীয়মান সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। উচ্চগ্রামে গান গাইতে গিয়ে সন্ধ্যার কণ্ঠ সামান্য চ্যুত হলে চারপাশের দৃষ্টিতে যখন বিস্ময় আর শ্লেষের আভাস, তখন একমাত্র জর্জ বিশ্বাসই অভয় দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বলেছিলেন, নতুন শিল্পী হিসেবে এই ভুল স্বাভাবিক এবং টেকনিক আয়ত্ত করতে সময়ের প্রয়োজন। তাঁর সেই উৎসাহেই সেদিন সন্ধ্যার কণ্ঠে পূর্ণতা পেয়েছিল সুরের জাদু। অনেক কাল পরে রেডিওর এক লাইভ অনুষ্ঠানে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত শুনতে শুনতে দেবব্রত বিশ্বাস আপ্লুত হয়েছিলেন। পরিচালক হরিদাস ভট্টাচার্যের বসতবাড়িতে উপস্থিত হয়ে প্রতিটি গান শেষে তিনি সোল্লাসে বলে উঠতেন, 'ও আমার মতো, একদম খোলা গলায় সমস্ত প্রাণশক্তি দিয়ে গায়।' কিংবদন্তি গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় তাঁর দীর্ঘ সংগীত জীবনে জর্জ বিশ্বাসের এই অকুণ্ঠ প্রশংসাকেই শিরোধার্য করে রেখেছিলেন। রবীন্দ্রসংগীতের বাণী ও সুরের গভীরতাকে অক্ষুণ্ণ রেখেও যে বৈচিত্র্যের স্পর্ধা দেবব্রত বিশ্বাস দেখিয়েছিলেন, তা সংগীতের ইতিহাসে এক চিরস্থায়ী আলোকবর্তিকা হয়ে বিরাজ করছে। সারা জীবন তিনি সংগ্রাম করে গিয়েছিলেন। অভিজাত রবীন্দ্রসঙ্গীত সমাজ তাকে অবহেলা করলেও তিনি কিন্তু রবীন্দ্র সঙ্গীতকে ত্যাগ করেননি। মনে প্রাণে আঁকড়ে ধরে রাখেন। সেই কারণে তাঁর ওপরে সদয় হয়েছিল কবিগুরুর আর্শীবাদ। হাজারো বদনাম করলেও তাঁকে রবিকক্ষ থেকে সরিয়ে ফেলা সম্ভব হয়নি।

নবাবী আমলের সাক্ষী হাজারদুয়ারি

মুর্শিদাবাদ মানেই নবাবি ইতিহাসের হাতছানি। তার সঙ্গে মুকসুদাবাদ তথা মুর্শিদাবাদের আকাশে বাতাসে আজও যেন ফিসফিস করে বিশ্বাসঘাতকতা, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, বলে যায় বদলে যাওয়া বাংলার ইতিহাসের গল্প। কান পাতলে আজও শোনা যায় বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। মুর্শিদাবাদ আসার পর থেকেই হাজারদুয়ারি প্রাসাদটা সবার দেখা উচিত। হাজারদুয়ারির রাজকীয় স্থাপনার এই প্যালেস সকলেই সত্যিই মুগ্ধ করে। মোট ৯০০ টি আসল দরজা আছে, ১০০ টি নকল (শত্রুদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য)। সব মিলিয়ে হাজার দরজার হাজারদুয়ারি। তার মধ্যে বোঝা একেবারে অসম্ভব কোনও দরজাটা আসল এবং কোনটা নকল। শত্রুদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য এই হাজার দুয়ারি প্রসাদ যেটির সার্বিক দেখাশোনার ভার এখন আর্কিওলজিকাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার হাতে। হাজারদুয়ারি নির্মিত হয় নবাব নাজিম হুমায়ুন জা'র আমলে, ১৮২৯ থেকে ১৮৩৭ সালের মধ্যে। এর স্থপতি ছিলেন মেজর ডানকান ম্যাকলয়েড। মেজর ডানকান ছিলেন একজন ব্রিটিশ স্থপতি, তাঁই হাজারদুয়ারির গঠনশৈলীতে ইউরোপীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রাসাদের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩০ মিটার, প্রস্থ ৬১ মিটার এবং উচ্চতা ৮০ ফুট। প্রাসাদের ছাদের আর্চে রয়েছে গ্রীক ও রোমান স্থাপনার প্রভাব। তিনতলা এই প্রাসাদ এখন সম্পূর্ণ ভাবে একটি সংগ্রহশালা। প্রাসাদের অন্দরমহলের সাজসজ্জা সবাইকে মুগথ করবে। তিনতলা সুবিশাল হাজারদুয়ারি সংগ্রহশালা দেখতে হলে হাতে কমপক্ষে ঘন্টা তিনেক সময় নিয়ে আসা ভালো। দেখবেন দরবার হল, রাজকীয় জুড়িগাড়ি, পালকি, নবাবজাদাদের পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র, নবাবি ডাইনিং রুম। অস্ত্রশস্ত্র। এমনকী সিরাজউদ্দৌলার ব্যক্তিগত সামগ্রীও। দরবার হলের বিশাল ক্রিস্টাল ঝাড়বাতি, যা ব্রিটিশ রানি ভিক্টোরিয়ার উপহার ছিল বলেই প্রচলিত মত। জনশ্রুতি বলে হাজারদুয়ারির তলায় ছিল গোপন এক সুড়ঙ্গ, যা সরাসরি ভাগীরথীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। পালানোর দরকার হলে, ভাগীরথীর ঘাটেই প্রস্তুত থাকতো রাজকীয় বজরা।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

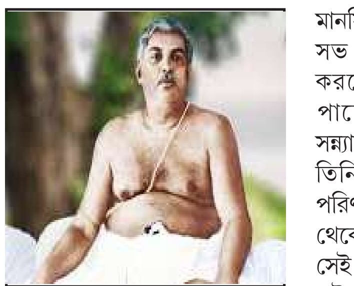

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। শক্তিহীন ব্যক্তির কোনও সম্মান নেই জগতে।

বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ শক্তির কথা বলতেনপরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শি হতে হবে।

রায়চৌধুরী পরিবারের সদস্য সত্যজিৎ রায় ভারতের সর্বকালের সেরা চলচ্চিত্র পরিচালক

রবীন্দ্রকুমার শীল

বাংলার চলচ্চিত্র জগতে সত্যজিৎ রায় একজন বিরল পরিচালক। তাঁর সমকক্ষ হয়ে ওঠার মতো এখন কোনও পরিচালক বাংলায় আর হল না। এটা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। সত্যজিৎ রায়কে শুধু চলচ্চিত্রকার হিসাবে গ্রহণ করে নিলে অপরাধ হবে। তিনি আবার সুসাহিত্যিক এবং দক্ষ চিত্রশিল্পীও বটে। সিনেমাকে ভালোবেসে ফেলে ফলে সেটা জীবন্ত হয়। আসলে রায় চৌধুরী পরিবারের সব শিশুদের মানসিক বিকাশ করার দায়িত্ব প্রবলভাবে কাজ করে দিয়েছিল পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের মধ্যে। শিশু সাহিত্যিক হিসাবে নাম করেছিলেন উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী। পিতা সুকুরমার কম ছিলেন না। তিনিও দক্ষ শিশু সাহিত্যিক ছিলেন। ইঁনারা শুধু ছোটদের জন্য গল্প লিখতেন না ছোটদের জন্য ছবি আঁকতে থাকলেন। পিতা সুকুমার

ছিলেন বলেই চিত্রশিল্পে অংশ গ্রহণ করেনি। তিনি ভালো সুরকার ছিলেন সেটা প্রমাণ আমরা দেখতে পেয়েছি। তিনি সুর, শব্দ ব্যবহারে সচেতন ছিলেন। শব্দ ব্যবহার করে তিনি ছবির ব্যঞ্জনাকে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেনন। ছবিতে এমন সব সঙ্গীত শিল্পীদের স্থান দিয়েছেন যারা একটি সময়ে বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু যুগ তাদেরকে সরিয়ে দিলেও। তিনি আবার সেই সব লুপ্ত হওয়া শিল্পীদের স্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে এসে ছবিতে উপস্থাপিত করেছেন। তাতে ছবিটি আরও বেশি বাঙময় এবং ব্যঞ্জন হয়ে ওঠে। চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের মধ্যে ছিল এক অন্যন্য বাঙালি ঘরানা যা বিশ্বকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি শান্তিনিকেতনের পরিবেশ থেকে বের হতে পারেননি কোনও কালে। রবীন্দ্র সান্নিধ্যে তাঁর বেড়ে ওঠা। পিতা সুকুমার রায় খুব ছোটবেলায় মারা গিয়েছেন। পিতৃ স্নেহ তিনি পাননি। তবে ঠাকুরদা উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর কিছুটা সান্নিধ্য তিনি লাভ করেছিলেন। কিন্তু তিনি পিতাকে মানসিক দিক দিয়ে উপলব্ধি করে বড় হন। মায়ের কাছ থেকে পিতার গল্প এবং তাঁর কবিতার প্রতি একটি বাড়তি আকর্ষন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তখন 'সন্দেশ' পত্রিকা নিয়মিত বের হওয়া কথা থাকলে তা কিন্তু ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে শুরু করে। তবে সত্যজিৎ রায় আবার হাল ধরার রায় উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী পথকে অনুসরণ করেছিলেন। যদিও তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। তবুও তিনি বিজ্ঞান সাধনা না করে সাহিত্য সাধনা করতে শুরু করেন। সত্যজিৎ রায় পড়াশুনার করার জন্য শান্তিনিকেতনে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কলাভবনের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সুকুমার রায়ের ছেলে ভালো চিত্রশিল্পী হতে পারবে। সেই কারণে তাঁকে কলাভবনের চর্চার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেন। চিত্রশিল্পী সত্যজিৎ রায় যে চলচিচত্র পরিচালক হয়ে উঠবেন তা কিন্তু তিনি নিজেও কল্পনা করতে পারেননি।। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একমাত্র বিশ্বাস করতেন জীবনদেবতা। এই জীবনদেবতা কাকে কীভাবে গড়ে তুলবেন সেটা কারোর পক্ষে জানা একেবারে অসম্ভব ছিল। জীবন দেবতা যাকে দিয়ে যতটুকু কাজ করিয়ে নেওয়ার সেট করতে থাকবে। সেখানে বাধা দেওয়ার কেউ থাকে না।

সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতাকে বিশ্বাস করতেন। তাঁর জীবন সংস্কৃতি চর্চার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করে রয়েছে। তিনি রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে কিন্তু কোনও ছবি নির্মাণ করতে পারেননি। সব কিছুর মধ্যে রবীন্দ্র নান্দনিক তত্ত্ব এর প্রবেশ দেখতে পাওয়া যায়। শান্তিনিকেতনী শিল্প সত্ত্বার চোখ দিয়ে তিনি ছবি নির্মাণ করে গিয়েছেন। আসলে সত্যজিৎ রায় বারবার জীবন সত্যকে আবিস্কার করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রতিটি চলচ্চিত্র জীবন সত্যের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দক্ষ পরিচালক সব সময়ে জীবন সত্যের সন্ধান করতে থাকে। ছবির মধ্যে দিয়েই জীবন সত্যের প্রকাশ ঘটাতে চেষ্টা করেছেন। সত্যজিৎ রায় সেই রকম একজন বিশিষ্ট পরিচালক। মনের গভীরে গিয়ে সত্যের সন্ধান তিনি করেছেন। সত্যজিৎ রায় ছবি করতে গিয়ে তিনি প্রকৃতিকে সঙ্গে নিয়ে ছবি করেছেন। প্রকৃতি ভাষাকে তিনি ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দৃশ্যকে আর বেশি করে বাঙময় করে তুলেছেন। 'পথের পাঁচালি' ছবিটার মধ্যে দিয়ে মানুষ এবং প্রকৃতির সংযোগ ঘটালেন। তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তাকে বাদ দিয়ে কোনও রকমভাবে বেড়ে ওঠা যায় না। বাংলার প্রকৃতিকে বাংলার মানুষের থেকে বাদ দিলে তা একেবারে স্বাদহীন বণহীন ছবিতে পরিণত হয়ে যাবে। সেই কারণে জীবেনর প্রথম ছবিটা হচ্ছে প্রকৃতি সম্পর্কিত ছবি 'পথের পাঁচালি'। সত্যজিৎ রায় প্রমাণ করে দিয়েছেন প্রকৃতির নিজস্ব ভাষা রয়েছে। সেই ভাষাকে বুঝতে গেলে মনের গভীরে প্রবেশ করা না গেলে একেবারে তাকে ধরা অসম্ভব। তিনি দেখাতে পেরেছেন অপু এবং দুর্গার বেড়ে ওঠার মধ্যে প্রকৃতির সম্পর্কতৈরি হয়ে গিয়েছে। বাংলার শিশুরা প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে বেড়ে ওঠে এবং সেখান থেকে সম্পূর্ণ মানুষ রূপে উপস্থিত হয়। সেই কারণে সত্যজিৎ রায় 'পথের পাঁচালি, 'অপুর সংসার' এবং 'অপরাজিত' ছবি তৈরি করেছিলেন।

গ্রাম বাংলা থেকে অপুর বেড়ে ওঠা থেকে শুরু করে যৌবন কালে গ্রামের ছেলে শহরমুখী হওয়া অপুকে তিনি দক্ষতার সঙ্গে নির্মাণ করেছেন। শহরের সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারছে না অপু। সে বারবার আঘাত পেতে শুরু করে দিয়েছে। গ্রামের জীবনের সঙ্গে তিনি যেমন নিজেকে মেলাতে সক্ষম হয়েছিল কিন্তু শহরের জীবন তাকে ততখানি আনন্দ দিতে পারলো না। অর্থ রোজগার করাটা মুখ্য লক্ষ্য হয়ে থাকলো বটে। কিন্তু জীবনটা স্বার্থক হতে থাকলো না। সব কিছু ভেস্তে যেতে শুরু করলো। ছোট বেলায় অপু যে স্বপ্ন দেখতো তা শহরের অপু সেই স্বপ্নকে হারাতে থাকলো। বাস্তব জীবনটাকে স্বীকার করে নিতে হবে। নাহলে কিন্তু সেখানে বেঁচে থাকাটা একেবারে মুশকিল। 'পথের পাঁচালি' ছবিটা হচ্ছে বাংলার সংস্কৃতি। সেই জীবন সংস্কৃতির চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটালেন সত্যজিৎ রায়। অপুর দুর্গার দেখার মধ্যে দিয়ে রেল গাড়ি দেখিয়ে দিলেন অতি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালক। কিন্তু রেল গাড়ি দেখানোর মূল কারণ হচ্ছে যে বাংলায় আধুনিক সভ্যতার প্রবেশ ঘটছেছ। সভ্যতার বিকাশ কিন্তু থেমে থাকবে না। গ্রাম বাংলার যে সংস্কৃতি আজকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তা আগামি দিনে আর থাকবে না। কালের গতিতে তা হারিয়ে যাবে। এই সত্যটাকে তিনি প্রকাশ করে গেলেন ট্রিলজি অপু চলচ্চিত্র নির্মাণ করে। আসলে সত্যজিৎ ছবি নির্মাণ করেন না জীবন নির্মাণ করে তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা চলতে থাকবে। তিনি ছবিতে জীবনকে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। অতিরিক্ত কোনও বস্তু সত্যজিৎ রায় সহ্য করতে পারতেন না। তিনি অতি সাধারণ ভাবে সব কিছুই পরিকল্পনা করতেন। তারপরে সেই সাধারণ পরিকল্পনাকে অতি অসাধারণভাবে নির্মাণ করে যেতেন। এটাই হচ্ছে সত্যজিৎ রায়ের ছবির মূল বৈশিষ্ট্য। তাঁর প্রতিটি ছবিতে বক্তব্য রয়েছে। ভাষার স্পষ্টতা রয়েছে। রয়েছে অন্তর্নিহিত মানে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুধু পড়ে গেলে তার থেকে আনন্দ রস অনুভূতি করা একেবারে অসম্ভব। একই রকমভাবে সত্যজিৎ রায়ের ছবি শুধু মাত্র ছবি হিসাবে দেখলে তা একেবারে ভালো লাগবে না। ছবি প্রতিটি দৃশ্যের উপস্থিতিকে উপলব্ধি করতে হবে। না হলে কিন্তু সেখানে ছবি দেখার মূল সুরটা হারিয়ে যেতে পারে। সত্যজিৎ রায়ের ছবির মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক বক্তব্য উঠে আসে যা যুগের সঙ্গে একেবারে মিশে যায়। কোথাও সত্যজিৎ রায় যুগের বাইরে ছবি নির্মাণ করেনি। শিশুদের ছবি নির্মাণ করতে গিয়ে সেখানেও যুগের চাহিদাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। যুগ যা চাইছে তাই তিনি শিশু ছবিতে পরিবেশন করছেন। রবীন্দ্রনাথ সব সময়ে যুগের ভিত্তিকে কবিতা এবং সাহিত্য রচনা করতেন। তিনি যুগের বাইরে থেকে কোনও রকম সাহিত্য সৃষ্টি করা থেকে বিরত ছিলেন। সেই কারণে তাঁর কবিতা সব সময়ে যুগের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়। 'চারুলতা' বা 'জলসাঘর' ছবি দেখতে বুঝতে পারা যাবে যে তিনি কতখানি দক্ষতার সঙ্গে যুগের ওপরে দাঁড়িয়ে ছবিকে নির্মাণ করেছেন। যুগের পরিবর্তন ঘটে। তাকে রোখার মতো ক্ষমতা কারোর নেই। 'চারুলতা' ছবিতে মানুষ সব সময়ে প্রেমকে ভালোবাসে। সময়কে নয়। মানব সত্ত্বার মধ্যে প্রেম সত্ত্বা বলে একটি বস্তু রয়েছে। সেটাকে সংসার জীবনে স্থান দেওয়ার প্রয়োজন।

নবদ্বীপ ডায়েরি ঃ চৈতন্যদেবের জন্মদিনে নবদ্বীপ সেজে ওঠে

রিয়া পোদ্দার, নবদ্বীপ

ফাগ বেলা। দোল পূর্ণিমা, নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিত এর জন্মদিন, একাদশী থেকে শুভ সূচনা হয় দোলযাত্রার, বলতে পারি সেই মাঘী পূর্ণিমা ধুলোট দিয়ে শুরু। পূর্ণিমার আগের দিন চাচর বা হোলিকা দহন। আমার অবশ্য পিছনে ফিরে দেখতে বেশ লাগে, কারণটা সেই ফেলে আসা সময়ের কোলে ঠাম্মা মামের স্পর্শ গন্ধ সবটুকু। এক যুগ নবদ্বীপের মাটিতে না,জন্ম হলেও পারিবারিক কর্ম স্থলে জীবনের শৈশব কৈশোর যৌবনের প্রথম আলো। তবে পাকাপাকি এক যুগ, যুগ পরিবর্তন এর হাওয়া উৎসবে। আমাদের কাছে দোল মানে সে সময় আগের দিন পাড়ায় নেড়া পোড়া পরের দিন ভোগ, বর্ধমান এ যেহেতু হোলি খেলা তাই পরের দিন রং মেখে ভুত সাজা। ঠাম্মাকে দেখতাম দোল আসার আগে বাবাইকে বলতো নতুন কি ধরনের শাড়ি তার পছন্দের তালিকায় আছে, অবশ্য সুতির তাঁত, কিংবা বাংলাদেশের ঢাকাই মসলিন, তবে সিল্ক সিফন জর্জেট তখন না। হ্যাণ্ডলুম এর চলন তখন সেভাবে হয়নি। ঠাম্মার পছন্দের রং লাল, কিন্তু দাদু চলে যাওয়ার পর সে আর গায়ে তোলেননি ভদ্রমহিলা। তবে মাম ঠাম্মা চিরকাল রঙীন মানুষ আমার আর বাবাই এর মতো সাদা প্রেমিক নয়। দোলের আগের দিন সংযম নিরামিষ আহার মূলত প্রতিবেশী আর চৌধুরী বাড়ির কূল গুরুদেব তথা পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত মুরারী মোহন গোস্বামী দাদুর বাড়িতে ভোগ। পরের দিন বাড়িতে দুপুরে পঞ্চ ব্যঞ্জন ভোগের ব্যবস্থা থাকলেও ভদ্রমহিলা নির্জলা উপবাস, কারণ সন্ধ্যায় বাজনা দিয়ে নতুন শাড়ি পড়ে সেজেগুজে তিনি মহাপ্রভুর বাড়িতে যাবেন জল ভরতে তিনি একা নন, তার সখীদের দল, নবদ্বীপ তাঁত কাপড় হাট এর রথী মহারথীদের বৌরা, শিকদার দিদা - পদ্মদি, ডাক্তার দিদা সহ একঝাঁক সই আমার। সেই জল ভরতে যাওয়ার অছিলায় একটা মিষ্টি প্রতিযোগিতা শাড়ি গয়নার, এই দোলে কে কি নতুন গয়না বানালো তা বলতে গেলে শো অফ এর ক্ষেত্র,মটরচুড়ি- ফাপু মকর বালা গলায় বিছা নাকের নাকফুল,বিছা চন্দ্র হার, শিউলি বালা,কঙ্কণ চুড়ি। তখন একটা রেওয়াজ ছিল বাড়ির মেয়ে বৌরা তাদের বাধা ধরা শ্যাকড়া দিয়ে গয়না বানাতেন বা নতুন গয়না রূপ পেতো পুরানো গয়না ভেঙে, আমাদের বাড়িতে পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত নিরাপদ দাদুর দোকান আর দে জুয়েলার্স পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত মুন্না কাকুর দোকান, চৌধুরী বাড়ির ব্যবসা সংক্রান্ত লেনদেন বা গয়না বানানো হরপ্রসাদ মল্লিকা থেকে। বাজনা দিয়ে ১০৮ রূপোর কলসী ভরে জল এনে প্রভুর অভিষেক এর পর সেখানে আবীরে ভূত হয়ে উপোস ভঙ্গ করে রাত ১টা নাগাদ দাদুর সঙ্গে বা বাবাই পকাই এর সঙ্গে বাড়ি ফিরতেন ভদ্রমহিলা, অভিষেক হতো ১২টায়। তখন দিনে রং বলতে জল রং আর রাতে আবীর। পরের দিন অন্নপ্রাশন পঞ্চব্যঞ্জন দিয়ে,এরপর পঞ্চম দোলে নয়দ্বীপ পরিক্রমায় যেত তিনি, দশম দোল আর বারো দোল দিয়ে শেষ তবে নদে বারো মাসে তেরো পার্বণ তো বৈশাখে ফুল দোল। তখন দোল মানে পুরানো বাতিল জামা কাপড় পড়েইখেলার চলন ছিল এখনকার মতো দেখনদারি ধোপদুরস্ত পরিপাটি দোল না, আন্তরিকতা দিয়ে খেলা। দু চুটকি রং গালে লাগিয়ে হ্যাপি হোলি না,বাদর না হলে হোলি হ্যায় মানায়। আবার ফটোজেনিক দোল যেখানে নিজেকে নিজেই পরিপাটি রং মাখিয়ে নিজস্বী নিয়ে অভিবাদন জানান দেওয়া। তবে সতীন কাঁটা ওরফে ঠাম্মা বরাবরই বলতো নতুন জামা কাপড় পড়ে রং খেলতে,কিনে দেওয়া হতো সুতির জামা কিন্তু প্রাণে ধরে কোনদিন পরা হয়নি যতদিন সে মহিলা সুস্থ ছিলেন কারণ তিনি অসুস্থ হওয়ার পর মহাপ্রভুর চরণে আবীর দেওয়ার গুরু দায়িত্ব আমার, সেখানে নতুন শাড়ি বা নতুন চুরিদার ছাড়া গতি নাই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদল পাড়াতে এখন নবদ্বীপের প্রতিটা পাড়াতে বারোয়ারী যেখানে রাস হয় সেখানে একটা মহাপ্রভুর সেবা হয় মূর্তি সহযোগে,শুধু তাই নয় থাকে লুচি বোদে পোলাও বেগুনী ছানার রসা চাটনি পাঁপড় পায়েস কোথাও খিচুড়ির আয়োজন,পেট পুরে সবাইকে খাওয়ানোর বন্দোবস্ত পাড়া প্রতিবেশী থেকে দেশ বিদেশের থেকে আসা অতিথি আপ্যায়ন এর।কাল রাতে সেই নিয়ে এক প্রস্তর পারিবারিক আলোচনা, উৎসবের আমেজ খোঁজে মানুষ, আন্তরিকতা নয়। এখন সবাই বন্ধু কিন্তু একজন ভালো বন্ধুর খুব অভাব যার সঙ্গে মনের কথা অনাবিল ভাবে বলা যায়, পাশাপাশি দুটি মানুষ আছেন হয়তো কিন্তু হাতে যে জীয়নকাঠি অলীক সুখ,তাকে ফেলে পাশের মানুষের সঙ্গে আলাপ সুখ দুঃখ যাপন নিছক সময় নষ্ট ছাড়া আর কি। এখন একলা মানুষ উৎসব খুঁজে ফেরে,রংমাখার বাহনা খোঁজে এই রং সেই রং নয় মুখ মুখোশের প্রলেপ ,নামী দামী রূপটান। মানুষ খোঁজে বেঁচে থাকার রসদ নিজেকে বিক্রি করে ব্যাপারি হাটে। তার জন্য একটু রং মাখতে হবে এই যে টাকা নামক অনর্থটা মাঝে বসে বড় লোভ দেখায় মানুষকে। তুমি নিজের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়টা ও বেঁচে দিচ্ছো ব্যাপারি হাটে। একজন বিদেশিনী নামী ইউটিউবারকে দেখলাম।

নারী পুরুষের সুস্থ সমন্বয়ে গড়ে ওঠে সুন্দর পৃথিবী

অনীক নস্কর

ধন্যবাদযোগ্য পুরুষেরা;নিরাপদ পৃথিবীর ছোট ছোট আলো।

মেট্রোর সেই মুহূর্তটি হয়তো শহরের হাজার ব্যস্ত সন্ধ্যার মতোই সাধারণ ছিল। অফিসফেরত মানুষের গুঁতোগুঁতি ভিড়, দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার তাড়াহুড়ো, আর সেই চিরচেনা ব্যস্ততা;যেখানে প্রত্যেকে নিজের মতো করে ছুটছে। ঠিক সেই সময়েই ঘটে যায় ছোট্ট এক ঘটনা। দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, শরীর আটকে যাচ্ছে ফাঁকে, আর ঠিক তখনই অচেনা দুটি হাত টেনে নেয় ভিতরে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বিপদ কেটে যায়।

যে ছেলেটি সাহায্য করেছিল, সে একেবারেই অপরিচিত; চোখেমুখে খানিক সংশয়, যেন সে বুঝতেই পারছে না, এতটুকু সাহায্যের জন্য তাকে আলাদা করে ধন্যবাদ দেওয়ার কী আছে। কিন্তু এই ধন্যবাদটুকুই যেন আজকের সমাজে এক গভীর প্রশ্ন তুলে দেয়; কেন সাধারণ মানবিক আচরণ আজ এত বিরল যে তাকে আলাদা করে কৃতজ্ঞতার ভাষায় উচ্চারণ করতে হয়? মেয়েরা হয়তো আসলে এই ধন্যবাদই জানাতে চায় বহুদিন ধরে। সেই পুরুষদের, যারা দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকার বদলে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। যে পুরুষরা মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বিচার করে না, বরং সতর্ক করে দেয় যদি কোনও অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। যে পুরুষরা রাতের রাস্তায় কোনও অচেনা মেয়েকে নিরাপত্তার অনুভূতি দেয়, ভয়ের নয়। এই সামান্য আচরণগুলিই আজকের পৃথিবীতে অসামান্য হয়ে উঠেছে। অথচ এ তো হওয়া উচিত ছিল স্বাভাবিক সহাবস্থানের অংশ।

আজও পৃথিবীর বহু নারী রাত নামলেই অদৃশ্য এক আতঙ্কে জড়িয়ে পড়েন। বাড়ি ফিরতে দেরি হলে বুকের ভিতর যে অস্বস্তি জন্ম নেয়, তা কি কোনও মেয়ের কাছে আনন্দের বিষয়? তারা কি সত্যিই চায় আলাদা করে নারী দিবস পালন করতে, আলাদা করে লেডিস সিটের দাবি তুলতে? হয়তো না। তাদের অনেকেরই ইচ্ছে;সমাজ যদি এমন হয় যেখানে প্রতিদিনের জীবনেই নারীর প্রতি সম্মান স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। যেখানে আলাদা করে সুরক্ষা দাবি করতে হয় না, কারণ নিরাপত্তা নিজেই সামাজিক আচরণের অংশ হয়ে

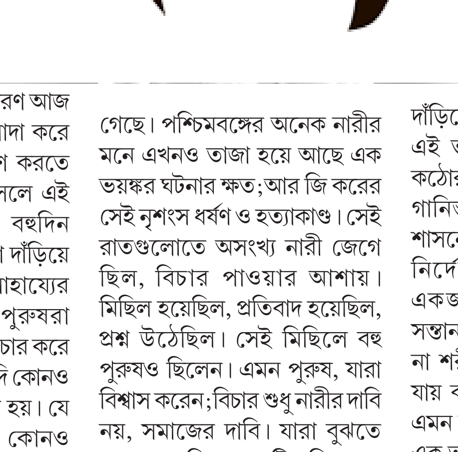

গেছে। পশ্চিমবঙ্গের অনেক নারীর মনে এখনও তাজা হয়ে আছে এক ভয়ঙ্কর ঘটনার ক্ষত;আর জি করের সেই নৃশংস ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড। সেই রাতগুলোতে অসংখ্য নারী জেগে ছিল, বিচার পাওয়ার আশায়। মিছিল হয়েছিল, প্রতিবাদ হয়েছিল, প্রশ্ন উঠেছিল। সেই মিছিলে বহু পুরুষও ছিলেন। এমন পুরুষ, যারা বিশ্বাস করেন;বিচার শুধু নারীর দাবি নয়, সমাজের দাবি। যারা বুঝতে পারেন, বাড়ির মেয়েটির নিরাপত্তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ পথের অচেনা কোনও নারীর নিরাপত্তাও।

এই তালিকা দীর্ঘ। নির্ভয়ার ঘটনা থেকে শুরু করলে কত ঘটনার নামই বা নেওয়া যাবে? যেন ইতিহাসের পাতায় একের পর এক দাগ কেটে গেছে এইসব নিষ্ঠুরতা। শুধু ভারতের মধ্যেই নয়, পৃথিবীর নানা প্রান্তে একই গল্প বারবার ফিরে আসে। সম্প্রতি বাংলা দেশের শিশু ধর্ষণের ঘটনাগুলি আবার সেই ভয়াবহ সত্যকে সামনে এনেছে;নারী বা কন্যা শিশুর নিরাপত্তা এখনও অনেক সমাজে নিশ্চিত নয়। বিশ্বজুড়ে আলোড়ন তোলা এপস্টিন কাণ্ডও সেই একই মানসিকতার আরেকটি নগ্ন উদাহরণ। যেখানে নারীকে দেখা হয়েছে কেবল ভোগ্য বস্তু হিসেবে। যেন ভালোবাসা, সম্পর্ক, সম্মান;এসব কেবল মুখোশ; অন্তরে লুকিয়ে আছে মালিকানার মনোভাব। সোশাল মিডিয়ায় ঘুরে বেড়ানো এক তিক্ত উক্তি প্রায়ই মনে করিয়ে দেয়;মানুষ নানা বিষয়ে মতভেদে বিভক্ত হলেও নারীর শরীর নিয়ে লালসার প্রশ্নে অনেক পুরুষ যেন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে যায়।

এই ভয়াবহ বাস্তবতার আরও কঠোর উদাহরণ দেখা যায় আফ গানিস্তানে। সেখানে তালিবান শাসনের অধীনে এক সময় এমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, একজন পুরুষ তার স্ত্রী বা সন্তানকে মারতে পারেন যতক্ষণ না শরীরের কোনও হাড় ভেঙে যায় বা দৃশ্যমান ক্ষত তৈরি হয়। এমন নিষ্ঠুর নিয়ম শুধু আইন নয়, এক ভয়াবহ মানসিকতার প্রকাশ; যেখানে নারীকে মানুষ নয়, সম্পত্তি হিসেবে দেখা হয়।

এই সব ঘটনার মাঝেও একটি সত্য বারবার মনে করিয়ে দিতে হয়;মেয়েরা অকৃতজ্ঞ নয়। বরং তারা জানে, পৃথিবী বদলাতে গেলে পুরুষদেরও পাশে থাকতে হবে। নারী দিবস তাই কেবল নারীদের উদযাপন নয়; এটি সেই পুরুষদেরও দিন, যারা নারীদের সমকক্ষ মানুষ হিসেবে দেখেন। যারা সাহায্য করাকে কোনও বিশেষ দায়িত্ব মনে করেন না, বরং স্বাভাবিক মানবিক আচরণ বলে মনে করেন। এই সমাজে এমন পুরুষের সংখ্যা কম নয়। যে সঙ্গী নিজের কাজ সেরে বাড়ি ফিরে রান্না করে রাখেন সঙ্গিনীর জন্য, তিনি এক অন্যরকম বার্তা দেন;সমতা মানে ভাগ করে নেওয়া দায়িত্ব। যে বাবা মেয়ের দেরি হলে জেগে থাকেন উদ্বেগে, তিনি শুধু অভিভাবক নন, নিরাপত্তার এক নির্ভরযোগ্য ছায়া। যে ভাই খুনসুটির মধ্যেও দিদির মনখারাপের দিন গুলির খেয়াল রাখে, সে নিঃশব্দে সম্পর্কের মানবিকতা বাঁচিয়ে রাখে। এই ছোট ছোট আচরণই সমাজের ভিতকে শক্ত করে। কারণ সম্মান কোনও বড় বক্তৃতা দিয়ে তৈরি হয় না; তা তৈরি হয় প্রতিদিনের আচরণে, প্রতিটি ছোট সিদ্ধান্তে। রাস্তায় একজন অচেনা মানুষকে সাহায্য করা, বিপদে এগিয়ে আসা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো;এসবই এক একটি সামাজিক প্রতিশ্রুতি।

পৃথিবীকে পুরুষ-মুক্ত করার স্বপ্ন মেয়েরা কখনও দেখেনি। তারা জানে, এই পৃথিবী নারী ও পুরুষের যৌথ অস্তিত্বেই পূর্ণতা পায়। কিন্তু সেই সহাবস্থানের জন্য প্রয়োজন পারস্পরিক সম্মান, সহমর্মিতা এবং দায়িত্ববোধ। প্রত্যেক পুরুষ যদি এমন আচরণ করেন যাতে তাঁকে আলাদা করে ধন্যবাদ জানানোর প্রয়োজন না হয়, তবেই সমাজ সত্যিকারের উন্নত হয়ে উঠবে।

মেট্রোর সেই অচেনা ছেলেটির মতো মানুষরা তাই সমাজে ছোট ছোট আলো জ্বালিয়ে রাখেন। হয়তো তিনি ভাবেননি যে তাঁর সাহায্য এত বড় অর্থ বহন করে। কিন্তু সেই মুহূর্তে তিনি প্রমাণ করে মানবিকতা এখনও বেঁচে আছে।

মানব সমাজের আরোগ্য কামনায় বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অব ইণ্ডিয়া

বুদ্ধদেব মিশ্র

বিশ্বকবি রবীন্দনাথ ঠাকুর বৌদ্ধ ধর্মের ওপরে আস্থা স্থাপন করেছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের শান্তির বিষয়ের ওপরে জোর দিয়ে বহু কবিতা রচনা করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো বক্তৃতা সভায় ধর্ম সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন বিশ্বকে শান্তির

পথ দেখাতে পারে বৌদ্ধ ধর্ম। বৌদ্ধ ধর্ম পারে বিশ্ব শান্তি নিয়ে আসতে। ভারতের সম্রাট অশোক যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগ করে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তলোয়ারকে বিশ্বাস না করে বৌদ্ধ ধর্মকে বিশ্বাস করেছিলেন। তার ফলেই তিনি বৌদ্ধ দূত হিসাবে তাঁর পুত্রকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাঠিয়েছিলেন শান্তি বাণী প্রচার করতে। সম্রাট অশোক প্রথম পথ দেখালেন যে বিশ্ব শান্তি পরিবেশ তৈরি করতে হবে। নাহলে কিন্তু বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। সেই পথ ধরে এগিয়ে গিয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি কবিতা রচনা করে বৌদ্ধ ধর্মের শান্তি মন্ত্রকে উচ্চারিত করেন।

গত ৯ই মার্চ(সোমবার),২০২৬ বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অফ ইন্ডিয়া'র কৃপাশরণ হলে অনুষ্ঠিত হল, সোদপুর নিবাসী শ্রী নিলয় বড়ুয়া তার পরিবার ও আত্মীয়-পরিজনদের আরোগ্য কামনায় অনুত্তর ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে বৈকালিক সংঘদান অষ্টপরিস্কারদান ও চীবর দান অনুষ্ঠান করা হল। এই পুন্যানুষ্ঠানে উজ্জ্বল উপস্থিতি ছিল ভারতীয় সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার পরমপূজনীয় সংঘ রাজদ্বয় শ্রীমৎ রতনজ্যোতি মহাস্থবির এবং দিকপাল মহাস্থবির। উপসংঘরাজত্রয় ড. রতনশ্রী মহাথের, শ্রীমৎ জয়ন্তবোধি মহাথের এবং শ্রীমৎ সত্যানন্দ মহাথের তৎসহ ড.অরুণজ্যোতি ভিক্ষু, শ্রীমৎ ধম্মরতন মহাথের, শ্রীমৎ ভিক্ষু বিশ্বজিৎ, শ্রীমৎ সদ্ধারতন থের শ্রীমৎ প্রজ্ঞারতন ভিক্ষু, শ্রীমৎজ্ঞানজ্যোতি ভিক্ষু, শ্রীমৎ প্রিয়জ্যোতি ভিক্ষু প্রমুখ মহান ভিক্ষুসংঘ নিলয়বাবুর পরিবার ও তার আত্মীয় পরিজনদের আরোগ্যকামনায় তথাগতের নির্দেশিত নীতি ও ধম্মের দেশনা করেন।

এই পুন্যানুষ্ঠানে দূর-দুরান্ত থেকে বহু উপাসক উপাসিকা উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনায় ছিল বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অফ ইন্ডিয়া সাধারণ সম্পাদক শ্রী অমলেন্দু চৌধুরী।

(ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।)

তৃণমূলের বিজয় রথের সামনে যদি বিজেপির গুজরাটি দালালরা আসে তাহলে ভোটের আগেই তাদের এসআইআর করে দেবো ... রাজেশ তন্ত্রী

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১১ মার্চ ঃ এসআইআর আবহের মাঝে শাসক দল এসআইআরের বিরোধিতা

একের পর এক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। বুধবার কোচবিহার নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে এসআইআর বিরোধী বাইক র‍্যালি করল তৃণমূল কংগ্রেস। শেষ কবে এত বড় বাইক র‍্যালি কোচবিহার জেলায় দেখতে পাওয়া গিয়েছিল তা মনে নেই কারোর। কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রাজেশ তন্ত্রীর নেতৃত্বে এক প্রকার শক্তি প্রদর্শন করল তৃণমূল কংগ্রেস নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে। উল্লেখ্য সবার নির্বাচনে এই নাটাবাড়ি কেন্দ্রে তৎকালীন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবি ঘোষকে হারিয়ে বিজেপি প্রার্থী মিহির গোস্বামী জয় লাভ করেন। পরবর্তী পাঁচ বছরে বেশিরভাগ সময় তাকায় এলাকায় দেখতে পাওয়া যায়নি বলেই সাধারণ মানুষের মনে এমনকি তার মোবাইলে ফোন করলেও তাকে বেশিরভাগ সময় পাওয়া যেতে পারে সেই কারণে এক প্রকার খিল্লি করেই শাসক দল সাধারণ মানুষ সুইচ অফ বিধায়ক বলতেন। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন তাই নির্বাচন এগিয়ে আসতেই শাসক দল নাটাবাড়ি কেন্দ্রে তার শক্তি প্রদর্শন করল। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক তথা তুফানগঞ্জ ১ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সহ- সভাপতি রাজেশ তন্ত্রী বলেন - এস আই আরের নামে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দিচ্ছে বাংলা বিরোধী বিজেপি। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে বিব্রত করছে তারা। রীতিমত হুমকির সুরে তিনি বলেন - শান্ত নাটাবাড়িতে বিজেপির হারমাদ যদি অশান্তি সৃষ্টি করতে আসে তাহলে তাদের আমরাও ছেড়ে কথা বলবো না। বিগত পাঁচ বছরে এই এলাকার বিধায়ক কোন কাজ করেনি শুধু অশান্তি সৃষ্টি করেছেন আর এস আই আর এর নাম করে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তিনি আরো বলেন - নাটাবাড়ি কেন্দ্রে তৃণমূলের জেতা শুধু সময়ের অপেক্ষা। তৃণমূলের বিজয় রথের সামনে যদি বিজেপির গুজরাটি দালালরা আসে তাহলে ভোটের আগেই তাদের এসআইআর করে দেবো। যদিও এবিষয় নিয়ে নাটাবাড়ির বিজেপি বিধায়ক মিহির গোস্বামীর কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে নাটাবাড়ি কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর দাবিদার রাজেশ তন্ত্রীর বলে মত ওয়াকিবহুল মহলের আর ঠিক সেই কারণেই কয়েক হাজার বাইক নিয়ে বুধবারের এই মিছিল এক প্রকার শক্তি প্রদর্শন বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বিয়ে করতে এসে সোজা শ্রীঘরে পাত্র বারুইপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপুর, ১১ মার্চ ঃ এবার বিয়ের ছাদনাতলা থেকে সোজা শ্রীঘরে পাত্র, নাবালিকাকে বিয়ে করতে গিয়ে বিপত্তি বারুইপুরে। বারুইপুর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হাজির হয় বিয়ের আসরে। বিয়ের পিঁড়িতে বসার আগেই শ্রীঘরে ঠাঁই পাত্রের। ধৃতের নাম অভিজিত মণ্ডল। নাবালিকাকে বিয়ে করতে এসে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন তিনি। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুরের ঘোলা শিবনগর এলাকায়। বারুইপুর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হাজির হয় বিয়ের আসরে। সেখান থেকেই গ্রেপ্তার করা হয় পাত্রকে। পুলিশ সূত্রে খবর, পাত্র অভিজিতের বাড়ি বারুইপুরের টগরবেড়িয়া এলাকায়। পাত্রী বিধাননগর এলাকার বাসিন্দা। দীর্ঘদিনের প্রেম ছিল দু'জনের। কিন্তু নাবালিকা পাত্রীর বাড়ি থেকে দু'জনের সম্পর্ক মেনে নেওয়া হয়নি। সেই কারণে বাড়ি থেকে পালিয়ে বারুইপুরে চলে আসে ওই নাবালিকা। এর পর দু'জনে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন। অভিজিতের মামার বাড়িতে বসেছিল বিয়ের আসর। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। যার জেরেই ভেস্তে যায় বিয়ে এবং অভিযুক্ত পাত্রকে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ওই নাবালিকা কাউকে না জানিয়েই বিয়ের জন্য বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, ১৮ বছরের আগে মেয়েদের বিয়ে আইনত অপরাধ। বিষয়টি জানার পরেও কী ভাবে নাবালিকাকে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন অভিজিত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এই ঘটনায় খতিয়ে দেখা হচ্ছে কারও মদত রয়েছে কি না। পুলিশ জানিয়েছে, আইন অনুযায়ী অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উত্তর ২৪ পরগণার কল্যাণগড় বিদ্যা মন্দিরের প্লাটিনাম জুবিলি সমাপ্তি অনুষ্ঠান আগামী ২২ ও ২৩ মার্চ। এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির কথা জানান ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও পরিচালক সমিতির সদস্যরা। ছবি- আশিস কুমার ঘোষ

এলপিজি-র চরম সঙ্কট, পর্যটন শিল্প বাঁচাতে জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চায় হোটেল মালিক পক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ১১ মার্চ ঃ পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ এবং ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার আঁচ এবার ভারতের অন্যতম প্রধান পর্যটন কেন্দ্র দার্জিলিংয়েও অনুভূত হতে শুরু করেছে। উত্তরবঙ্গের এই বিখ্যাত পর্যটনস্থলে বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের চরম ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এই গভীর সংকটের মোকাবিলায় বুধবার 'দার্জিলিং হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসনের জরুরি হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক মণীশ মিশ্রকে একটি চিঠি দেওয়া হয়েছে। সেখানে জানানো হয়েছে যে, বাজারে বাণিজ্যিক গ্যাসের জোগান প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছে। হোটেল মালিকদের দাবি, স্থানীয় এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটররা কর্মী জানিয়ে দিয়েছেন যে, আন্তর্জাতিক সংকটের কারণে চাহিদা অনুযায়ী সিলিন্ডার সরবরাহ করা এই মুহূর্তে সম্ভব হচ্ছে না। হোটেল ব্যবসায়ীদের আশঙ্কা, এই পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হলে পর্যটকদের পরিষেবা দেওয়া অসম্ভব হয়ে পাবে। ইতিমধ্যে বুকিং করে রাখা পর্যটকদের প্রয়োজনীয় সুবিধা দিতে না পারলে হোটেলগুলিকে বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। এর পাশাপাশি, হোটেল শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হাজার হাজার কর্মী ও তাঁদের পরিবারের জীবিকাও সংকটের মুখে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রেস্তোরাঁ ও হোটেলগুলিতে রান্না ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কায় পর্যটকদের খাবারের ব্যবস্থাও বিঘ্নিত হতে পারে। এই অবস্থায় ব্যবসায়ীরা জেলা প্রশাসনের কাছে বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্রুত গ্যাস সরবরাহের আবেদন জানিয়েছেন। অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে যে, দ্রুত সমাধান না মিললে পর্যটকদের স্বার্থেই তাঁদের বুকিং বাতিল করার মতো কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে, যা পাহা।রে পর্যটন অর্থনীতিতে বড় ধাক্কা দেবে।

হাওড়ায় জেলাশাসক অফিস ঘেরাও অভিযান ঘিরে ছড়াল উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১১ মার্চ ঃ যুবদের কর্মসংস্থান সহ ৬ দফা দাবিতে ডিওয়াইএফআই এর ডাকে হাওড়ায় জেলাশাসক অফিস ঘেরাও অভিযান ঘিরে ছড়াল উত্তেজনা। ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করতেই বিক্ষোভকারী যুবদের বাধা দিল পুলিশ। সিপিআইএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই

এর হাওড়া জেলা কমিটির ডাকে ডাকে হাওড়ায় জেলাশাসক দপ্তর ঘেরাও অভিযান ঘিরে বুধবার বিকেলে উত্তেজনা ছড়ায়। আন্দোলনকারীরা এদিন পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করলে বাধা দেয় পুলিশ। তীব্র ধস্তাধস্তি শুরু হয়। এদিন মোট ৬ দফা দাবি নিয়ে বাম যুব সংগঠনের তরফ থেকে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়। দাবিগুলোর মধ্যে ছিল যুবদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, ১,৫০০ নয়, মাসিক ৬,০০০ টাকা বেকার ভাতা দিতে হবে, জেলা সরকারি দপ্তরে সমস্ত শূন্যপদে স্বচ্ছ নিয়োগ করতে হবে, সরকারি সংস্থার বেসরকারীকরণ বন্ধ করতে হবে, এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কের মাধ্যমে যুবদের স্থায়ী কাজের ব্যবস্থা করতে হবে, গিগ ওয়ার্কারদের কাজের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। উল্লেখ্য, এদিনের এই জেলাশাসক দপ্তর ঘেরাও কর্মসূচি উপলক্ষ্যে হাওড়া সিটি পুলিশের তরফ থেকে হাওড়া পুরসভার গেটের সামনে লোহার ব্যারিকেড তৈরি করা হয়। এর পাশাপাশি হাওড়া জেলাশাসকের অফিসের সামনেও করা হয় ব্যারিকেড যাতে আন্দোলনকারীরা এই ব্যারিকেড ভেঙে সামনে যেতে না পারেন। এছাড়াও বিশাল পুলিশ ও র‍্যাফ মোতায়েন করার পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন হাওড়া সিটি পুলিশের পদস্থ কর্তারাও।

খড়গপুরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়গপুর, ১১ মার্চ ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েন শুরু হয়েছে। নির্বাচন ঘোষণার আগেই জেলায় নিরাপত্তা জোরদার করতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোট এগারোটি কোম্পানি পৌঁছেছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। বুধবার দুপুরে ট্রেনে করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা খড়গপুর স্টেশনে পৌঁছান। সেখান থেকে জেলা পুলিশ প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে বাস, ট্রাক এবং পিক-আপ ভ্যানের মাধ্যমে তাঁদের জেলার বিভিন্ন থানায় পাঠানো হয়। নির্বাচনকে সামনে রেখে শহর ও গ্রামাঞ্চলের সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে নজরদারি বাড়ানোর লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাতটি কোম্পানি ইতিমধ্যেই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে। এদিন খড়গপুরের নিমপুরা ফাঁড়ি এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর একটি কোম্পানি রুট মার্চও করে। রুট মার্চ চলাকালীন জওয়ানরা নিমপুরা এলাকার বিভিন্ন বুথ পরিদর্শন করেন এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সাধারণ মানুষের মতামত ও অভিযোগও শোনা হয়। প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, নির্বাচনের আগে জেলাজুড়ে নিয়মিত টহল ও রুট মার্চ চলবে। যাতে ভোটের সময় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকে এবং সাধারণ মানুষ নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।

ফর্ম-৬ জমা দিয়েও মিলছে না রিসিভ! ভোটার তালিকায় নাম তোলা নিয়ে শান্তিপুরে বাড়ছে দুশ্চিন্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১১ মার্চ ঃ ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য ফর্ম-৬ জমা দিয়েও প্রাপ্তি স্বীকার না পাওয়ায় দুশ্চিন্তায় পড়েছেন বহু সাধারণ নাগরিক। নদীয়ার শান্তিপুরে BDO অফিসে গত শনিবার থেকে শুরু হয়েছে নথিপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া। তবে রিসিভ না পাওয়ায় মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। মজা করে অনেক সময় বলা হয়-পালং শাকের আবার ক্যাশ মেমো! কিন্তু গ্রাহক সুরক্ষার ক্ষেত্রে যেমন প্রমাণ হিসেবে ক্যাশ মেমো গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনই সরকারি দপ্তরে কোনো আবেদন বা নথি জমা দিলে তার প্রাপ্তি স্বীকার বা রিসিভ কপি নাগরিকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, SIR প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া ব্যক্তিরা নতুন করে ফর্ম-৬ সহ বিভিন্ন নথি জমা দিতে ভিড় করছেন শান্তিপুর BDO অফিসে। আগে জেলা প্রশাসনিক দপ্তরে নথি জমা দিতে হলেও এখন ব্লক স্তরে জমা দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়ায় কিছুটা সময় বাঁচছে বলে জানিয়েছেন আবেদনকারীরা। তবে সমস্যা দেখা দিয়েছে অন্য জায়গায়। বহু আবেদনকারী অভিযোগ করছেন, নথি জমা দেওয়ার পর রিসিভ কপি দেওয়া হচ্ছে না, ফলে ভবিষ্যতে নাম তালিকায় না উঠলে তারা জমা দেওয়ার কোনো বৈধ প্রমাণ দেখাতে পারবেন না। এদিকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পরও অনেকেই রিসিভ পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। আবার কেউ কেউ রিসিভ পাচ্ছেন-এতে আরও বাড়ছে বিভ্রান্তি ও দুশ্চিন্তা। যদিও এই বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে

এখনো পর্যন্ত কোনো স্পষ্ট বক্তব্য মেলেনি। রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে তরজা। বিজেপির অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের ভালো উদ্যোগ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের গাফিলতির কারণেই সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়ছেন। বিষয়টি নিয়ে তারা নির্বাচন কমিশনের উচ্চ মহলে অভিযোগ জানাবেন বলেও জানিয়েছেন। অন্যদিকে তৃণমূলের এক বিধায়ক জানিয়েছেন, শুধু রিসিভ নয়- এই পুরো প্রক্রিয়াটাই খুব কম সময়ে করা হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষকে যথেষ্ট তথ্য না দিয়েই সব পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। দলগতভাবে তারা এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন বলেও দাবি করেছেন।

ছাব্বিশ নির্বাচনের আগে গ্রাম পঞ্চায়েত গেল তৃণমূলের হাতে!

নিজস্ব প্রতিনিধি, মহিষাদল, ১১ মার্চ ঃ বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর জেলায় বড়সড় ধাক্কা খেল বিজেপি। গেরুয়া শিবির ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন মহিষাদল লক্ষ্যা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অনন্ত বেরা। ফলে পঞ্চায়েত ভোটের পর এই গ্রাম পঞ্চায়েত গেল তৃণমূলের হাতে। তবে আনুষ্ঠানিক ভাবে এখনও এই পঞ্চায়েত এখনও তৃণমূল পায়নি। অনাস্থা ভোটের পরই ফলাফল সামনে আসবে। মহিষাদল লক্ষ্যা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতে আসন সংখ্যা ১৬টি। পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপি আটটি ও তৃণমূল ৮ টি আসন পায়। টসে জিতে বোর্ড গঠন করে বিজেপি। তারাই এতদিন বোর্ড চালাচ্ছিল। তবে বুধবার বিকালে মহিষাদল কুমুদিনী ডাকুয়া মুক্তমঞ্চে তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ধিত সভায় বিজেপি ছো তৃণমূলে যোগদান করেন অনন্ত। ফলে গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের আসন সংখ্যা দাঁড়াল ৯টিতে। বোর্ড গঠনের জন্য যা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তৃণমূলে যোগ দিয়ে অনন্ত বেরা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যে উন্নয়নের জোয়ার এসেছে। ভারতীয় জনতা পার্টিতে অন্যের নিন্দা ছাড়া কিছু হয় না। কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা ও বাঙালিকে বঞ্চনা করেছে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যোগ দেওয়ার জন্য এই সিদ্ধান্ত। অনন্ত বেরা ছাড়াও বিজেপির লক্ষ্যা- ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির প্রাক্তন যুব মোর্চা নেতা সুব্রত চৌধুরী, সিপিএমের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যা ছন্দা বর্মন ধাড়া-সহ বেশ কয়েকজন তৃণমূলে যোগদান করেন। তাঁদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা বিধায়ক উত্তম বারিক, জেলা তৃণমূল সভাপতি সুজিত রায়রা।

ঝাড়গ্রাম থেকে গাঁজা উদ্ধার, ধৃত ২ অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ১১ মার্চ ঃ ভোটের আগে বড়সড় মাদক পাচারচক্রের পর্দাফাঁস করল ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। প্রায় এক কুইন্ট্যাল গাঁজা সহ একটি লরি আটক করে চালক ও খালাশিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বুধবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম নিতাই বর্মন। তাঁর বাড়ি উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার থানা এলাকায়। অপর ধৃত রাজা দাস, বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি থানা এলাকায়। মঙ্গলবার রাত প্রায় দশটা নাগাদ ঝাড়গ্রাম থানার আইসি কৌশিক সাউ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ৪৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ফাঁসিতলা এলাকায় নাকা চেকিং শুরু করেন। সেই সময় মুম্বই থেকে কলকাতাগামী একটি সন্দেহজনক লরিতে সাব-ইন্সপেক্টর উমাশঙ্কর পইড়ার-এর নেতৃত্বে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিতে লরির ভিতর থেকে একাধিক প্যাকেটে প্রায় ১০০ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। এরপর লরিটি আটক করে থানার আইসি-কে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান আইসি কৌশিক সাউ। তাঁর সঙ্গে ঝাড়গ্রামের যুগ্ম বিডিও-ও উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ লরিটি বাজেয়াপ্ত করেছে এবং ধৃত দু'জনকে গ্রেফতার করেছে। বুধবার তাঁদের ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হলে বিচারক সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, গত কয়েক মাসে ৪৯ নম্বর জাতীয় সড়কে লরির মাধ্যমে অবৈধ গাঁজা পাচারের একাধিক ঘটনা ধরা পড়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-১৬-১৯-২৬, তারিখ ১০.০৩.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইএনজিজি)/আদ্রা, দঃপূঃ রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রঃ নং ও টেন্ডার নং; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্য ঃ (১) ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-১৬-২৬, তারিখ ১০.০৩.২০২৬;** আদ্রা ডিভিশনে পাকুড়/বাকুডিহ/রাজগ্রাম/পিনারগড়িয়া/বারহারওয়া/তালঝারি পাথরখনিতে ৩৪৪৫৯৪ কাম ৫০ মিমি গেজ মেশিন ক্র্যাসড হার্ড স্টোন ট্র্যাক ব্যালাস্ট ওয়াগন/হপারে সরবরাহ ও বোঝাই করা (গন্তব্যে ব্যালাস্টের পরিমাপ করা হবে); ৬৮,৩৯,৮১,১৮৪.৬৬ টাকা। (২) **ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-১৭-২৬, তারিখ ১০.০৩.২০২৬;** আদ্রা ডিভিশন - ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (উত্তর)/আদ্রার অধিক্ষেত্রাধীনে বিপজ্জনক অবস্থানে দুঃখজনক ঘটনা এড়াতে রানিং রেলওয়ে ট্র্যাক রক্ষায় প্রয়োজনীয় রাস্তা ব্যারিকেডিং/বেড়া দেওয়া এবং রাস্তার মেরামতি; ২,৩৩,৬৭,৬৪৬.৩১ টাকা। (৩) **ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-১৮-২৬, তারিখ ১০.০৩.২০২৬;** আদ্রা ডিভিশনে পুরুলিয়া-কোটশিলা-রাজাবের, আনারা-রুকনি, মধুদা-চন্দ্রপুরা এবং টিটি লাইন শাখার মধ্যে ১৬টি লেভেল ক্রশিং গেটের গেট ব্যারিয়ার স্থানান্তর করে, দৃশ্যমানতার ও রাস্তার তলের উন্নতি করে এবং গেট লজের আধুনিকীকরণের মাধ্যমে লেভেল ক্রশিংয়ের আধুনিকীকরণ; ১,৫০,১৭,৩৯৭.৭৩ টাকা। (৪) **ই-ডিআরএম- ইএনজিজি-এডিআরএ-১৯-২৬, তারিখ ১০.০৩.২০২৬;** বোকারো স্টিল সিটিতে তিন বছরের জন্য গর্গ পাম্প হাউসের পরিশোধন প্ল্যান্টের মেরামতি, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ; ৮৩,৮০,৮৫৩.৩৩ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** প্রত্যেকটির জন্য ১৩.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারগুলির বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** (PR-1291)

Office of the Haturia-II Gram Panchayat
Harop, Bagnan-I, Howrah
Has invited E-tender Notice. List of Tender Notice:- (1) NIT No:-WB/HZP/BAG-I/NIET-015/15 thCFC (UNTIED)/2025-26 Sl. No:-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, (2) NIT No:-WB/HZP/BAG-I/NIET-016/15 th CFC (UNTIED)/2025-26 Sl. No:-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, Dated:-11/03/2026, Bid submission Start date:- **12/03/2026 from 10:00 AM** and End of Bid Submission:- **18/03/2026 to at 05:00 PM**. Date and time of Opening Technical & Financial Bid:- **20/03/2026 at 10:30 A.M.** Onwards. The Details tender notice along with Tender Documents and others Forms is available at **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Haturia-II Gram Panchayat

জাতীয় সড়কে ভয়াবহ ধ্বস মেমারিতেঃ বড় দুর্ঘটনা থেকে অল্পের জন্য রক্ষা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১১ মার্চ ঃ বুধবার পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারির দেউলে এলাকায় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে

ভয়াবহ ধস নামায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বর্ধমানমুখী জাতীয় সড়কের ওই অংশে রিটেইনিং ওয়াল ধসে পরায় সড়কের উপরের একাংশ সম্পূর্ণ ভেঙে পরে। মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পরে এবং সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। তবে বড় কোনও দুর্ঘটনা বা প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ঘটনার সময় জাতীয় সড়ক দিয়ে একাধিক যানবাহন যাতায়াত করছিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশত কোনও গাড়ি ধসের কবলে পড়েনি। ফলে অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। যদিও ঘটনার পর জাতীয় সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয় এবং বহু গাড়ি আটকে পরে। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে আপাতত কলকাতা থেকে বর্ধমানমুখী যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হয়েছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সড়কের প্রতিরক্ষা দেওয়াল ধসে পড়ার ফলে রাস্তার একটি বড় অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে জামালপুরের আঝাপুর মোড় থেকে সমস্ত যানবাহন সার্ভিস রোডে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, ক্ষতিগ্রস্ত অংশটি মেরামত করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে অন্তত দেড় মাস সময় লাগতে পারে। ততদিন পর্যন্ত জাতীয় সড়কের ওই অংশে স্বাভাবিক যান চলাচল বন্ধ থাকবে এবং বিকল্প পথ ব্যবহার করতে হবে। ফলে যাতায়াতের সময় বেড়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা। এদিকে এই ঘটনাকে ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। তাদের অভিযোগ, জাতীয় সড়কের এই অংশটি মাত্র বছরখানেক আগে নির্মিত হয়েছিল এবং প্রায় ছয় মাস আগে তা চালু করা হয়। এত অল্প সময়ের মধ্যেই রাস্তার কাঠামো ভেঙে পড়ায় নির্মাণের গুণগত মান ও তদারকি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বর্তমানে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে ওই রুটে চলাচলকারী যানবাহন চালকদের আগাম সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে এবং বিকল্প পথ ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনাটি যদি রাতের দিকে হত তাহলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো বলে আশংকা করছে এলাকাবাসীরা।

সন্দেহের বশে ঘুমন্ত স্ত্রীকে খুন করে পলাতক অভিযুক্ত স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ১১ মার্চ ঃ শুধুমাত্র স্ত্রীর বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের সন্দেহের বশে ঘুমন্ত স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর পুলিশ জেলার বাসন্তী থানার মাখাল পাড়া এলাকায়। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত পলাতক। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত গৃহবধূর নাম দীপিকা শাসমল (৩৫)। স্বামী বাপন শাসমল। বাপনের বিরুদ্ধেই উঠেছে এই গুরুতর অভিযোগ। তাঁদের আদি বাড়ি গোসাবা থানা এলাকায়। কর্মসূত্রে এই দম্পতি কেষ্টপুরের বাসিন্দা ছিলেন। সম্প্রতি বাসন্তীর মাখাল পাড়ায় দীপিকা দেবীর জামাইবাবু, বিবেকানন্দ ঘুঘুর বাড়িতে সপরিবারে ঘুরতে এসেছিলেন। অভিযোগ, সেখানেই মঙ্গলবার রাতে দীপিকা দেবী যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন আচমকাই ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাঁর উপর চড়াও হয় তাঁর স্বামী। একের পর এক এলোপাথাড়ি কোপ। রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই গৃহবধূর। চিৎকার চেঁচামেঁচি শুনে ততক্ষণে ছুটে আসে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। যদিও ততক্ষণে ঘর ছেড়ে চম্পট দিয়েছে বাপন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাসন্তী থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, স্ত্রীর অন্য কোথাও বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে, এই সংঃদহের বশেই আক্রোশে এই ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে বাপন। তবে এর পিছনে অন্য কোনও পারিবারিক বিবাদ রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পলাতক বাপনের খোঁজেও পুরোদমে তল্লাশি চলছে।

ভয়াবহ বিস্ফোরণ, আহত নাবালক তদন্তে পুলিশ

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১১ মার্চ ঃ বোমা বানাতে গিয়ে গুরুতর জখম হলেন এক কিশোর। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে মুর্শিদাবাদের রাণীনগর থানার অন্তর্গত বামনাবাদ-বিছপাড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আহত ওই কিশোরের নাম ইউসুফ শেখ (১৫)। ইউসুফ বর্তমানে গুরুতর আহত অবস্থায় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ওই কিশোরের মুখে এবং পায়ে গুরুতর আঘাত রয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় মাইনুল শেখ নামে অপর এক যুবকের আহত হওয়ার খবর মিললেও পরবর্তীকালে পুলিশ ওই যুবককে অক্ষত অবস্থাতেই উদ্ধার করেছে। যদিও পুলিশ সূত্রে দাবি করা হয়েছে ইউসুফ শেখ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় আহত হয়নি। রাণীনগর থানার এক আধিকারিক জানান, মঙ্গলবার রাতে একটি নারকেল তেলের বোতলের মধ্যে চকলেট বোমা রেখে সেটি ফাটানোর চেষ্টা করছিল ইউসুফ। বারবার করে দেশলাই দিয়ে ওই চকলেট বোমায় আগুন লাগানোর চেষ্টা করলে প্রথমে সেটি ফাটছিলো না ইউসুফ কাছে যেতেই হঠাৎ করেই বোতল সমেত চকলেট বোমাটি বিস্ফোরণ হয়। এই ঘটনায় ইউসুফ গুরুতর আহত হয়। স্থানীয় গ্রামবাসীরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে। পুলিশ সূত্রে দাবি করা হয়েছে, ঘটনাস্থলে বোমা বিস্ফোরণের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি। বিস্ফোরণস্থলের কাছে একটি দেশলাই এবং কিছু চকলেট বোমার ফাটা অংশ পাওয়া গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এই বিস্ফোরণের ঘটনায় ইউসুফের চোখের নিচে গুরুতর আঘাত লাগা ছাড়াও তার দু'টি আঙুলের কিছু অংশ বাদ হয়ে গেছে। এলাকাবাসীদের দাবি বছর ১৫ ইউসুফ পড়াশোনা করে না। বর্তমানে সেই মাঠে রাখাল হিসাবে গরু চড়ানোর কাজ করে। কিন্তু কী কারণে রাতের অন্ধকারে ফাঁকা মাঠের মধ্যে ইউসুফ 'চকলেট' বোমা ফটাতে গিয়েছিল তা কেউ বুঝতে পারছেন না। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি , বর্তমানে ইউসুফ বাম এবং কংগ্রেস জোটের হয়ে বোমা তৈরির কাজের সঙ্গে জড়িত ছিল। স্থানীয় এক তৃণমূল নেতা নাম না প্রকাশের শর্তে বলেন, ২০২১ সালের নির্বাচনের পর এলাকায় জিয়াউল শেখ, রুহুল আমিন, জাফর শেখ সহ আরও কিছু দুষ্কৃতী সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করেছিল। তারা সকলে বর্তমানে বাম-কংগ্রেস জোটে রয়েছে। ইউসুফ এবং মাইনুলকে বর্তমানে ওই দুষ্কৃতীদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করতে দেখা যেত। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের আরও দাবি, রাজ্যে বিধানসভা ভোটে এগিয়ে আসতেই ইউসুফের মত নাবালকদেরকে কাজে লাগিয়ে বিরোধী দলগুলো বোমা তৈরি এবং তা লুকিয়ে রাখার কাজ করছে, যাতে পুলিশের সন্দেহ না হয়। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, মঙ্গলবার রাতে বামনাবাদ-বিছপাড়া এলাকার একটি মাঠের মধ্যে বসে দেশি হাত বোমা তৈরির কাজ হচ্ছিলো। সেই সময় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতেই ইউসুফ আহত হয়েছে।

গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ১১ মার্চ ঃ ডাকাতির আগেই গ্রেপ্তার এক জয়নগরে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার আই সি সুব্রত মালাকারের নির্দেশে পুলিশের বিশেষ টিম মঙ্গলবার রাতে জয়নগর থানার উত্তর দূর্গাপুর পঞ্চায়েতের আলিপুর এলাকায় সন্দেহজনক অবস্থায় এক ব্যক্তিকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে প্রথমে আটক ও পরে গ্রেফতার করা হয়। ধৃত ব্যক্তির নাম রেজাউল গাজি। ধৃতকে বুধবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতের সাথে আর কে কে ছিলো তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত ৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ১১ মার্চ ঃ গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হলেন ৬ যাত্রী। বুধবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে পূর্ব বর্ধমানের গলসির বেলগ্রামে, দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের উপর। জানা গেছে, আহতরা হলেন অন্ডালের দিকনলা গ্রামের বাসিন্দা সূচাঁদ মণ্ডল, সুরজিত কুন্ডু, অজয় কুন্ডু, স্বপ্না কুন্ডু, চম্পা রায় ও ভাদুর গ্রামের বাসিন্দা রিঙ্কু মণ্ডল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বর্ধমানের দিক থেকে আসানসোলের দিকে যাচ্ছিলেন তাঁরা। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, গাড়িটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অন্য একটি চলন্ত গাড়ির পিছনে ধাক্কা মারে। গলসি থানার পুলিশ সকলকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

OFFICE OF THE
KHARUBERIA GRAM PANCHAYAT
KHARUBERIA,SHYAMPUR, HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER No.WB/HOW/KGP/NIET-17/25-26
The KHARUBERIA GRAM PANCHAYAT, KHARUBERIA, SHYAMPUR, HOWRAH invites e-tender for CONSTRUCTION OF CHILD MOTHER FRIENDLY CORNER. Bid submission start date (online) **11/03/2026 at 06.30 P.M**. Bid Submission closing date (online) **18/03/2026 at 10:30 A.M**. Bid opening date for Technical Proposals **23/03/2026 at 10:30 A.M**. For details please visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Kharuberia Gram Panchayat

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
PANCHLA PANCHAYAT SAMITY
BIKIHAKOLA, PANCHLA, HOWRAH
NIT NO.-90/MISC-PPS/EO/PANCHLA/2025-2026
For and on behalf of the Executive Officer, Panchla Panchayat Samity invites sealed percentage rate tenders for the **2(Two)Nos.** different works at different places. Bid Submission starting from **05/03/2026 at 18.00 Hrs**. Last date of submission of Bid **13/03/2026 at 17.00 Hrs**. Date of opening of Bid **16/03/2026 at 17.00 Hrs**. For details visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Panchla Panchayat Samity

বিজ্ঞপ্তি
DSP MUTUAL FUND
আসন্ন ইনভেস্টর অ্যাওয়্যারনেস প্রোগ্রাম ('আইএপি')-এর জন্য এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যা ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। আইএপি-র বিবরণ নিম্নরূপ:

দিন ও তারিখ	ঠিকানা	সময়
Thursday, 12th March 2026	Middleton St, Near Maidan, Park Street area, Kolkata, West Bengal-700071	5:30 PM

সমস্ত আইএপি সম্বন্ধে আপডেটের জন্য ভিজিট করুন dspim.com/IAP এবং অন্য সমস্ত ডিসক্লোজারের জন্য, ভিজিট করুন dspim.com/IEID. ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা একটি বিনিয়োগকারীর শিক্ষা ও সচেতনতা উদ্যোগ। **মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগসমূহ বাজারের ঝুঁকি সাপেক্ষ, যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র যত্ন সহকারে পড়ে নিন।**

ANGEL ONE LIMITED
Regd. Off: 601, 6th Floor, ACKRUTI STAR, CENTRAL ROAD, MIDC, ANDHERI EAST, MUMBAI -400093
Centralized desk : 18001020 Email id : support@angelone.in
Member of : NSE / BSE / BSE REMISIER / MCX / MCX SX / NCDEX
Member IDs: NSE : 12798, BSE : 612, MCX : 12685,
NCDEX : 00220 SEBI Registration No: INZ000161534
NOTICE
This is to inform all concerned that we have initiated the process of cancellation of registration of our below mentioned Authorised Person (AP) due to regulatory reasons/concerns.

Name Of Authorised Person	Trade Name of AP	Address of AP	AP Registration No.
RUMPA SAU	RUMPA SAU	HOUSE NO 70 BAHARGRAM DAKSHINPARA,PANSKURA RS NEAR SABUJ SATHI MAITI FEEDS CENTER MIDNAPORE 721152 WEST BENGAL	NSE : AP0397156031 BSE : AP0106120167425 MCX : MCX/AP/111348

Any person dealing with the above-mentioned Authorised Person henceforth shall do so at their own risk. **ANGEL ONE LTD.** shall not be liable for any dealings with the said entity post the issuance of this notice. Investors having any queries or concerns regarding this matter are requested to contact **ANGEL ONE LTD.** within **15 days** from the date of issuing this notice.
Date : 12.03.2026
Place : West Bengal
For ANGEL ONE LTD
Sd/-, Authorised Signatory

নিরাপদ ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করতে ভারতীয় রেল ২০১৪-২৬ সালে ৫৪,৬০০ কিলোমিটার ট্র্যাক সংস্কার করেছে

রেল নেটওয়ার্কের ৮০ এরও বেশি এখন ১১০ কিলোমিটার এবং তার বেশি গতিতে সক্ষম, যা ২০১৪ সালে ৪০ ছিল একই সময়ে ১৩০ কিলোমিটার এবং তার বেশি গতিতে ট্র্যাকগুলি ৬.৩ থেকে ২২.৪ এ ৩.৫-ভাঁজ লাফিয়ে উঠেছেপোস্ট করা হয়েছে, ১১ মার্চ ২০২৬ বিকাল ৫,৩৮ পিআইবি দিল্লি ট্র্যাকগুলির আপগ্রেডেশন এবং পুনর্নবীকরণ একটি ধারাবাহিক এবং চলমান প্রক্রিয়া। বয়স, যানবাহন চলাচল, অবস্থা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসারে ট্র্যাক পুনর্নবীকরণ করা হয়। ট্র্যাক পুনর্নবীকরণের কাজগুলি ট্র্যাকের অবস্থা এবং অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়কে যথাযথভাবে অগ্রাধিকার দিয়ে পরিকল্পনা এবং সম্পাদন করা হয় যাতে ট্র্যাকটি অনুমোদিত গতিতে ট্রেন চালানোর জন্য নিরাপদ হয় তা নিশ্চিত করা যায়।২০১৪-২৬ (ফেব্রুয়ারী'২৬ পর্যন্ত) সমগ্র রেল নেটওয়ার্ক জুড়ে ট্র্যাক সংস্কারের বিবরণ নিম্নরূপ

ট্র্যাক পুনর্নবীকরণ ৫৪৬০০ কিমিভারতীয় রেলওয়ে ট্রেন পরিচালনার নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। ভারতীয় রেলওয়ে স্থায়ী পথ ম্যানুয়াল অনুসারে রেল ট্র্যাকগুলির পরিদর্শন এবং রক্ষণাবেক্ষণের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা রয়েছে।নির্ধারিত সময়সূচী অনুসারে IR-তে ট্র্যাকগুলি নিয়মিতভাবে মনোনীত কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিদর্শন করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে দৈনিক টহল, পায়ে পরিদর্শন, ট্রলি পরিদর্শন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দ্বারা ফুট প্লেট পিছনের জানালা পরিদর্শন। অধিকন্তু, ট্র্যাক জ্যামিতির স্বাস্থ্য বস্তুনিষ্ঠভাবে মূল্যায়ন করার জন্য, ট্র্যাক রেকর্ডিং কার এবং অসিলেশন মনিটরিং সিস্টেম রান নির্ধারিত ফ্রিকোয়েন্সিতে পরিচালিত হয়। ভারতীয় রেলওয়ের সমগ্র রেল নেটওয়ার্ক TRC এবং গণ্বস্ক রানের মাধ্যমে আচ্ছাদিত। বিভিন্ন পরিদর্শনের ভিত্তিতে, ট্র্যাকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সময়সীমাবদ্ধ পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ট্র্যাক অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ, আপগ্রেডেশন, আধুনিকীকরণ এবং উন্নতি ভারতীয় রেলওয়েতে একটি ধারাবাহিক এবং চলমান প্রক্রিয়া। রেলওয়ে ট্র্যাক আপগ্রেড করার জন্য ভারতীয় রেলওয়ে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

ক। প্রাথমিক ট্র্যাক পুনর্নবীকরণের সময় ৬০ কেজি, ৯০টি আলটিমেট টেনসাইল স্ট্রেংথ রেল, ইলাস্টিক ফাস্টেনিং সহ প্রশস্ত এবং ভারী প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট স্লিপার (PSC), PSC স্লিপারে ফ্যান-আকৃতির লেআউট টার্নআউট এবং গার্ডার ব্রিজে H-বিম স্লিপার সমন্বিত আধুনিক ট্র্যাক কাঠামো ব্যবহার করা হচ্ছে।

খ। টার্নআউট পুনর্নবীকরণের কাজে পুরু ওয়েব সুইচ এবং ওয়েল্ডেবল CMS ক্রসিং ব্যবহার করা হচ্ছে।

গ। জয়েন্ট গুলির ঢালাই এড়াতে ২৬০ মিটার লম্বা রেল প্যানেলের সরবরাহ বৃদ্ধি করা হয়েছে, যার ফলে নিরাপত্তা এবং রাইডিং মান উন্নত হয়।

ঘ। পূর্ববর্তী প্রচলিতউন্নত SEJ-এর পরিবর্তে পুরু ওয়েব সুইচ এক্সপেনশন জয়েন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে।

ঙ। রেলের জন্য উন্নত ওয়েল্ডিং প্রযুক্তি গ্রহণ যেমন ফ্ল্যাশ বাট ওয়েল্ডিং।

চ। ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ এবং নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করার জন্য উচ্চ আউটপুট প্লেইন ট্যাম্পার এবং পয়েন্ট এবং ক্রসিং ট্যাম্পার ব্যবহার করে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

ছ। সম্পদের নির্ভরযোগ্যতা আরও উন্নত করার জন্য রেল গ্রাইন্ডিং মেশিন সহ অত্যাধুনিক আধুনিক মেশিন স্থাপন।

জ। PQRS, TRT, T-২৮ ইত্যাদি ট্র্যাক মেশিন ব্যবহারের মাধ্যমে ট্র্যাক স্থাপন কার্যক্রমের যান্ত্রিকীকরণ।

ঝ। LC গেটে নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য লেভেল ক্রসিং গেটের ইন্টারলকিং।

ঞ। রেল এবং ওয়েল্ড পরীক্ষার জন্য উন্নত পর্যায়ক্রমিক অ্যারে প্রযুক্তির ব্যবহার।

ট। সর্বোত্তম রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণের জন্য ব্যাপক স্বাস্থ্য মূল্যায়নের জন্য ইন্টিগ্রেটেড ট্র্যাক মনিটরিং সিস্টেম এবং অসিলেশন মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন।

ঠ। ইয়ার্ডে ট্র্যাক প্যারামিটারগুলির ক্রমাগত রেকর্ডিংয়ের জন্য পোর্টেবল ট্র্যাক পরিমাপ ট্রলি গ্রহণ।

ড। সুনির্দিষ্ট রক্ষণাবেক্ষণ ইনপুট সক্ষম করার জন্য বিভিন্ন উৎসের মাধ্যমে প্রাপ্ত ট্র্যাক পরিদর্শন রেকর্ডের একীকরণ এবং ডেটা বিশ্লেষণের জন্য ওয়েব সক্ষম ট্র্যাক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করা। উপরোক্ত পদক্ষেপগুলির ফলে, ট্র্যাকগুলির গতি সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আধুনিক রেল পরিসেবার সম্প্রসারণ

মালিগাঁও, ১১ মার্চঃ কয়েক দশক ধরে, পশ্চিমবঙ্গে রেলওয়ের উন্নয়নের গতি তুলনামূলকভাবে কম ছিল। অনেক প্রজেক্ট বছরের পর বছর ধরে অসম্পূর্ণ ছিল, এবং রেলওয়ে পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ রাজ্যে প্রয়োজনীয় গতি পায়নি। এই পরিস্থিতি এখন দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে, পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় রেলওয়েতে বৃহ পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এই পরিবর্তন কেবল নতুন রেললাইন এবং স্টেশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি সংযোগ, সুরক্ষা, যাত্রী সুবিধা এবং অর্থনৈতিক সুযোগের নতুন পথ উন্মোচন করছে। বর্ধিত বাজেটের মাধ্যমে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করাসংখ্যাগুলি নিজেই এই পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে। ২০০৯-১৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের জন্য গড় বার্ষিক রেল বাজেটের অনুমোদন ছিল প্রায় ৪,৩৮০ কোটি টাকা। এর বিপরীতে, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের জন্য

অনুমোদন তিনগুণেরও বেশি বো৷ে ১৪,২০৫ কোটি টাকা হয়েছে। এই অভূতপূর্ব বৃদ্ধি স্পষ্টভাবে রাজ্যের রেলওয়ে পরিকাঠামোকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতির ইঙ্গিত দেয়।এই বর্ধিত বিনিয়োগে রাজ্যে বৃহ পরিকাঠামোগত পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৯৩,০০০ কোটি টাকার রেল প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে নতুন রেলপথ নির্মাণ, স্টেশন পুনর্নির্মাণ, সুরক্ষা উন্নয়ন এবং রেলওয়ের ক্ষমতা সম্প্রসারণ রয়েছে। এর লক্ষ্য হল রাজ্যের প্রতিটি অংশকে দ্রুত এবং উন্নত রেল যোগাযোগের মাধ্যমে সংযুক্ত করা।রেলওয়ে স্টেশনগুলি আধুনিক 'সিটি সেন্টার' হয়ে উঠছেযাত্রীদের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা আরও আধুনিক, সুবিধাজনক এবং বিশ্বমানের করার জন্য, পশ্চিমবঙ্গের রেলওয়ে স্টেশনগুলিকে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে বৃহ পরিসরে পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। এই উচ্চাভিলাষী কর্মসূচির অধীনে, রাজ্যের মোট ১০১টি রেলওয়ে স্টেশন পুনর্নির্মাণের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে, যার আনুমানিক ব্যয় প্রায় ৩,৬০০ কোটি টাকা। এই স্টেশনগুলিকে উন্নত যাত্রী সুবিধা, আধুনিক পরিকাঠামো এবং আকর্ষণীয় অথচ কার্যকরী ডিজাইন দিয়ে আপগ্রেড করা হচ্ছে যাতে এগুলি আশেপাশের এলাকার জন্য শহরের কেন্দ্রস্থলেও পরিণত হতে পারে।এখন পর্যন্ত, রাজ্যের নয়টি রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্নির্মাণের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে আনারা, বরাভূম, হলদিয়া, জয়চন্ডী পাহা। জংশন, কল্যাণী ঘোষ পাড়া, কামাখ্যাগুড়ি, পানাগড়, সিউড়ী এবং তমলুক স্টেশন রয়েছে। এর মধ্যে, জয়চণ্ডী পাহাড় জংশন, কল্যাণী ঘোষ পাড়া এবং পানাগড়ের পুনর্নির্মিত স্টেশনগুলি ইতিমধ্যেই উদ্বোধন করা হয়েছে। এই উন্নত স্টেশনগুলিতে এখন উন্নত ওয়েটিং এরিয়া, উন্নত সাইনবোর্ড এবং লাইটিং, ডিজিটাল ইনফরমেশান সিস্টেম, বৃহ সঞ্চালন এলাকা, ফুড কোর্ট, পার্কিং সুবিধা, সুগম চলাচলের জন্য পৃথক প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্ট , অ্যাক্সেসযোগ্যতার জন্য লিফট এবং এস্কেলেটর, পরিষ্কার পরিবেশ এবং নাঃ দনিকভাবে ডিজাইন করা স্টেশন ভবন রয়েছে। এই সুযোগ-সুবিধাগুলি যাত্রীদের জন্য রেল ভ্রমণকে আরও আরামদায়ক, সুরক্ষাযুক্ত এবং মনোরম করে তুলছে।

শুরু হল গড়িয়াতে অ্যাপোলো ক্লিনিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১০ মার্চ ঃ স্বাস্থ্যই সম্পদ। এই সম্পদকে ধরে রাখতে ও সুনির্দিষ্ট চিকিৎসক এবং রোগী পরিষেবার

দেওয়ার লক্ষ্যে দক্ষিন ২৪ পরগনার গড়িয়া স্টেশন সংলগ্ন অঞ্চলে অ্যাপোলো ক্লিনিকের শুভ উদ্বোধন হয়ে গেল। বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে বিভিন্ন রকমের স্বাস্থ্য পরীক্ষা (Health Test)। সেই কথা মাথায় রেখেই প্রখ্যাত স্বাস্থ্য পরিষেবার অন্যতম নাম অ্যাপোলো ক্লিনিক শুরু করল নতুন ঠিকানা গড়িয়াতে । হৃদরোগ, দন্ত, নাক-কান-গলা, সাধারণ চিকিৎসা,অর্থোপেডিক শিশুরোগ, ফুসফুস, বাত সহ মোট ১৮টি ক্লিনিকাল পরিষেবা জানালেন সাউথ বেঙ্গল মেড কেয়ার এর ডিরেক্টর কিংশুক নস্কর। তার সঙ্গে অভিজ্ঞ চিকিসক দ্বারা ল্যাব, আল্ট্রা সোনোগ্রাফি, বিভিন্ন এক্স- রে এবং ক্লিনিকাল বায়ো কেমেস্ট্রি। ক্লিনিকাল প্যাথোলজি, ক্লিনিক্যাল মাইএবায়োলজি এন্ড সেরোলজি, হেমাটোলজি, এবং হিস্টোপ্যাথোলজি। তৎসহ বিভিন্ন রকমের ডায়াগনস্টিক পরিসেবা, যেমন ই.সি.জি, ইকোকালার ডপলার,অডিও মেট্রি, স্পাইরোমেট্রি, ই.ই.জিএন. সি.ভি, ট্রেডমিল টেস্ট, হলটার মনিটরিং, আমবুলটারি বি.পি.মনিটরিং. অত্যাধুনিক দাঁতের চিকিৎসা সুবিধা, চর্মরোগ বিভাগ ব্যবস্থা রয়েছে এই বিশাল ক্লিনিকে। নিম্নবর্গের মানুষের জন্য আমরা খুব শীঘ্রই ফুলবডি চেক আপের ব্যবস্থা চালু করব বলে জানালেন এই সংস্থার সেন্টার হেড শেয়াস গোস্বামী । চিকিৎসার প্রয়োজনীয় টেস্ট ব্যয়সাধ্য মূল্যে রাখা হয়েছে বলে জানান সংস্থার কর্ণধার প্রণব কুমার গোস্বামী। মানুষের প্রকৃত স্বাস্থ্য সেবায় স্বনামধন্য চিকিৎসকদের দ্বারা এই শাখাটি চালু হল বলে জানালেন অ্যাপোলো হাসপাতালের চেন্নাই, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার-ডাঃ নারায়ণ মিত্র। এদিন উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক ফিরদৌসী বেগম, স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি সহ একাধিক চিকিৎসক ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। স্বাস্থ্য পরিষেবায় স্থানীয় জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলবে বলে জানান ডাঃ নারায়ণ মিত্র।

২০ জন অ্যাসিড আক্রান্তকে সংবর্ধনা প্রদান ইআর ওমেন্স ওয়েলফেয়ারের

কলকাতা, ১১ মার্চঃ মানুষের অদম্য ইচ্ছাশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, ইস্টার্ন রেলওয়ে ওমেন্স ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন এবং Chhanv ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে গতকাল শিয়ালদহে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অ্যাসিড আক্রান্ত সারভাইভারদের লড়াই এবং ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প নিয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি সামাজিক পরিবর্তন এবং প্রশাসনিক সহায়তার এক বলিষ্ঠ বার্তা প্রদান করেছে। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে, যা সহিংসতার অন্ধকার কাটিয়ে আলোর জয়ের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিন্দ দেউস্কর এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ERWWO-র সভানেত্রী শ্রীমতি সীমা দেউস্কর। অনুষ্ঠানের মূল কেন্দ্রে ছিলেন ২০ জন অ্যাসিড আক্রান্ত সারভাইভার, যাঁদের উপস্থিতি পুরো চত্বরকে এক গভীর আত্মোপলব্ধির স্থানে পরিণত করেছিল। একজন সারভাইভার মঞ্চে তাঁর জীবনের লড়াইয়ের গল্প শুনিয়ে উপস্থিত সকলকে আবেগপ্রবণ করে তোলেন। তিনি তুলে ধরেন সেই সব শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতার কথা, যা তাঁকে আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে প্রতিনিয়ত অতিক্রম করতে হয়েছে। সাহসিকতার এই আখ্যানটি স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস-এর সদস্যদের একটি সৃজনশীল নাটিকার মাধ্যমে আরও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। এরপর অ্যাসিড হামলার প্রভাব ও সচেতনতা নিয়ে একটি বিশেষ সেশন পরিচালনা করেন সারভাইভারদের পুনর্বাসনে নিয়োজিত সংস্থা Chhanv ফাউন্ডেশনের কো-অর্ডিনেটর। সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে. শ্রী মিলিঃদ দেউস্কর সারভাইভারদের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, অবর্ণনীয় ট্রমার শিকার হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের ইতিবাচক চিন্তাভাবনা সত্যিই অসাধারণ। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, তাঁদের এই সংগ্রাম মানুষের ইচ্ছাশক্তির এক অনন্য উদাহরণ।

বসন্তে সতীমায়ের পুজো বাংলা সংস্কৃতির আবহমান ধারা

কৌশিক দাস ঃ শোনা যায় যে ১৬৯৪ সালে শান্তিপুরের কাছে উলা নামে এক গ্রামের মহাদেব নামে এক বৈষ্ণব ব্যক্তি পানের বরজে সু ন্দর এক মানব শিশুকে কুড়িয়ে পায়। সেই দিন সম্ভবত ছিল পূর্ণিমা, তাই সেই ছোট্ট ছেলেটির নাম রাখা হল পূর্ণচন্দ্র। সেই থেকে শুরু হয় কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ইতিহাস। পূর্ণচন্দ্র প্রথমে ধর্মশাস্ত্র ও পরে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন, জন্ম হয় আঁউলচাঁদের। বেড়িয়ে পরেন ঘর থেকে। তার পরের ইতিহাস প্রায় সবাই জানি। ঘুরতে ঘুরতে উনি আসেন নদীয়ার ঘোষপাড়াতে। ডালিম তলায় বসেন। এই দিকে রামশরণ পাল নামে গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তির স্ত্রী সরস্বতী দেবীর মরণাপন্ন অবস্থা। তাঁকে এই অবস্থা থেকে বাঁচাতে কাছের এক পুকুরের থেকে মাটি তুলে সেই মাটি সারা গায়ে লেপে দেন আঁউলচাঁদ। কিছুক্ষনের মধ্যে সরস্বতী দেবী সুস্থ হতে থাকেন এবং প্রাণ ফিরে পান। এই সরস্বতী দেবীই হলেন ' মা', যার নামে ' মায়ের মন্দির' বা ' মায়ের মেলা'। ২২ জন শিষ্য নিয়ে শুরু হয় প্রথম কর্তাভজা সম্প্রদায়। পরবর্তীকালে দুই বাংলা জুড়ে ছেয়ে যায় কর্তাভজা সম্প্রদায়। ঘোষপাড়াকে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র করার কাণ্ডারি ছিলেন রামশরণ পাল তার পরে সেই হাল ধরেন সতী মা নিজে ও ওনাদের ছেলে দুলালচাঁদ। দুলালচাঁদই প্রথম এই সম্প্রদায়কে প্রথম সংগঠিত করেন।প্রতি বছর দোল পূর্ণিমার আগের দিন থেকে সারা রাত থেকে দোলের দিন পর্যন্ত এই মেলা হয় কল্যাণী ঘোষপাড়াতে। কর্তাভজা মানে মানুষ ভজা। কোন রকম দেব-দেবী, একজন গুরু বানাও (যাকে ওনারা বলেন মহাজন) আর তাঁকে ভক্তিভাবে পূজা করো। দুই বাংলার সব কর্তাভজারা আসেন তাদের মহাজনকে খাজনা দিতে। সবাই মিলে আসেন, ২ দিন এক একটা দলের এক সাথে খাওয়া দাওয়া হয়। এই কারণে এই মেলার এক বিশেষ দিক আছে। এই মেলাতে থালা-বাটি, শাক-সব্জি, মুদিখানা, মাছ, জ্বালানির শুকনো কাঠ সব কিছু পাওয়া যায়। আগে যে ডালিম গাছের কথা বললাম সেই ডালিম গাছ এখনও আছে মন্দিরের ভেতরদিকে, আর যে পুকুরের কথা বললাম সেটা এখনও আছে দুধ পুকুর নামে। ভক্তরা এই দুধ পুকুরে স্নান করে দণ্ডি কেটে ডালিম গাছ পর্যন্ত গিয়ে পূজা দেন।কে কোথা থেকে এসেছে তাঁর খোঁজ নেই, কিন্তু এক মানুষের সাথে অন্য মানুষের ব্যবহার আর আতিথেয়তা দেখে মনে হয় কত দিনের না চেনা।মেলা তো হয় মাঠে কিন্তু মেলে মানুষের মন।গুরুপুজো হল কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধনপথ। আউলচাঁদের পর সতী মা হয়ে ওঠেন কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রধান। কথিত আছে, তিনি যে ডালিম গাছের নীচে বসে সাধনা করেছিলেন, সেই ডালিম গাছে ঢিল বাঁধলেই ভক্তদের ইচ্ছাপূরণ হয়। ঘোষপাড়ায় তাঁর নামাঙ্কিত মন্দির চত্বর এবং সমাধিক্ষেত্রে ভক্তরা গিয়ে পুজো দেন। পুজোর ডালিও মন্দির চত্বরেই একাধিক ব্যক্তি বিক্রি করেন। ডালিতে ঢিলের জায়গায় দেওয়া থাকে সুতো বাঁধা মাটির ঘোড়া। মন্দিরের কাছেই রয়েছে পুকুর। সেই পুকুরে স্নান করে ভক্তদের মন্দিরে পৌঁছে ডালিম গাছে ঢিল বেঁধে দিতে হয়। তাতেই পূরণ হয় মনস্কামনা। কথিত আছে দুধ পুকুরে স্নান করলে অসাধ্য সাধন হয়। শারীরিক প্রতিবন্ধী যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ফেলে সুস্থ সমাজ জীবনে ফেরে। গঙ্গার সমান পবিত্র এই দুধ পুকুর। মনে করা হয় এই পুকুরের জলে সতী মায়ের আশীর্বাদ রয়েছে। এখনো এখানে প্রত্যেক শুক্রবার কর্তা ভজা পালা হয়। গ্রাম বাংলার পুরনো সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রেখেছেন বর্তমান প্রজন্মের ভক্তরা। নিয়মিত নিঃশুল্ক প্রসাদের আয়োজন করা হয় মন্দির চত্বরে। আর, মনস্কামনা পূরণ হলে এসে ডালিম গাছ থেকে ঢিল খুলে ফেলতে হয়। এটাই সতী মায়ের মন্দিরের নিয়ম। এখানে নিত্যপুজোর পাশাপাশি, প্রতি শুক্রবার বিশেষ কীর্তনের আসর বসে। ভক্তদের দাবি, হিন্দুদের পাশাপাশি, মুসলিমদের একাংশও কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সদস্য। একসময় প্রায় ৬০০ বিঘা জমিতে সতীমায়ের মেলা বসত। বর্তমান ৩০ একর এলাকায় এই মেলা বসে। মেলা পরিচালনা করে কল্যাণী পুরসভা। প্রায় ৬০০টি স্টল বসে এই মেলায়। এ বছরও দোলের আগের দিন সন্ধ্যে থেকে কল্যাণী ঘোষপাড়ার এই মেলায় অংশগ্রহণ করতে আসেন গোটা রাজ্যের বহু মানুষ। ঘর সাজাবার জিনিস থেকে সংসারের টুকিটাকি সবই মিলবে সতী মার মেলায়। শিয়ালদা থেকে কল্যাণী সীমান্তগামী সমস্ত ট্রেন বোঝাই করা ভিড় থাকে সতীমার মেলায় যাওয়ার জন্য। হুগলি, হাওড়া, নদিয়া, দুই ২৪ পরগনা এবং কলকাতা সংলগ্ন এলাকা থেকে মানুষ দলে দলে যোগদান করেন সতীমার মেলায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় উন্নয়নের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। একদিকে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় পাশের রাস্তা দিয়ে সোজা গেলেই সতী মায়ের বাড়ি। প্রতিদিন সেখানে নিত্য পুজো হয়। নিরামিষ ভোগের ব্যবস্থা রয়েছে। নির্দিষ্ট সময় কুপন কেটে ভক্তরা প্রসাদ গ্রহণ করেন। বাংলার উদাসী আবহাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলে মানুষের আনাগোনা। সকাল এবং সন্ধ্যায় উল্লেখযোগ্য ভাবে সেজে ওঠে মন্দির চত্বরের আশেপাশে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দর্শনার্থীরা এসে এখনো মহাজাগতিক এই পুকুরে স্নান করে সতী মায়ের পুজো দেন। মন্ডপ সজ্জা, হাতের কাজ, বেত বাঁশের কাজের নানান ঘর সাজাবার সামগ্রী পাওয়া যায়। মেলে বাদাম ভাজা, নিমকি জিলেপির মতো নানান স্বাদের খাবারের সামগ্রী। এক কথায় ছোট ভারতবর্ষের চিত্র দেখা যায় এই মেলায় এলে। কল্যাণী ঘোষপাড়ার স্টেশনের পাশেই সতীমার বাড়ি রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় আরম্বরে বেড়েছে বর্তমানে এই মেলার পরিধি।

যাত্রীদের সুবিধার্থে শিয়ালদহ বিভাগ নতুন ও বর্ধিত পরিষেবার মাধ্যমে জনসাধারণের চাহিদা পূরণ করেছে

কলকাতা, ১১ মার্চঃ যাত্রীদের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার এবং শহরতলির যাতায়াতকারী সম্প্রদায়ের ক্রমাগত অনুরোধ পূরণের জন্য একটি নিবেদিতপ্রাণ প্রচেষ্টায়, পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ বিভাগ একটি সিরিজ শুরু করতে এবং ইএমইউ পরিষেবাগুলির একটি উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ বাস্তবায়ন করতে প্রস্তুত।দীর্ঘদিন ধরে, শিয়ালদহ-গেদে এবং গেদে-মাঝেরহাট বিভাগের দৈনিক যাত্রী, শিক্ষার্থী এবং অফিসগামীরা উন্নত সংযোগ এবং আরও সরাসরি ভ্রমণের বিকল্পের জন্য ধারাবাহিক দাবি করে আসছে। এই কণ্ঠস্বরগুলি আমাদের পরিষেবার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে তা স্বীকার করে, শিয়ালদহ বিভাগ এই প্রত্যাশাগুলিকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার জন্য একটি সক্রিয় পদক্ষেপ নিয়েছে।১৬ মার্চ, ২০২৬ (সোমবার) থেকে, বিভাগটি অস্থায়ীভাবে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে অতিরিক্ত এবং বর্ধিত বিশেষ পরিষেবা চালু করবে। এই উদ্যোগটি রেল প্রশাসনের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা যা সামগ্রিক যাত্রীদের আরাম বৃদ্ধি করে এবং প্রতিদিন এই লাইফলাইনের উপর নির্ভরশীল হাজার হাজার মানুষের চলাচলকে সুগম করে।গেদেগামী যাত্রীদের জন্য সরাসরি সংযোগ প্রদানের জন্য গেদে সংযোগ পূরণের জন্য বর্ধিত পরিষেবা বৃদ্ধি। ৩১২২৭ (শিয়ালদহ-ব্যারাকপুর লোকাল) গেদে পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হচ্ছে কারণ ৩১৯৩১ ইউপি শিয়ালদহ-গেদে স্পেশাল শিয়ালদহ থেকে সকাল ৯.২৮ মিনিটে ।

সুচিকিৎসা মাসিক
স্বাস্থ্য পত্রিকা

NAME CHANGE

I, Subrata Chatterjee (Old Name) W/o Pradip Chatterjee Residing at Block-B Plot No-194, 159 Hosenopur, E.K.T.P, Madurdaha H Coop Socty, E.K.T, District - Kolkata, Pin - 700107, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Subrata Chatterjee Chakraborty (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 53/2026 Dated 11-03-2026. Subrata Chatterjee (Old Name) and Subrata Chatterjee Chakraborty (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sunil Jain (Old Name) S/o Late Rattan Lal Jain Residing at 4B, Wood Street, Flat No-11, P.o - Park Street, P.s - Shakespeare Sarani, District - Kolkata, Pin - 700016, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Sunil Kumar Jain (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 11-03-2026. Sunil Jain (Old Name) and Sunil Kumar Jain (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sunil Kumar Jain S/o Late Rattan Lal Jain Residing at 4B, Wood Street, Flat No - 11, P.o - Park Street, P.s - Shakespeare Sarani, District - Kolkata, Pin- 700016, West Bengal India, that my deceased father who previously known as Jain Ratan Lall (Old Name) shall henceforth be known as Rattan Lal Jain (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit dated 11-03-2026. I declare that my deceased father Jain Ratan Lall (Old Name) and Rattan Lal Jain (New Name) is same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Subash Kumar Roy, Subhash Roy (Old Name) S/o Ratikanta Ray Residing at Bhayan, Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Subhash Ray (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 54/2026 Dated 11-03-2026. Subash Kumar Roy, Subhash Roy (Old Name) and Subhash Ray (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, IRA NASKAR BAPARI (Old Name) W/O GOUTAM BAPARI Residing at PASCHIM SALE PUR, BARUIPUR. 700144. WEST BENGAL, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as IRA NASKAR (New name), as declared before the 1st Class Judicial Magistrate Baruipur Dated 16/02/2026 IRA NASKAR (New Name) and IRA NASKAR BAPARI (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Tajkera Bibi (Old Name) W/O-Jiaur Rahaman resident of Vill-Popara Po & Ps-Sagardighi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742226 do hereby declared that I have changed my name from Tajkera Bibi to Tajkera Khatun and henceforth I shall be known as Tajkera Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 11/03/2026. My name Tajkera Khatun & Tajkera Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sailendra Nath Baidya (Old Name) S/O–Keshablal Baidya residing at Vill-South Jitpur , PO-Betai , PS-Tehatta , Nadia , West Bengal 741163 do hereby declared that I have changed my name from Sailendra Nath Baidya to Shailendra Nath Baidya and henceforth I shall be known as Shailendra Nath Baidya (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 11/03/2026. My name Shailendra Nath Baidya & Sailendra Nath Baidya both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mohammad Moqeem (Old Name) S/o Mohammad Manjur Ali Residing at 3C, Little Russle Street, Vtc - Middleton Row, P.o - Middleton Row, District - Kolkata, Pin - 700071, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Md Moqeem (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 55/2026 Dated 11-03-2026. Mohammad Moqeem (Old Name) and Md Moqeem (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Santosh Kumar Halder (Old Name) S/O–Atulchandra Haldar residing at Ward No-4, Coopers Camp, Ranaghat , West Bengal 741232 do hereby declared that I have changed my name from Santosh Kumar Halder to Santoshkumar Haldar and henceforth I shall be known as Santoshkumar Haldar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 11/03/2026. My name Santoshkumar Haldar & Santosh Kumar Halder both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Minati Maiti (Old Name) W/o Shardindu Maity Residing at Vtc - Ganesnagar, P.o - Ganeshnagar District - South 24 Parganas, Pin - 743357, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Minati Maity (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 56/2026 Dated 11-03-2026. Minati Maiti (Old Name) and Minati Maity (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Indrani Aich (Old Name) Daughter of Late Pradip Kumar Bose Resident of ,Tikorhat, Near Kali Mandir,P.O-Lakurdi, P.S-Burdwan Sadar,Dist-Purba Bardhaman,Pin-713102. W.B., have changed my name and shall henceforth be known as Indrani Bose (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 11.03.2026.That Indrani Aich (Old Name) and Indrani Bose (New Name) both are the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Jhuma Biswas (Old Name) W/o Sonatan Biswas Residing at Bajar Para, South Parbatipur, Near Town Club, Ukhil Nara, Pritinagar, District - Nadia, Pin - 741247, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Jhuma Biswas Das (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 58/2026 Dated 11-03-2026. Jhuma Biswas (Old Name) and Jhuma Biswas Das (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rana Roy son of Late Narayan Chandra Roy Resident of Halisahar,B.B.Ganguly Sarani,P.O-Halisahar,Dist-North 24 Parganas, Pin- 743134., W.B.That my father's actual and correct name is Late Narayan Chandra Roy which is recorded in his Death Certificate vide no-20020122639/ DC/2017, Regn no-2487/2017,Date of issue-26.07.2017 issued from Kalyani Municipality in the Dist of Nadia,West Bengal and my Aadhaar card no- 5376 3694 6832,Pan card no-FKUPR2387L.That in my Birth Certificate vide no-331722,Date of issue17.12.2003 issued from Naihati Municipality in the Dist of North 24 Parganas,West Bengal wherein my father's name is also wrongly recorded as Narayan Ch Roy instead of Narayan Chandra Roy.That Narayan Ch Roy and Narayan Chandra Roy both are the same and one identical person vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 11/03/2026.

NAME CHANGE

I, Pramod Singh (Old Name) S/o Chandra Keshwar Prasad Singh Residing at 106 Diamond Harbour Road, Opp Railway Office Booking, Khiddirpore S.O, District - Kolkata, Pin - 700023, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Pramod Kumar Singh (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 57/2026 Dated 11-03-2026. Pramod Singh (Old Name) and Pramod Kumar Singh (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি ইমতিয়াজ আহমেদ, পিতা- মোঃ নইমুদ্দিন সেখ, সাং- শেওড়াতলা, পোঃ -দেবগ্রাম, থানা কালীগঞ্জ, জেলা-নদীয়া। আমার আসল নাম হল ইমতিয়াজ আহমেদ। গত ইং-১১০৩২০২৬ হলফনামা নং- ৪০২৬ বলে আমার নাম মোঃ ইমতিয়াজ আহমেদ থেকে ইমতিয়াজ আহমেদ হইয়াছে। ইমতিয়াজ আহমেদ ও মোঃ ইমতিয়াজ আহমেদ একই ব্যক্তি হইয়াছে।

NAME CHANGE

I, Rajanya Maity (Old Name) W/o Anindya Chakraborty Residing at A-17 Kamdahari, Narikel Bagan, Garia, Sonarpur, District - South 24 Parganas, Pin - 700084, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Rajanya Chakraborty (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 59/2026 Dated 11-03-2026. Rajanya Maity (Old Name) and Rajanya Chakraborty (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SAJJAD (old name) S/O - LATE OLE MOHAMMAD residing at VILL - NAGRAI (MOLLAPARA) PO - KOKLAMARI PS - ENGLISH-BAZAR DIST - MALDA PIN-732208. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SAJJAD (old name) to SAJJAD SEKH (new name) and henceforth, I shall be Known as SAJJAD SEKH (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary. public at Berhampore court on 10/03/2026. SAJJAD SEKH (new name)& SAJJAD (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I,NUR NABI S/O-JABED ALI residing at VILL - KALUARI PO -JATRADANGA, P.S - MALDA, DIST - MALDA PIN - 732141do hereby declare that I have changed my name from NUR NABI (old name) to (new name) MD NUR NOBI and henceforth I, shall be known as MD NUR NOBI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Berhampore court on 07/03/2026. MD NUR NOBI (new name) & NUR NABI (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, JALNUR (old name) W/O - MUNTAJ ALI residing at VILL & PO - BHADO PS - RATUA DIST - MALDA PIN -732139. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from JALNUR (old name) to JALENUR BIBI (new name) and henceforth, I shall be Known as JALENUR BIBI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 11/03/2026. JALENUR BIBI (new name)& JALNUR (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, BOLDIA PUKUR (old name) S/O - MUKBUL HOSSAIN residing at VILL - BOLDIA PUKUR PO - BOLDIA PUKUR PS - RATUA DIST - MALDA PIN -732139. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from BOLDIA PUKUR (old name) to AMZAD ALI (new name) and henceforth, I shall be Known as AMZAD ALI (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 11/03/2026. AMZAD ALI (new name)& BOLDIA PUKUR (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, OBEDUR RAHAMAN (old name) S/O - SHYAM MD residing at VILL-RANGHAT PO - DHANGARA PS - CHANCHAL DIST - MALDA PIN - 732125. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from OBEDUR RAHAMAN (old name) to ABEDUR RAHAMAN (new name) and henceforth, I shall be Known as ABEDUR RAHAMAN (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 11/03/2026. ABEDUR RAHAMAN (new name)& OBEDUR RAHAMAN (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I ZAREEN BEGUM W/O SAGAR PARVEZ residing at 29/H/33, Linton Street, P.O.-Entally, P.S.-Beniapukur, Kolkata-700014, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as HOORLAQUE KHATOON as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 11/03/2026. ZAREEN BEGUM and HOORLAQUE KHATOON both are same and identical person.

NAME CHANGE

I MAIDUL ISALM MOLLA S/O FAKRUL ISLAM MOLLA residing at Vill-Bantika, P.O.-Boinchee, P.S.-Pandua, Hooghly-712134, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MAIDUL ISLAM MOLLA as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 11/03/2026. MAIDUL ISALM MOLLA and MAIDUL ISLAM MOLLA both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, RAIHAN SK, S/O FARMUJ SK residing at Vill-Raichak, Boltala, P.O.-Dayarampur, P.S-Raghunathganj, Dist.-Murshidabad, Pin No. 742213, do hereby declare That my mother's and my father's actual name is RAHELA BIBI, W/O FARMUJ SK which is written in my mother's Aadhaar Card being No. 6571 0637 2354 and my father's name is written as SEIKH FARMUJ which is written in my father's Aadhaar Card being No. 8859 9878 7081 but my mother and my father's name is written as RUBIA BIBI, W/O ANSARUL SK which is written in my Birth Certificate Regd being No. 196/05, Dated - 23/05/2005 by mistake. That RAHELA BIBI, W/O FARMUJ SK and SEIKH FARMUJ, RUBIA BIBI, W/O ANSARUL SK is same and one identical person. That my mother's and father's name should be corrected in my above Birth Certificate as RAHELA BIBI, W/O FARMUJ SK in pale of RUBIA BIBI, W/O ANSARUL SK.

NAME CHANGE

I, Safali Hazari W/O- Alahi Box Hazari, resident of Uchchagram, P.O.- Uchchagram, P.S.-Galsi, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713406, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as 'RASULA HAZARI' in all purpose vide affidavit No-1036, sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman on 11/03/2026. That Safali Hazari and Rasula Hazari both are same and one identical person.

তারাশঙ্করের 'হাঁসুলি বাঁকে' কোটি টাকা খরচ করে গড়ে উঠবে নতুন পর্যটন কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১১ মার্চ ঃ আজ থেকে বহু বছর আগে এক

সময় সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথায়' লিখে গিয়েছিলেন কোপাই নদীর সেই অপরূপ সৌন্দর্য এবং তার অনন্য রূপের কথা। এবার বীরভূমের লাভপুরের সেই জায়গায় পর্যটনের উপযোগী পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে চলেছে বীরভূম জেলা প্রশাসন। নিয়মিত প্রকৃতির ভাঙা -গড়ার মাঝেই হাঁসুলি বাঁক এখন নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে কোনওক্রমে। কিন্তু কোথাও যেন তার গরিমা ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে বসেছে। ১৯৫৫ সালে কোপাই এবং বক্রেশ্বর নদী ঘেরা এই অঞ্চলকে নিয়ে কালজয়ী উপন্যাস লিখেছিলেন সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরে সরকার বদলেছে একাধিকবার তবে উন্নয়নের প্রশ্নে লাভপুরের এই অঞ্চল উপেক্ষিত ছিল বলে অভিযোগ। এরপরেই তারাশঙ্করের জন্মভিটে থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরের হাঁসুলি বাঁকে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলতে উদ্যোগী হল বীরভূম জেলা প্রশাসন। জানা যায়, আনুমানিক ২ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা বাজেট রয়েছে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য। পরিকাঠামোর অভাবে এর জন্য এই হাঁসুলি বাঁক দীর্ঘদিন ধরে পর্যটক, সাধারণ মানুষের কাছে ছিল অনেকটা স্বপ্নের মতো। উপকথা পড়ে তাঁরা নিজেদের মতো করে যেন হাঁসুলি বাঁককে। কিন্তু এবার বাস্তবের ছোঁয়া পাবে পর্যটক ও সাধারণ মানুষ। লাভপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তরুণ চক্রবর্তী জানান আনুমানিক প্রায় পাঁচ বছর আগে লাভপুর পঞ্চায়েত সমিতি এবং ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে সেখানে একটি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তার জন্য যাবতীয় কাজ প্রায় হয়ে গিয়েছিল, তবে কাজ শুরু হয়ে যাওয়ার আগেই জমিজট নিয়ে একটি সমস্যার সৃষ্টি হয়। তিনি আরও জানান জমিজটের সমস্যার কারণে সমস্ত পরিকল্পনা আবার নতুনভাবে করতে হয়, আমরা সেই নদীর ধারে যে সমস্ত মানুষের জমি রয়েছে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলি, তাদের মধ্যেই একজন জমি দান করতে রাজি হয়, জমিটা পাওয়ার পরেই আবার নতুন করে সমস্ত পরিকল্পনা সাজাতে হয়। তবে দিন কয়েক আগেই পর্যটন দফতর এসে জায়গাটি দেখে গেছেন, স্কিম হয়ে গেছে ফিন্যান্সিয়াল অ্যাপ্রুভ হয়ে গেলেই কাজ শুরু হবে। আর পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠলে বহু মানুষের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ মিলবে।

যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে নৈহাটি স্টেশনের প্রতিটি প্ল্যাটফর্মে লিফট ও এসকেলেটর বসানোর দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, নৈহাটি, ১১ মার্চ ঃ প্রতিদিন হাজার হাজার ভক্ত পুজো দিতে আসেন নৈহাটির বড়মা কালীর মন্দিরে। সেই কারণে নৈহাটি জংশন স্টেশন ব্যবহার করেন বহু ভক্ত, যাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দা। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বয়স্ক মানুষ, মহিলা, শিশু এবং বিশেষভাবে সক্ষম যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে নৈহাটি স্টেশনের প্রতিটি প্ল্যাটফর্মে লিফট ও এসকেলেটরের (চলমান সিঁড়ি) বসানোর দাবি উঠল এবার। ইতিমধ্যেই সেই দাবিতে ভারতের রেলমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন এলাকার স্থানীয় বিধায়ক সনৎ দে। তাঁর দাবি, পূর্ব রেলের ব্যস্ততম স্টেশনগুলির মধ্যে অন্যতম নৈহাটি জংশন। প্রতিদিন এই স্টেশনে বিপুল সংখ্যক মানুষ যাতায়াত করেন। বিশেষ করে বামা কালী মন্দিরে দর্শনের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু ভক্ত নৈহাটি স্টেশনে নামেন। ফলে স্টেশনে আধুনিক পরিকাঠামোর প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বাড়ছে। বিধায়কের বক্তব্য, বয়স্ক প্রবীণ নাগরিক, শিশু, মহিলা এবং বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের জন্য প্ল্যাটফর্মে ওঠানামা করা অনেক সময়ই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ছে। তাই যাত্রীদের সুবিধার্থে প্রতিটি প্ল্যাটফর্মে লিফট ও এসকালেটর বসানো অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে কালীপুজোর সময় লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড় জমে বড়মা কালী মন্দিরে। তবে শুধু উৎসব নয়, সারা বছরই প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ নৈহাটি স্টেশন ব্যবহার করে মন্দিরে পৌঁছান। তাই এই স্টেশনকে বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে যাত্রী পরিষেবার উন্নয়ন করা প্রয়োজন বলেই মনে করছেন এলাকার মানুষজন। যদিও রেলের তরফে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের আশা, রেল কর্তৃপক্ষ দ্রুত বিষয়টি বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। তাদের মতে, স্টেশনে লিফট ও এসকেলেটর মতো অত্যাধুনিক সুবিধা চালু হলে যাত্রীদের অনেকটাই সুবিধা মিলবে।

বিস্ফোরণ নেপুরায়, জখম ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর, ১১ মার্চ ঃ দিন কয়েক আগে খেলার ছলে বল ভেবে প্লাস্টিকের মোড়ক বাড়িতে নিয়ে এসেছিল এক শিশু! সেই মোড়কেই আগুন জ্বালাতে গিয়ে বিস্ফোরণ মেদিনীপুরের নেপুরায়। গুরুতর যখম এক যুবক। বোমা নয় বাজি থেকে বিস্ফোরণ, দাবি পঞ্চায়েত প্রধানের। আতঙ্কিত এলাকাবাসী। দিন কয়েক আগে মাঠ থেকে খেলার ছলে বল ভেবে একটি প্লাস্টিকের মোড়ক বাড়িতে নিয়ে এসেছিল এক শিশু। গতকাল দুপুরে সেই মোড়কেই আগুন লাগাতে যায় ওই বাড়ির এক যুবক লক্ষীকান্ত মাঝি (২২)। স্থানীয়দের দাবি, মোড়ককে আগুন লাগাতেই বিস্ফোরণ ঘটে। কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হয় ওই যুবক। এরপর তাকে রাতে নিয়ে যাওয়া হয় মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখান থেকে তাকে স্থানান্তরিত করা হয় কলকাতায়। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় মেদিনীপুর বিধানসভার কঙ্কাবতী গ্রাম পঞ্চায়েতের নেপুরা এলাকায়। পুলিশের কাছে কোন লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি পরিবার বা স্থানীযদের তরফে। স্থানীয়দের দাবি, ওই মোড়কে বারুদ ভরা থাকতে পারে, আর যা থেকে বিস্ফোরণ হযেছে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও কঙ্কাবতী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এর দাবি, দিন কয়েক আগে এলাকায় কালীপুজো হয়েছিল। সেই সময় কিছু আতশবাজি ফাটানো হয়েছিল। তারই একটি ওই বাড়িতে নিয়ে এসে আগুন ধরানোর চেষ্টা করছিল ওই যুবক। সেই সময় বিস্ফোরণ হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক মুখে এমন ঘটনায় শাসক দলকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের না করা হলেও পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে বলে খবর পুলিশ সূত্রে। আসলেই এটি বাজি নাকি বোমা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। ঘটনার জেরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়।

বিএসএফ-এর হাতে গ্রেফতার আফগান নাগরিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১১ মার্চ ঃ নদীয়া জেলায় ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত অবৈধভাবে পার করার চেষ্টার অভিযোগে এক আফগান নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই ঘটনার পর সীমান্ত সুরক্ষা সংস্থাগুলি বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করছে। সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী (বিএসএফ)-এর এক বরিষ্ঠ আধিকারিক বুধবার জানিয়েছেন, ধৃত ব্যক্তি্র নাম আলজাহি মুসাফার। তিনি আফগানিস্তানের নিমরোজ প্রদেশের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। সোমবার গভীর রাতে নদীয়া জেলার ফতেপুর সীমান্ত এলাকায় নিয়মিত টহলদারির সময় তাঁকে পাকড়াও করা হয়। ভারতে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় কোনও বৈধ নথি তাঁর কাছে ছিল না। এমনকি তাঁর কাছে বাংলাদেশের কোনও পরিচয়পত্রও পাওয়া যায়নি। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর ধৃতকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার নদিয়া জেলার রানাঘাট আদালত অভিযুক্তকে পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয়। বর্তমানে তিনি নদিয়া জেলার হাঁসখালি থানার পুলিশের হেফাজতে রয়েছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, সীমান্ত এলাকায় তাঁর আসার উদ্দেশ্য কী ছিল এবং কার সহযোগিতায় তিনি আন্তর্জাতিক সীমান্ত পার করার চেষ্টা করছিলেন, সে বিষয়ে অভিযুক্ত কোনও স্পষ্ট তথ্য দিতে পারেননি।

হুমায়ুন পত্নীকে পুলিশের নোটিশ, হাজিরা দিতে হবে থানায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১১ মার্চ ঃ জমির চরিত্র পরিবর্তন করে বাড়ি তৈরি করার মামলা এবার পুলিশের নোটিশ পেলেন 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র চেয়ারম্যান তথা ওই দলের প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবীরের পত্নী মীরা সুলতানা। মঙ্গলবার হুমায়ুন পত্নীকে পুলিশের তরফ থেকে নোটিশ পাঠিয়ে বুধবার বেলা বারোটায় শক্তিপুর থানায় এই মামলার তদন্তকারী আধিকারিকের সামনে হাজির দিতে বলা হয়েছে। যদিও 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, আমার স্ত্রী নোটিশ গ্রহণ করেছে, কিন্তু পুলিশের কাছে হাজিরা দেওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠছে না। আমরা গোটা বিষয়টি আইনগতভাবে মোকাবেলা করব। হুমায়ুন কবীর জানান, পশ্চিমবঙ্গ ভূমি রাজস্ব আইনের ৪(ডি) ধারায় গত ৫ মার্চ শক্তিপুর থানা পুলিশের তরফ থেকে একটি 'সুয়ো মোটো' মামলা দায়ের করা হয়েছে। গত কাল পুলিশ আমার বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীর হাতে নোটিশ ধরিয়ে এসেছে এবং বুধবার দুপুর বারোটার সময় শক্তিপুর থানায় তদন্তকারী আধিকারিকের সামনে হাজিরার জন্য বলা হয়েছে। যদিও শক্তিপুর থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন , পুলিশ হুমায়ুন পত্নীর বিরুদ্ধে কোনও 'সুয়ো মোটো' মামলা রুজু করা হয়নি। বেলডাঙা-২ ব্লকের ভূমি ,ভূমি রাজস্ব আধিকারিকের তরফে লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পরই পুলিশের তরফে মামলা রুজু করা হয়েছে। হুমায়ুন বলেন, শক্তিপুর থানার মানিক্যহার গ্রামে যে জমির উপর বাড়ি তৈরি করা নিয়ে বিতর্ক সেখানে আমি পরিবার নিয়ে প্রায় ১৮ বছর বসবাস করছি। এতদিন পুলিশ প্রশাসনের আমার বাড়ি নিয়ে কোনও মাথা ব্যাথা ছিল না। আমি নতুন রাজনৈতিক দল তৈরি করার পর কখনও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের তরফ থেকে আমার স্ত্রীকে নোটিশ পাঠানো হচ্ছে, কখনও বা পুলিশ মামলা রুজু করে আমার স্ত্রীকে নোটিশ পাঠাচ্ছে। গোটাটাই আমাকে এবং আমার পরিবারের সদস্যদেরকে হয়রানি করার চক্রান্ত। ভূমি রাজস্ব আইনের ৪(ডি) ধারায় কোনও ব্যক্তি বেআইনিভাবে জমির চরিত্র পরিবর্তন করে সেখানে কোনও নির্মাণ করলে তার তিন বছর পর্যন্ত জেল এবং ৫০ হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে।

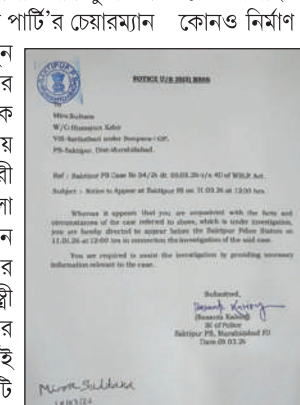

হুমায়ুন কবীর জানান, ২০০২ সাল নাগাদ আমি শক্তিপুর এলাকার বাসিন্দা ঠাকুর পরিবারের কাছ থেকে ওই জমি কিনে নিয়েছিলাম। জমির চরিত্র সে সময় 'নালা' প্রকৃতির ছিল। একাধিকবার আমি সরকারি দপ্তরের জমির চরিত্র পরিবর্তন করার জন্য প্রয়োজনীয় 'ফী' জমা দিয়ে আবেদন করেছি। কিন্তু দীর্ঘ আবেদন নিবেদন করেও কোনও কাজ হয়নি। হুমায়ুনের দাবি, প্রায় ৩ শতক জমির উপর তার বাড়ি। ভূমি দপ্তরের তরফ থেকে সম্প্রতি দু'শতক জমির চরিত্র পরিবর্তন করে তা 'ভিটে' করা হয়েছে। কিন্তু বাকি জমির চরিত্র এখনো 'নালা' প্রকৃতিরই রয়ে গেছে। প্রসঙ্গত সাম্প্রতিক সময়ে মাদক বিক্রির টাকায় বেআইনিভাবে সম্পত্তি তৈরি করার অভিযোগে লালগোলা থানার পুলিশ হুমায়ুন কন্যা নাজমা সুলতানার এবং তাঁর শ্বশুরবাড়ির প্রায় ১৫ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা করেছিল। ইতিমধ্যে হুমায়ুনের জামাই রাইহান আলী এবং হুমায়ুন কন্যার শ্বশুর শরিফুল ইসলামের একাধিক সম্পত্তি পুলিশ 'ফ্রিজ' করে রেখেছে। এর পাশাপাশি মাদক পাচারের একটি মামলায় লালগোলা থানার পুলিশ হুমায়ুনের জামাই রাইহান আলীকে নোটিশও পাঠিয়েছে। নতুন করে হুমায়ুনের বিপদ বাড়লো তাঁর স্ত্রীকে পাঠানো পুলিশের নোটিশে। হুমায়ুন বলেন মাণিক্যহার গ্রামের বাড়িতে আমি ২০০৭ সাল থেকে বসবাস করছি। ১৮ বছর কি প্রশাসন ঘুমাচ্ছিলো ? আমি যেমন ভূমি দপ্তরের নোটিশের জবাব দিইনি , পুলিশের নোটিশ নিয়েও কিছু করবো না। যা পারে করে নিক। যদি আমার বাড়ি কেউ আসে তাঁকে বুঝে নেবো। বিএলআরও এলে তাঁকে গর্ত করে পুঁতে রাখবো। তাতে যদি আমাকে খুনের মামলা দেয় দেবে।

ভোটের মুখে সৌমেন মহাপাত্রের নিরাপত্তায় কাটছাঁট, রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ১১ মার্চ ঃ ভোটের আগে হঠাৎ করেই তমলুকের বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্রের নিরাপত্তা কমিয়ে দেওয়ার ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া শহরে অবস্থিত তাঁর বাড়ির নিরাপত্তায় থাকা ছয়জন পুলিশকর্মীকে আচমকাই প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে বলে খবর। শুধু তাই নয়, তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা আধিকারিককেও তুলে নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নির্বাচনের ঠিক আগে এই সিদ্ধান্ত ঘিরে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে রাজনৈতিক মহলে। তবে কেন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন ধরেই পাঁশকুড়ায় সৌমেন মহাপাত্রের বাড়ির নিরাপত্তায় ছয়জন পুলিশকর্মী মোতায়েন ছিলেন। তাঁরা নিয়মিতভাবে তাঁর বাড়ি ও আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা দিতেন। কিন্তু হঠাৎ করেই সেই নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেওয়ার ঘটনা অনেককেই বিস্মিত করেছে। একইসঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা আধিকারিককেও তুলে নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা ও আলোচনা। এই প্রসঙ্গে তমলুকের বিধায়ক নিজেও জানিয়েছেন, কেন তাঁর নিরাপত্তা কমানো হল তা তিনি এখনও জানেন না। তাঁর কথায়, এই নিরাপত্তা স্বরাষ্ট্রদপ্তরের তরফে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করে কেন তা প্রত্যাহার করা হল সেই বিষয়ে তাঁকে কিছু জানানো হয়নি। বিষয়টি নিয়ে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি জানিয়েছেন, পুরো বিষয়টি তিনি দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে তুলে ধরেছেন এবং তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সৌমেন মহাপাত্র বর্তমানে তমলুকের বিধায়ক হওয়ার পাশাপাশি রাজ্য বিধানসভার 'লোকাল ফান্ড স্ট্যান্ডিং কমিটির' চেয়ারম্যানের দায়িত্বও সামলাচ্ছেন। যদিও তিনি এখন আর মন্ত্রিসভার সদস্য নন, তবুও এতদিন পর্যন্ত তাঁর জন্য ' পাইলট কার' সহ নির্দিষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ভোট যখন ক্রমশ দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে, ঠিক সেই সময় তাঁর নিরাপত্তায় কাটছাঁট হওয়াকে অনেকেই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন। তবে পুরো নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে তুলে নেওয়া হয়নি বলেও জানা গেছে। বর্তমানে কলকাতা পুলিশের দু'জন নিরাপত্তারক্ষী এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশের একজন নিরাপত্তারক্ষী তাঁর সঙ্গে রয়েছেন। যদিও আগের তুলনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনেকটাই কমে গিয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। কিন্তু কেন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, সেই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত জেলা পুলিশ প্রশাসনের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক বক্তব্য সামনে আসেনি। এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে সৌমেন মহাপাত্র বলেন, তিনি এই সিদ্ধান্তের কারণ সম্পর্কে অবগত নন। তাঁর কথায়, স্বরাষ্ট্রদপ্তর থেকে এই নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কেন তুলে নেওয়া হল জানি না। আমি দলের অনুগত সৈনিক। অনেক কিছু দল থেকে পেয়েছি। সেজন্য কৃতজ্ঞ। এই বিষয়ে দলের সঙ্গে আলোচনা করেই তুলে ধরব। পাশাপাশি আগামী ১২ তারিখ এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানাবেন বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছেন, ভোটের আগে একজন বিধায়কের নিরাপত্তা কমিয়ে দেওয়ার বিষয়টি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে যখন রাজ্যের রাজনীতি ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে, সেই পরিস্থিতিতে এমন সিদ্ধান্তের পেছনে কী কারণ রয়েছে তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। যদিও সরকারি বা প্রশাসনিক মহল থেকে এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনও ব্যাখ্যা সামনে আসেনি। প্রসঙ্গত, তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মলগ্ন থেকেই দলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন সৌমেন মহাপাত্র। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি দলের এক গুরুত্বপূর্ণ মুখ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভায় তিনি তিনবার মন্ত্রীর দায়িত্বও সামলেছেন। এছাড়াও গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় তমলুক সাংগঠনিক জেলার সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছিলেন তিনি। তবে ২০২২ সালে আচমকাই রাজনৈতিক সমীকরণে বড় পরিবর্তন ঘটে। সেই সময় তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। শুধু মন্ত্রিত্বই নয়, ক্ষুদ্র শিল্প নিগমের চেয়ারম্যান পদ এবং দলের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকেও তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। সেই ঘটনার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে তাঁর ভূমিকা নিয়ে নানা আলোচনা শুরু হয়েছিল। নির্বাচনের আগেই তাঁর নিরাপত্তা কমানোর ঘটনা নতুন করে রাজনৈতিক জল্পনা উসকে দিয়েছে। যদিও সৌমেন মহাপাত্র নিজে বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও বিতর্ক তৈরি করতে চাননি। তিনি জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে দলের সঙ্গে কথা বলেই সবকিছু স্পষ্ট করবেন। এখন রাজনৈতিক মহলের নজর আগামী কয়েক দিনের দিকেই, কারণ ১২ তারিখে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাবেন বলে জানিয়েছেন তমলুকের বিধায়ক।

সাধারণ মানুষের জন্য ভোগের প্রসাদ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল বর্গভীমা মন্দির কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ১১ মার্চ ঃ যুদ্ধ পরিস্থিতির আঁচ এবার পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে! বেড়েছে গ্যাসের দাম। জ্বালানির ছ্যাঁকায় বিপর্যস্ত জনজীবন। গ্যাস ফুরলে ফের কবে মিলবে গ্যাস, তা নিয়েই চরম সঙ্কট। কাজেই, ২১ মার্চ থেকে সাধারণ মানুষের জন্য ভোগের প্রসাদ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল মন্দির কর্তৃপক্ষ। তমলুকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বর্গভীমার ভোগ রান্না হয় বাণিজ্যিক গ্যাসে। দু'বছর আগে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এই মন্দিরে খাদ্য সুরক্ষা দফতরের নিয়ম মেনে ভোগ রান্না হয়। আর সেই নিয়মে

ভোগ রান্নার জন্য মূল প্রয়োজন গ্যাসের। কিন্তু বর্তমানে গ্যাসের সংকটে চিন্তায় পড়েছে মন্দির কর্তৃপক্ষ। দেবী বর্গভীমার মন্দিরে প্রতিদিন শত শত ভক্ত অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন। প্রায় দু'বছর আগে খাদ্য সুরক্ষা দফতরের (FSSAI) নিয়মকানুন মেনে মন্দির চত্বরে আমূল পরিবর্তন আনা হয়। সরকারি নির্দেশিকা পালন করতে গিয়ে কাঠ বা কয়লার চুল্লির পরিবর্তে বাণিজ্যিক গ্যাসে ভোগ রান্না করা হয়। স্বাস্থ্যবিধি ও পরিবেশ রক্ষায় এই পদক্ষেপ প্রশংসনীয় হলেও, বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটিই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভোগ বিতরণের অনিশ্চয়তায় মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যুদ্ধের প্রভাবে বাণিজ্যিক গ্যাসের জোগানে টান পড়েছে। পর্যাপ্ত সিলিন্ডার না পাওয়ায় ভোগ রান্না চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। মন্দির পরিচালন কমিটির সম্পাদক শিবাজী অধিকারী বলেন, যাঁরা ভোগের জন্য আগাম বুকিং করেছিল, তাঁদের ২১ মার্চ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত ভোগ বাতিল করা হয়েছে। আমরা নিরুপায়। বাণিজ্যিক গ্যাসের সংকট এতটাই তীব্র যে আগামী ২১ মার্চ থেকে সাধারণ মানুষের জন্য ভোগ বন্ধ রাখা হচ্ছে। তবে দেবীর নিত্যপূজা ও সামান্য পরিমাণ ভোগ নিবেদনের কাজ বজায় থাকবে।

ছেলে ধরা সন্দেহে মহিলাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১১ মার্চ ঃ নদীয়ার নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত চর ব্রহ্মনগর এলাকায় ছেলে ধরা সন্দেহে এক মহিলাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বুধবার সকালে এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকালে এক অজ্ঞাতপরিচয় মহিলা হাতে কাপড়চোপড় বাঁধা একটি বস্তা নিয়ে এলাকায় ঘোরাফেরা করছিলেন। তাকে মানসিকভাবে অস্বাভাবিক আচরণ করতে দেখা যায় বলে দাবি করেন এলাকাবাসীরা। বিষয়টি নজরে আসতেই কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা তার গতিবিধি লক্ষ্য করতে শুরু করেন এবং পরে তাকে আটকান। এরপর মহিলাকে নাম-পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ও অসংগতিপূর্ণ কথা বলতে থাকেন। এতে স্থানীয়দের সন্দেহ আরও বাড়ে। তবে আইন নিজের হাতে তুলে না নিয়ে এলাকার মানুষ নবদ্বীপ থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে নবদ্বীপ থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মহিলাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। বর্তমানে ওই মহিলার পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাটি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত ছেলে ধরা সংক্রান্ত কোনও নিশ্চিত প্রমাণ মেলেনি। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

উদ্ধার বোমার মশলা, গ্রেপ্তার ১

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১১ মার্চ ঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী এলাকায় বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযানে নেমে পাঁচ কেজিরও বেশি বোমা তৈরির মশলা উদ্ধার করল পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে সাহাবিল শেখ নামে এক ব্যক্তিকে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বুধবার গভীর রাতে বেনাকর মোড় এলাকায় সন্দেহজনক গতিবিধির খবর পেয়ে অভিযান চালায় পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। সেখানেই সাহাবিল শেখ নামে ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে কয়েকটি প্যাকেটে রাখা পাঁচ কেজিরও বেশি বোমার মশলা উদ্ধার করা হয়। ধৃতের বাড়ি পূর্বস্থলীর ছাতনি এলাকায় বলে জানা গেছে। এত বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক সামগ্রী কোথা থেকে এল, এবং তিনি সেগুলি নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন বা কী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার পরিকল্পনা ছিল-তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশের অনুমান, আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর উদ্দেশ্যে এই বিস্ফোরক মজুত করা হতে পারে। যদিও ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে, সেই বিষয়েও খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী আধিকারিকরা। ধৃত সাহাবিল শেখকে বৃহস্পতিবার কালনা আদালতে তোলা হয়। তদন্তের স্বার্থে তাকে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং ঘটনার পেছনে বড় কোনও চক্র রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

PWD (GOVT. OF W.B.) TENDER NOTICE

EE, PWD, Hooghly Construction Division take decision for corrigendum e- Tender for the work having Tender Id(s): 2026_PWD_1018229_1, 2026_PWD_1018229_2 and 2026_PWD_1018229_3
NIET No.: WBPWD/EE/HCD/NITe-46 of 2025-2026 Bid submission closing date (online): **14.03.2026 up to 2:00 PM** Corrigendum if any will be published in website only.
Details of NIQ/NIT and other documents may be downloaded from: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- J.P.Dhar
Executive Engineer, PWD
Hooghly Construction Division.
Chawkbazar, Hooghly

Office of the Executive Officer
e-TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no: **250 AND 255/EO**, Singur dt. 11.03.26 for Construction of & nos. Civil & Electrical works under BEUP within Singur Panchayet Samity, Hooghly, WB. Last date for the online Bid submission is **19/03/26**. detail will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in** (**tender ID: 2026 _ZPHD_1020877_1 and 2026_ ZPHD_ 1021070_1 to 7**)

Sd/-
Executive Officer
Singur Panchayet Samity
Singur, Hooghly

E-TENDER NOTICE
Labpur Panchayat Samity
Labpur, Birbhum
NIeT No: 19/EO/2025-26

E-Tenders is invited for 1 no Civil work Bid Submission start- **11/03/2026** Ends- **18/03/2026.** For more details, please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

Office of the Block Development Officer
Suti-I Development Block
Tender Notice

Block Development Officer, Suti-I Dev. Block invites sealed tender for: 1. NIT No:- 22/APAS/2025/Dev.(3 rd Call), Date: 10.03.2026 under APAS, vide Memo No: 867(40)/APAS/Eng./Dev., Dated: 10.03.2026, Total No. of Scheme 06 (Six) nos. Last date of Application : **16.03.2026 upto 5.00 pm.** Details visit the web site **https://wbtenders.gov.in** All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Block Development Officer, Suti-I Dev. Block.

Sd/- Block Development Officer
Suti-I Dev. Block, Ahiran
Murshidabad

আমমোক্তারনামা

১) **মনিরুল সেখ**, পিতা- মৃত ইসরাইল সেখ, সাং- মালডোভা, পোঃ- রাজানগর, ২) **ইসরাইল সেখ**, পিতা- আব্দুল হান্নান সেখ, শ্যাওাতলা, পোঃ- দফরপুর, ৩) **সাদেক আলি সেখ**, পিতা- সওকাত সেখ, সাং- বাহাদিনগর, পোঃ- মিঞাপুর, ৪) **কামাল সেখ**, পিতা- আব্দুল কাশেম সেখ, সাং- ও পোঃ-দিয়া। রানীনগর, ৫) **গৌতম মন্ডল**, পিতা- শচীন মন্ডল, সাং- নিস্তা, পোঃ- মিঞাপুর, সকলের থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, **জঙ্গীপুর** A.D.S.R. **অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০১৮ সালে** Book-IV, 696 **নং** আমমোক্তার দলিল মূলে **দেবাশিষ ব্যানার্জী** আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার **১১৪ নং শ্রীকান্তবাটি মৌজাস্থিত আমার পিতা সবিতা কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যান্তে ওয়ারীশ সূত্রে প্রাপ্ত সকল সম্পত্তি** হইতেছে।
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

OFFICE OF THE
KHARAGPUR -II DEVELOPMENT OFFICER
MADPUR:: PASCHIM MEDINIPUR
NOTICE INVITING e-TENDER

NOTICE INVITING E-TENDER NO. WBPMID/KGPII/EO/eNIT37/25-26
The Executive Officer, Kharagpur-II Panchayat Samity invites e-Tender for the 01 No. construction of Concrete road work under Changual GP area (BCWTD Fund.)
Intending Bidders may access detailed information and respond from e-procurement portal of Govt. of West Bengal **https://www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Block Development Officer,
Kharagpur-II Development Block
Madpur: Paschim Medinipur.

Office of the Block Development Officer
Suti-I Development Block
Tender Notice

Block Development Officer, Suti-I Dev. Block invites sealed tender for: 1. NIT No:- 37/SBM-G/26/Dev., Date: 11.12.2025 under SBM – G, vide Memo No: 890(40)/Eng./Dev., Dated: 10.12.2025, Total No. of Scheme 01 (One) no. Last date of Application : **18.12.2025 upto 05.00 pm**. Details visit the web site **https://wbtenders.gov.in** All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Block Development Officer, Suti-I Dev. Block.

Sd/- Block Development Officer
Suti-I Dev. Block, Ahiran
Murshidabad

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ০৯.০৩.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং ঃ টিএন-১৮৬-২৫-২৬। কাজের নামঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ বারুইপুরের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে বারুইপুরে ইয়ার্ডের উন্নয়নের জন্য ল্যুপ লাইন যেমন লক্ষ্মীকান্তপুর, নিশ্চিন্দপুর, কাকদ্বীপ, নামখানার অবশিষ্ট সিটিআর(পি) - ৯.৬০০ কিমি, টিএফআর - ৫.৪৯৩ টিকিমি এবং সিটিআর(এস) - ১.৭৭৪ টিকিমি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ১,৮৯,৮৮,৯৭৫.৬২ টাকা। **ইএমডি:** ২,৪৫,০০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ:** ৯ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ০২.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়:** ০২.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করা হবে।

(SDAH-433/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বাতিল

"সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (কো-অর্ডিনেশন)/হাওড়ার অধীনে সাইট ইঞ্জিনিয়ারের নির্দেশ মতো হাওড়া ডিভিসন/ অন্যান্য ডিভিসনের যে কোনও স্থানে ৩০ এম লিডের মধ্যে মেকানিক্যাল লোডিং, আনলোডিং ও স্ট্যাকিং, বাছাই করা ইত্যাদি সহ সকল লিড, লিফ্ট, মাল্টিপল ট্র্যাকের ক্রসিং সহ ট্রেলার ব্যবহার করে সকল ধরনের পি.ওয়ে সামগ্রী যেমন রেল, স্যুইচ, ক্রসিং ইত্যাদি ও তৎসহ ইআরসি, বোল্ট ও নাট, বিয়ারিং প্লেট ও অন্যান্য পি.ওয়ে সামগ্রী পরিবহন এবং ট্রাক ব্যবহার করে ট্র্যাক মেশিন স্পেয়ার পার্টস যেমন কনভেয়র বেল্ট, কাটার, চেন, ওয়্যার প্লেট, ফিল্টার, ভাল্ভ, সিলিন্ডার, ব্যাটারি, পাম্প, মোটর ইত্যাদি পরিবহন" কাজের জন্য ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ কতৃক পূর্বে অনলাইনে আহ্বান করা **ই-টেন্ডার নং : ২৯৬_২০২৫-২৬, বন্ধের তারিখ ২৭.০৩.২০২৬ দুপুর ২টো** এতদ্বারা **বাতিল** করা হল।

(HWH-682/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Mech.) / Roads, KMC** invites e-tender online item wise rate two bid system for the following works :
(1) NIT No. : KMC/ASPH/PB/TKS-27/2025-26
Name of work : **Manufacturing, jointing, delivery and fitting fixing of Slinger conveyor belt for DM-45 plant at Asphaltum Department, Palmer Bazar**; Estimated Cost : **Quotation**; Earnest Money : **₹ 5,300.00.**
(2) NIT No. : KMC/ASPH/PB/TKS-25/2025-26
Name of work : **Manufacturing and delivery of thermodrum driving gear-box's pulley and motor's pulley and other allied works for DM-45 plant at Asphaltum Department, Palmer Bazar**; Estimated Cost : **Quotation**; Earnest Money : **₹ 4,500.00**; Period of completion : **10 Days (For Sl. No. 1 & 2)**; Last date and time of submission of bid : **23.03.2026 at 4 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; Bid opening date for technical proposals (Online) : **25.03.2026 at 4 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **12.03.2026 (4 pm) (For Sl. No. 1 & 2)**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2)**.

The **Director General (Market), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/MKT/HOGG/10/2025-26 (1st Call)
Name of work : **Installation of fire extinguisher at S.S. Hoog Market**; Estimated Cost : **₹ 2,66,080.00 (Including GST + CESS)**; Earnest Money : **₹ 5,600.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **23.03.2026 - 12 Noon**; Date and time of opening of bid : **25.03.2026 - 12.30 pm**; The bid forms and other details are available on and from **12.03.2026 - 5 pm** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (C) / E&H, KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No. : APAS/01/154/185/0004/R1 (2nd Call)
Name of work : **Improvement of ghat and protection of bank of pond and development of pathway near House No. P-25 Ram Narayan Pally in Ward No. 128 under Br.-XIV**; Estimated Amount : **₹ 4,74,493.00**; Earnest Money : **₹ 10,000.00**; Period of completion : **60 Days**; Last date and time of submission of bid : **28.03.2026 - 12 Noon**; The bid forms and other details shall be available on and from **13.03.2026 (12 Noon)** from the website **https://tenders.wb.gov.in**

The **Executive Engineer (WS) / North, KMC** invites e-tender online in two bid systems for following work :
NIT No. : KMC/WS/N/25-26/38/182
Name of work : **Development of FW supply by shifting of 150mm dia main pipe and allied works to facilate the drainage project works from APC Rd. to Brindaban Mallick Lane (Along Vidyasagar St.) in Ward No. 38**; Estimated Cost : **₹ 4,24,661.00**; Earnest Money : **₹ 8,500.00**; Time of completion : **15 Days**; Last date and time of submission of bid : **23.03.2026 at 2 pm**; The tender will be opened on : **25.03.2026 at 2 pm**; The bid forms and other details will be available on and from **13.03.2026 after 2 pm** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Director General (S&D), KMC** invites e-tender online item rate two bid systems for the following work :
NIT No. : KMC/PBPS/AD/M-38/2025-2026 (1st Call)
Name of work : **Urgent repairing, overhauling, re-winding and replacement of worn out spares including repairing of power cable of 24KW/30HP submersible Pump-motor unit No. 1 with machining work in corroded duct foot bends with allied works at CDPS under PBPS (Drg.)/S&D**; Estimated Cost : **Quotation**; Earnest Money : **2% of quoted amount**; Period of completion : **21 Days**; Last date and time of submission of bid : **28.03.2026 upto 3 pm**; The bid forms and other details are available on and from **14.03.2026 (10 am)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

CORRIGENDUM

(1) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/878 (1st Call), (2) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/880 (1st Call) Published in this Newspaper on **19.02.2026 (Key No. : 2267/25-26)** of **Roads Department (For Sl. No. 2 & 3)**; The last date and time of submission of bid will be read as **25.03.2026 at 12 Noon** instead of 10.03.2026 at 12 Noon **(For Sl. No. 1 & 2)**. **2389/25-26**

ইরান খেলবে আমেরিকার মাটিতেই! ট্রাম্পের সবুজ সংকেতের কথা জানালেন ইনফান্তিনো

সংবাদ সংস্থা, জুরিখ, ১১ মার্চঃ মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে। ইরান ও আমেরিকার সম্পর্ক তলানিতে। এই আবহে ফুটবল মহলের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল-আমেরিকার মাটিতে আয়োজিত বিশ্বকাপে কি আদৌ খেলতে পারবে ইরান? এবার সেই প্রশ্নের জবাব দিলেন ফিফা সভাপতি জিয়ানি ইনফান্তিনো। জানালেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আশ্বাস দিয়েছেন, ইরান দলের বিশ্বকাপে খেলতে আমেরিকায় আসায় কোনও বাধা নেই। ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের পর ফিফা প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘‘ইরানের বর্তমান পরিস্থিতি এবং বিশ্বকাপে তাদের অংশগ্রহণ নিয়ে আমরা কথা বলেছি। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প স্পষ্ট জানিয়েছেন, ইরান দলকে টুর্নামেন্টে স্বাগত জানানো হবে!’’ এরপর যোগ করেন, ‘‘এই মুহূর্তে বিশ্বকাপের মতো একটা ইভেন্টই মানুষকে কাছে আনতে পারে।’’ আগামী জুন থেকে জুলাই পর্যন্ত আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকোয় যৌথভাবে আয়োজিত হবে ফুটবল বিশ্বকাপ। ইরানের গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচ মার্কিন মুলুকে। ১৫ জুন নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ। তারপর ২১ জুন বেলজিয়াম ও ২৬ জুন সিয়াটলে প্রতিপক্ষ মিশর। কয়েক সপ্তাহ আগেও পরিস্থিতি অনিশ্চিত ছিল। ইরানের ফুটবল ফেডারেশনের প্রধান মেহদি তাজ ইরানি রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে প্রশ্ন তুলেছিলেন, যে দেশ ইরানের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে জড়িত, সেখানে গিয়ে খেলা কি আদৌ বুদ্ধিমানের কাজ? ট্রাম্প প্রশাসনের ট্র্যাভেল ব্যান আগে থেকেই ইরানি নাগরিকদের আমেরিকায় প্রবেশে বাধা দিচ্ছিল। সেই অনিশ্চয়তার মেঘ এবার কাটল ইনফান্তিনোর ঘোষণায়। ফিফা-র তরফে প্রত্যাশা, নির্ধারিত সূচি মেনে বিশ্বকাপে অংশ নেবে ইরান। এতকিছুর মধ্যে ভূরাজনৈতিক উত্তেজনার ছায়া পড়েছে মহিলা ফুটবলেও। এএফসি উইমেন্স এশিয়ান কাপে খেলতে অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিল ইরানের মেয়েরা। সেখানে সাতজন খেলোয়াড় মানবিক ভিসার আবেদন করে আশ্রয় পেয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টনি বার্কের দাবি, দলের সঙ্গে থাকা আরও দুজনকে প্রতিশ্রুতিমাফিক আস্তানা দেওয়া হয়েছে। দলের হোটেলের বাইরে বিক্ষোভ, বিমানবন্দরে আবেগঘন দৃশ্য-সবকিছুর মধ্যে শেষ পর্যন্ত দলটি সিডনি ছেড়ে ইরানে ফিরে যায়। ইরানের সরকার অবশ্য দাবি করেছে, ফেরত আসা খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা নিশ্চিত। দেশের প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ রেজা আরেফ জানিয়েছেন, দলকে স্বাগত জানানো হবে। পাশাপাশি বাইরের হস্তক্ষেপের সমালোচনাও করেছেন তিনি।

শীর্ষে অভিষেক-ঈশান, ১৮ ধাপ এগোলেন সঞ্জু!

সিংহাসনচ্যুত বরুণ

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ১১ মার্চঃ মাঠে বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। এবার র‍্যাঙ্কিংয়েও রাজত্ব। আইসিসির সর্বশেষ টি-২০ ক্রমতালিকা বেরোতেই নজরে এল, ভারতীয় ব্যাটারদের দাপট। তবে বোলিং ইউনিটে জোর ধাক্কা-বরুণ চক্রবর্তীর হাত থেকে ফসকে গেল শীর্ষস্থান। সিংহাসন হারালেন রহস্য-স্পিনার। ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে অভিষেক শর্মা। দুইয়ে ঈশান কিষাণ। যিনি সদ্য শেষ হওয়া টুর্নামেন্টে ৯ ম্যাচে ৩১৭ রান করেছেন। পাকিস্তান, নামিবিয়া, নিউজিল্যান্ড-তিন ম্যাচে তিনটি হাফসেঞ্চুরি। ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান-শিকারী। র‍্যাঙ্কিং শুধু এই অনবদ্য পারফরম্যান্সেরই স্বীকৃতি। এমনিতে বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি রান হাঁকিয়েছেন পাকিস্তানের সাহিবজাদা ফারহান-৩৮৩। কিন্তু ঈশানের উত্থানে এক ধাপ পিছিয়ে তিন নম্বরে নেমে এসেছেন তিনি। তবে আর সবাইকে ছাপিয়ে সবচেয়ে চোখধাঁধানো উত্থান সঞ্জু স্যামসনের। একলাফে ১৮ ধাপ উপরে, ২২তম স্থানে। পকেটে কেরিয়ারের সেরা ৬৩৭ পয়েন্ট। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও, টুর্নামেন্টের শুরুতে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশেই ছিলেন না। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ইডেনে সুযোগ পেলেন। এরপর আর ফিরে তাকাননি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে অপরাজিত ৯৭, ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৮৯ করে তিনটি নির্ণায়ক ম্যাচে তিনটি বিস্ফোরক ইনিংস। চাপের মুহূর্তে এই নির্ভরযোগ্যতাই সঞ্জুকে টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় করেছে। আরেক তারকা পারফর্মার, সতীর্থ শিবম দুবে চার ধাপ উপরে ২৭ নম্বরে। প্রত্যাশিতভাবেই তিলক বর্মা ও অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের র‍্যাঙ্কিং নেমেছে। বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে বড় ধাক্কা বরুণ চক্রবর্তীর। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে এক নম্বরে ছিলেন। ১১ মার্চ পর্যন্তও শীর্ষে। কিন্তু বিশ্বকাপের শেষ পর্যায়ে ছন্দহারা। সুপার এইটে প্রচুর রান খরচ করলেন। সেমিফাইনালে মুম্বইয়ে ৪ ওভারে ৬৪ রান, উইকেট মাত্র একটা। ফাইনালে ৩ ওভারে ৩৯। টুর্নামেন্টে মোট ৩১ ওভারে ২৮৭ রান, ইকোনমি ৯.২৫। ১৪ উইকেট নিয়ে যৌথভাবে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হয়েও সিংহাসন ধরে রাখতে ব্যর্থ। টেক্কা দিলেন আফগানিস্তানের রশিদ খান। যিনি সুপার এইট ও নকআউটে খেলেননি। তবু ১৩ পয়েন্টের ব্যবধানে শীর্ষে। বরুণের ৭৪০, রশিদের ৭৫৩। জসপ্রীত বুমরাহ এক ধাপ উঠলেন, রয়েছেন ছ’নম্বরে। ফাইনালে ৪ উইকেট ছিনিয়ে নেন ১৫ রান দিয়ে-পরিসংখ্যানই যা বলার বলে দিচ্ছে! টুর্নামেন্টে ১৪ উইকেট, গড় ১২.৪২, ইকোনমি ৬.২১। স্পিনার অক্ষর পটেল ৬ ধাপ উপরে, ১৭তম স্থানে। অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে জিম্বাবোয়ের সিকান্দার রাজা (৩২৮)। হার্দিক পাণ্ড্যিয়া দ্বিতীয় স্থানে (২৯৯)। দুজনেই এই সপ্তাহে কেরিয়ার-বেস্ট পয়েন্টে। ব্যবধান মাত্র ২৯- লড়াই জমজমাট! ইংল্যান্ডের উইল জ্যাকস পাঁচ ধাপ উপরে ১৩তম স্থানে, নিউজিল্যান্ডের মিচেল স্যান্টনার নিজের সেরা পয়েন্ট হাসিল করে নয়ে দাঁড়িয়ে।

মেসিকে সত্য উন্মোচন করতে বললেন বার্সার সভাপতি পদপ্রার্থী

সভাপতি নির্বাচনের আগে সময় খুব বেশি নেই আর। এর মধ্যেই লিওনেল মেসিকে সব খোলাসা করতে বললেন বার্সেলোনার সভাপতি পদপ্রার্থী বিক্তর ফোন। তার আশা, বার্সেলোনার সর্বকালের সেরা তারকা যেন গোটা দুনিয়াকে জানিয়ে দেন, কেন তিনি ফিরতে পারেননি প্রিয় আঙিনায়।

সংবাদ সংস্থা, বার্সেলোনা, ১১ মার্চঃ বার্সেলোনার সভাপতি হওয়ার লড়াইয়ে এবার লাপোর্তার দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর একজন এই ফোন। নির্বাচনের আগে লাপোর্তাকে কাবু করার বড় এক হাতিয়ার তার প্রতিদ্বন্দ্বিরা পেয়ে গেছে জাভি হার্নান্দেজের একটি মন্তব্য থেকে। বার্সেলোনার কিংবদন্তি এই ফুটবলার ও প্রাক্তন কোচ সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন, লাপোর্তার কারণেই বার্সেলোনায় ফিরতে পারেননি মেসি। ২০২৩ সালে পিএসএজি অধ্যায় শেষে মেসির বার্সেলোনায় ফেরার দারুণ এক সম্ভাবনা জেগে উঠেছিল। প্রিয় ক্লাবে রূপকথার সমাপ্তি হবে আর্জেন্টাইন জাদুকরের, সেই রোমাঞ্চ ছড়িয়ে পড়েছিল ফুটবল দুনিয়ায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। বার্সেলোনার প্রতীক হয়ে ওঠা ফুটবলার পাড়ি জমান মেজর লিগ সকারের দল ইন্টার মায়ামিতে। বার্সেলোনার সভাপতি লাপোর্তা তখন বলেছিলেন, ক্যারিয়ারের শেষ সময়ে পাদপ্রদীপের আলো থেকে দূরে নিজের মতো করে থাকার জন্যই মায়ামিকে বেছে নিয়েছেন তাদের ক্লাবের আইকন। তবে

বার্সেলোনার সেই সময়ের কোচ হার্নান্দেজ সম্প্রতি বলেছেন, ‘‘ক্ষমতার দ্বন্দ্বের ভয়ে লাপোর্তাই আটকে দিয়েছেন মেসির ফেরার পথ।’’ তার দাবি, মেসি ফিরলে তার সঙ্গে সরাসরি সংঘাতের শঙ্কা দেখছিলেন লাপোর্তা। পুরো পরিস্থিতি নিয়ে ক্লাব সভাপতি মিথ্যাচার করেছেন বলেও অভিযোগ তোলেন হার্নান্দেজ। হার্নান্দেজের কথার সূত্র ধরেই মেসিকে দ্রুত মুখ খোলার অনুরোধ করলেন ফোন। ‘‘আমার মনে হয় না, এখন থেকে রবিবারের মধ্যে মেসি কিছু বলবে। তবে আশা করি, সে এমন কিছু করবে। আশা করি, সে সত্যিটা বলবে, যাতে লাপোর্তার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে এবং হান্সি ফ্লিক এবং তরুণ খেলোয়াড়দের সৃষ্ট আশার বেসাসিতে অন্ধ হয়ে সোশিওরা যেন নির্বাচনে না যায়।’’ বার্সেলোনার যে সমর্থকদের ক্লাবের মালিকানায় ভাগ আছে, তাদেরকে বলা হয় ‘সোশিও’। তাদের ভোটেই সভাপতি নির্বাচন হয়। এবারের নির্বাচন আগামী রবিবার। মেসিকে বার্সেলোনায় ধরে রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েই ২০২১ সালে সভাপতি নির্বাচনে জিতেছিলেন লাপোর্তা। তবে সেই প্রতিশ্রুতি তিনি ধরে রাখতে পারেননি।

নতুন সিজনে শক্তি বাড়াতে কেরালার ফুটবলারকে দলে টানল গোকুলাম

সংবাদ সংস্থা, কোচি, ১১ মার্চঃ গত মরসুমে চতুর্থ স্থানে থেকেই দেশের দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ শেষ করেছিল গোকুলাম কেরালা এফসি। যা ব্যাপকভাবে হতাশ করেছিল ম্যানেজমেন্টকে। তবে পুরনো সমস্ত কিছু ভুলে এই নয়া সিজনে ঘুরে দাঁড়িয়ে সাফল্য পেতে মরিয়া গোকুলাম। সেজন্য, নতুন মরসুমের কথা মাথায় রেখে তাই অনেক আগে থেকেই দল গঠনের কাজ শুরু করেছিল দক্ষিণের এই দল। যেখানে আক্রমণভাগের পাশাপাশি দলের রক্ষণভাগকে ও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে ম্যানেজমেন্ট। বিশেষ করে আগের বছর গ্রীষ্মকালীন ট্রান্সফার উইন্ডো খোলার পর থেকেই ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছিল একাধিক খেলোয়াড়দের নাম। যা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সকলের। তবে আন্দাজ করা যাচ্ছিল যে আরও বেশকিছু ফুটবলারদের যোগদানের কথা ঘোষণা করবে দল। ইতিমধ্যেই টুর্নামেন্টের দুইটি ম্যাচ খেলে ফেলেছে গোকুলাম শিবির। যার মধ্যে দুইটি ড্র করে দুই পয়েন্ট নিয়ে আপাতত লিগ টেবিলের সপ্তম স্থানে রয়েছে দক্ষিণের এই আইলিগ জয়ীরা। তবে সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজেদের পুরনো ছন্দ ফেরানোই এখন অন্যতম লক্ষ্য দলের সকলের। সেই দিকে গুরুত্ব দিয়েই এবার কেরালার এই ফরোয়ার্ডকে নিজেদের দলে যোগদান করানোর কথা ঘোষণা করে দিল গোকুলাম। তিনি মহম্মদ সিনান। উল্লেখ্য, এই সিজনে সুপার লিগ কেরালার ফুটবল দল কান্নুর ওয়ারিয়র্সকে চূড়ান্ত সাফল্য এনে দেওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকা ছিল এই ফুটবলারের। সেই দিকে নজর রেখেই এবার তাঁর উপর ভরসা রেখেছে এই ফুটবল ক্লাব। বলাবাহুল্য, সুপার লিগ কেরালায় প্রায় দশটির ও বেশি ম্যাচ খেলেছিলেন এই ফুটবলার। যার মধ্যে মোট চারটি গোল ছিল সিনানের। সেইসাথে দলের সতীর্থ খেলোয়াড়দের গোল করানোর ক্ষেত্রে ও তিনটি অ্যাসিস্ট ছিল দক্ষিণের এই স্ট্রাইকারের। এবার তাঁর সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ। আগামী ১৪ই মার্চ নিজেদের পরবর্তী ম্যাচ খেলবে গোকুলাম। যেখানে তাঁদের প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছে হায়দরাবাদের শ্রীনিধি ডেকান এফসি। এখন এই ম্যাচের দিকেই তাকিয়ে থাকবে সকলে।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে বিশেষ সম্মান ম্যান ইউয়ের, ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে অতিথি মহারাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ মার্চঃ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বাঙালির কাছে একটা আবেগ। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক। বিসিসিআইয়ের প্রাক্তন সভাপতি। দেশকে বিশ্বকাপ দিতে না পারলেও, তিনি যা করেছেন ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য তা অপরিসীম। তিনি না থাকলে হয়তো ধোনি, যুবরাজদের মতো ক্রিকেটার আমরা পেতাম না। ক্রিকেটের মাঠে কীভাবে ইংরেজদের নতজানু করতে হয়, তা শেখা তো মহারাজের থেকেই। ঐতিহাসিক লর্ডসে খালি গায়ে জার্সি ওড়ানোর ঔদ্ধত্য হয়তো একমাত্র তাঁরই আছে। তিনি যদি না থাকতেন, তাহলে হয়তো ইংরেজদের অহংকার চূর্ণ হত না। শুধু ক্রিকেট বললে ভুল হবে, ফুটবলেও রয়েছে মহারাজের অগাধ প্রেম। আদ্যোপান্ত ফুটবলপ্রেমী দাদা। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ভক্ত সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বহুবার স্টেডিয়ামে বসে ম্যাঞ্চেস্টারের ম্যাচ দেখেছেন তিনি। এবার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে বিশেষ সম্মান জানাবে তাঁর প্রিয় ক্লাব ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ম্যাচে বিশেষ অতিথি হিসেবে স্পেশাল হসপিটালিটি বক্সে দেখা যাবে তাঁকে। ইতিমধ্যেই ম্যাঞ্চেস্টারের তরফ থেকে সৌরভকে আমন্ত্রণ জানানো জানানো হয়েছে। আগামী ১৫ মার্চ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে নামবে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ঘরের মাঠ ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে বিশেষ সম্মান জানানো হবে ব্রুনো ফার্নান্দেজদের তরফে। প্রিমিয়ার লিগের শুরুতে একের পর এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। পর পর ম্যাচে হারের মুখ দেখছিল ব্রুনো ফার্নান্দেজরা। সেখান থেকে ধীরে ধীরে কামব্যাক করেছে ম্যান ইউ। ১৫ মার্চ অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ম্যচ মাইকেল ক্যারিকের দলের কাছে। ২৯ ম্যাচে হ্যারি ম্যাগুয়ারদের পয়েন্ট ৫১ নিয়ে লিগ টেবিলে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড।

ইয়ামালে বাঁচল বার্সা, হার লিভারপুলের

চ্যাম্পিয়নস লিগ শেষ ষোলোয় অম্লমধুর রাত কেটেছে ফেবারিটদের। গতকাল রাতে প্রথম লেগে লিভারপুল ১-০ গোলে হেরেছে গালাতাসারাইয়ের বিপক্ষে। নিউক্যাসলের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করে বার্সেলোনা। তবে দাপুটে জয় পেয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ ও আতলেতিকো মাদ্রিদ। টটেনহামকে ৫-২ গোলে হারায় আতলেতিকো। আর আতালান্তাকে ৬-১ গোলে উড়িয়ে দেয় বায়ার্ন।

নিজস্ব প্রতিবেদন

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ ষোলোর প্রথম লেগের লড়াইটি শেষ হয়েছে ১-১ সমতায়। হার্ভি বার্নস নিউক্যাসলকে এগিয়ে নেওয়ার পর, সমতা ফেরান ইয়ামাল। গতিময় ফুটবলে বার্সেলোনাকে দারুণ চাপে রেখেছিল নিউক্যাসল। ম্যাচের শেষ দিকে এগিয়েও গিয়েছিল তারা। কিন্তু অন্তিম সময়ে ডি-বক্সে একজন দানি ওলমোকে ফাউল করায় পেনাল্টি পেয়ে যায় বার্সেলোনা। বল দখলে এগিয়ে ছিল বার্সেলোনা। ৫৪ শতাংশ সময় পজেশন ধরে রেখে গোলের জন্য তারা ৯ শট নিয়ে লক্ষ্যে রাখতে পারে কেবল দুটি! অন্যদিকে, নিউক্যাসল ১৬ শটের চারটি রাখতে পারে লক্ষ্যে। প্রতিপক্ষের মাঠে চতুর্থ মিনিটেই গোল হজম করতে বসেছিল বার্সেলোনা। সান্দ্রো তোনালির হেড ধরতে গিয়ে তালগোল পাকান গোলরক্ষক হোয়ান গার্সিয়া। তবে গোললাইন থেকে ফিরিয়ে দেন ডিফেন্ডার পাউ কুবার্সি। ষোড়শ মিনিটে অ্যান্থনি এলেঙ্গার আড়াআড়ি শট ডাইভ দিয়ে কোনোমতে কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন গার্সিয়া। অফসাইডের বাঁশি বাজে, তবে বল জালে গেলে ভিএআর পরীক্ষায় গোল মিলতেও পারত! ২১তম মিনিটে বার্সেলোনার আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে উল্টো নিজেদের জালে পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন ড্যান বার্ন। তার ভাগ্য ভালো, বল বেরিয়ে যায় পোস্ট ঘেঁষে। ৩৬তম মিনিটে গোলের চমৎকার সুযোগ পান ফের্মিন লোপস। ডি-বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া শটে জোর ছিল যথেষ্টই, কিন্তু যায় সরাসরি গোলরক্ষক বরাবর। লম্বা সময় ধরে এটাই ছিল লক্ষ্যে বার্সেলোনার একমাত্র শট। দ্বিতীয়ার্ধের অনেকটা সময় লড়াই চলে মাঝমাঠে। কোনো দলই এই সময়ে খুব ভালো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। ৬৬তম মিনিটে চমৎকার একটি সুযোগ পান রবের্ত লেভানডফস্কি। কিন্তু একটুর জন্য বল লক্ষ্যে রাখতে পারেননি পোলিশ স্ট্রাইকার। তিন মিনিট পর পেনাল্টি স্পটের কাছ থেকে ভলি লক্ষ্যে রাখতে পারেননি নিউক্যাসলের জ্যাকব মার্ফি। ৭৩তম মিনিটে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন বার্সেলোনা ফরোয়ার্ড মার্ক বের্নাল। তার জায়গায় নামেন মার্ক কাসাদো। পরের মিনিটে বার্সেলোনার জালে বল পাঠান জোয়েলিনটন। তবে তিনিই অফসাইডে থাকায় মেলেনি গোল। বার্সেলোনাকে প্রবলভাবে চেপে ধরে নিউক্যাসল। সুযোগও আসতে থাকে আয়োজকদের সামনে। তবে কোনো না কোনোভাবে তাদের শটগুলো ঠেকিয়ে দিচ্ছিলেন ডিফেন্ডাররা। অবশেষে ৮৬তম মিনিটে তাদের প্রতিরোধ ভাঙতে সফল হন নিউক্যাসলের খেলোয়াড়রা। মার্ফির ক্রসে অরক্ষিত বার্নেসের শট জড়ায় জালে। বেশ চেষ্টা করেছিলেন গার্সিয়া, কিন্তু ঠেকাতে পারেননি গোল। এই গোলের কয়েক সেকেন্ড আগে, স্লাইড করে প্রতিপক্ষের গোললাইন অতিক্রম করে যান রোনাল্দ আরাউহো। খেলা শুরুর আগে তাকে মাঠে ফিরতে দেননি রেফারি। উরুগুয়ের ডিফেন্ডারের জায়গায় হার্ভেকে পাহারা দেওয়ার চেষ্টা করেন রাফিনিয়া। কিন্তু সফল হননি তিনি। মনে হচ্ছিল অসাধারণ এক জয় পাচ্ছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি। কিন্তু অন্তিম সময়ে পেনাল্টি পেয়ে তাদের হৃদয় ভেঙে দেন ইয়ামাল। আগামী বুধবার ফিরতি লেগ হবে বার্সেলোনার মাঠ কাম্প ন্যুয়ে। এদিন অন্য ম্যাচে প্রথম লেগে লিভারপুল ১-০ গোলে হেরেছে গালাতাসারাইয়ের বিপক্ষে। তুর্কি লিগের শীর্ষে থাকা গালাতাসারায়ের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন মারিও লেমিনা। ৭ মিনিটে কর্নার থেকে ভেসে আসা বলে হেড করে জাল খুঁজে নেন। এর আগে বলটি নামিয়ে দিয়েছিলেন ভিক্টর ওসিমেন। দ্বিতীয়ার্ধে ওসিমেন আরেকবার বল জালে পাঠালেও অফসাইডের কারণে রক্ষা পায় লিভারপুল। আগামী সপ্তাহে ঘরের মাঠ অ্যানফিল্ডে গালাতাসারাইকে হারানোর কঠিন চ্যালেঞ্জ নিয়ে মাঠে নামবে লিভারপুল। হারের পর লিভারপুলের হয়ে ১০০ ম্যাচে দায়িত্ব পালন করার মাইলফলক স্পর্শ করা কোচ আর্নে স্লট বলেন, ‘‘এখানে খেলা কঠিন। তার ওপর ১-০ গোলে পিছিয়ে থাকলে কাজটা আরও কঠিন হয়ে যায়।’’ অন্যদিকে আতলেতিকোর কাছে গতকাল রাতে ৫-২ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছে টটেনহাম। আতলেতিকোর মাঠ মেত্রোপলিতানোয় ম্যাচের ১৫ মিনিটের মধ্যে ৩-০ গোলে পিছিয়ে পড়ে টটেনহাম। এই বিপর্যয় থেকে শেষ পর্যন্ত আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি তারা। আতলেতিকোর হয়ে জোড়া গোল করেন আর্জেন্টাইন তারকা হুলিয়ান আলভারেজ। একটি করে গোল মার্কোস লরেন্তে, আতোয়াঁন গ্রিজমান ও রবিন লে নরমান্দের। জয়ের পাশাপাশি তিন গোলের বড় ব্যবধানে এগিয়ে থেকে দারুণ খুশি আলভারেজ। মুভিস্টার প্লাসকে ম্যাচ শেষে আলভারেজ বলেন, ‘‘জয় আর তিন গোলের লিডে আমি খুব আনন্দিত। কিন্তু এখনো ৯০ মিনিট বাকি। ওরা কিছু ভুল করেছে, আমরা জানতাম সেই সুযোগ কীভাবে নিতে হয়। চাপ তৈরি করে খেলেছি, আর সেটাই আমাদের গোলের সুযোগ এনে দিয়েছে।’’ আতলেতিকোর মতো বড় জয় পেয়েছে বায়ার্ন মিউনিখও। দারুণ ছন্দে থাকা দলটি আতালান্তাকে উড়িয়ে দেয় ৬-১ গোলে। দুর্দান্ত এই জয়ে শিরোপার দাবিটা যেন আরও জোরালো করল বায়ার্ন। এই ম্যাচে খেলেননি বায়ার্নে মূল স্ট্রাইকার হ্যারি কেইন। যদিও তাতে কোনো সমস্যা হয়নি জার্মান চ্যাম্পিয়নদের। বায়ার্নের হয়ে জোড়া গোল করেন মাইকেল ওলিসে। একটি করে গোল জোসিপ স্টানিসিক, সের্হে নাব্রি, নিকোলাস জ্যাকসন ও জামাল মুসিয়ালার। এ জয়ে বায়ার্নের শেষ আটে যাওয়া অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে গেল। ম্যাচ শেষে বায়ার্ন কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানি প্রাইম ভিডিওকে বলেন, ‘‘আমরা ঠিক এমন পারফরম্যান্সই চেয়েছিলাম। ম্যাচজুড়ে আমরা আক্রমণাত্মক ও বিপজ্জনক ছিলাম। আমাদের দলে প্রতিভা ও মানসম্পন্ন খেলোয়াড় আছে...তাই ছেলেরা যখন এভাবে খেলতে পারে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।’’

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com